উম্মাহর নক্ষত্ররাজি

(Know Your Heroes)

https://www.facebook.com/knowyourheroes.bd/

ভূমিকাঃ এখানে উম্মাহর নক্ষত্ররাজি পেইজ থেকে নির্বাচিত কিছু লেখা একত্র করা হয়েছে। সব নয়। (https://www.facebook.com/knowyourheroes.bd)

পেইজ থেকে প্রকাশিত এটা কোনো অফিসিয়াল পিডিএফ নয়। আমি সেই পেইজের একজন ফ্যান হিসেবে এগুলো একত্র করেছি।

খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল একদিন সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললো, "আপনার সাহাবীদের মধ্য থেকে আপনার মনোনীত একজনকে আমাদের সাথে পাঠান। যিনি আমাদের কিছু বিতর্কিত সম্পদের ফায়সালা করে দিবে। কারণ এ বিষয়ে ইসলামের বিধান আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও মনঃপূত।"

একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, "সন্ধ্যায় তোমরা আবার আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের সাথে একজন দৃঢ়চেতা এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাবো।"

.

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কথাটি শুনতে পেলেন। তিনি বলেন, "আমি জোহরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হলাম। মূলত সেদিনের মত আর কখনোই নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আমি এতটা আগ্রহী হয়ে উঠিনি। এর একমাত্র কারণ ছিলো, আমিই যেন হতে পারি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উল্লেখিত সেই প্রশংসনীয় ব্যক্তিটি।

যথারীতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে জোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি ডানে বামে তাকাতে লাগলেন। আর আমিও তাঁর নজরে আসার জন্য আমার ঘাড় একটু উঁচু করলাম ।

কিন্তু তিনি তাঁর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ডেকে বললেন, "তুমি তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত বিষয়টির ফায়সালা করে দাও।"

আমি (উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু) তখন মনে মনে বললাম "আবু উবাইদা এ প্রশংসনীয় মর্যাদার অধিকারী হয়ে গেলো।"

.

বস্তুতঃ শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচিত ছিলেন "আল-আমীন" হিসেবে। আর স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

"প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবাইদা।"

সুবহানআল্লাহ।

—

আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)- এর পুরো নাম আমীর ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ আল - ফিহরী আল কুরাইশী। তবে "আবু উবাইদা" নামেই তিনি অত্যধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, বিনয়ী এবং লাজুক প্রকৃতির। একই সাথে তিনি ছিলেন একজন অকুতোভয় যোদ্ধাও। বদর, উহুদ, খন্দক, তাবুক, হুনায়েনসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি অদম্য সাহসিকতায় লড়েছেন কাফিরদের বিরুদ্ধে।

.

উহুদের যুদ্ধ শেষে দেখা গেলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হয়েছেন এবং তাঁর গন্ডদেশে বর্মের দুটি শিকল বিঁধে গেছে।

আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন শিকল দুটি তুলে ফেলার জন্য। আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, "কসম আল্লাহর! বিষয়টি আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন।" তিনি সরে গিয়ে আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে সুযোগ করে দিলেন।

এরপর আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শংকিত হলেন, হাত দিয়ে শিকল দুটি তুললে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট পান। তাই তিনি নিজের দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরে শিকল দুটিকে তুলে ফেললেন। কিন্তু এর ফলে আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) র সামনের দিকের দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। সুবহানআল্লাহ। এমনই অসাধারণ ঈমানী শক্তিতে মহিয়ান ছিলেন তিনি।

—

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-র খিলাফতকালে তিনি আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

সে সময় একের পর এক অভিযান পরিচালনা করে আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছিলেন।

হঠাৎ সিরিয়া অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী চরম আকার ধারণ করে। মহামারীতে ব্যাপক প্রাণহানির খবরে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তিনি নিরুপায় হয়ে আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে চিঠি লিখলেন, "আপনাকে আমার এই মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে এ পত্র মারফত আমি আপনাকে তলব করছি। আমার এ পত্রটি যদি রাতের বেলায় আপনার হাতে পৌঁছায়, তবে ভোর হওয়ার পূর্বেই মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন।আর যদি দিনের বেলা পৌঁছায়, তবে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই রওনা দিবেন।"

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-র চিঠি টি পড়ে আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "আমি জানি আমার কাছে আমিরুল মুমিনিনের সে প্রয়োজনটা কী। কিন্তু তিনি এমন ব্যক্তিকে বাচিঁয়ে রাখতে চান, যাকে বাচাঁনো সম্ভব নয়।"

অতঃপর তিনি উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে চিঠির জবাবে লিখলেনঃ "আমিরুল মুমিনিন, আমি বুঝতে পেরেছি আমার কাছে আপনার প্রয়োজনটা কি। আমি এই মুহূর্তে মহামারীতে আক্রান্ত একটি মুসলিম দলের সেবায় নিয়োজিত আছি। যে রোগে তারা আক্রান্ত আমি নিজেকে তা থেকে নিরাপদ রাখতে আগ্রহ বোধ করছিনা। আমি আমার নিজের ব্যাপারে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ র ফায়সালা না আসা পর্যন্ত তাদের ফেলে রেখে কোথাও যেতে চাই না। অতএব আমার পত্রখানা আপনার হাতে পৌঁছানোর পর আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দিন।"

আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-র চিঠি পড়ে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আশেপাশের সকলে তাঁর তীব্র কান্না দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আবু উবাইদা কি ইন্তিকাল করেছেন?"

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন, "না ইন্তিকাল করেনি। তবে মৃত্যু তাঁর খুব নিকটবর্তী।"

তাঁর অনুমান সত্যে পরিণত হলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন।

আর এরই সাথে সমাপ্তি ঘটে উম্মাহর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং আশরায়ে মুবাশশারাহ (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত) একজন মহিয়ান সাহাবীর। যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন উম্মাহর সেবায় এবং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন।

চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়লো মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বন্দী অথবা হত্যা করে ফেলেছে। আর এ খবর শোনা মাত্রই একজন বালক ক্ষিপ্ত হয়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে হাজির হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

তিনি উত্তর দিলেন, "শুনেছি, আপনি বন্দী অথবা নিহত হয়েছেন।"

সেদিন বালকটির এরূপ আত্মত্যাগ, ভালোবাসা এবং সাহসিকতা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তিনি বালকটির জন্য আল্লাহ পাক এর কাছে দুআ করেন।

.

সীরাত লেখকদের বর্ণনামতে, এটিই হচ্ছে প্রথম তরবারি যা আত্মোৎসর্গের উদ্দেশ্যে একজন বালক উন্মুক্ত করেছিলেন। আর সেই বালকটিই হচ্ছেন ইসলামের ইতিহাসের অদম্য বীর যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদিআল্লাহু আনহু)। যিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত) দশজন সাহাবীদের একজন।

—

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদিআল্লাহু আনহু) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তিনি ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত প্রায় সকল যুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

বদর যুদ্ধ চলাকালীন,

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদিআল্লাহু আনহু) শত্রুপক্ষের সাথে সাংঘাতিকভাবে লড়েছিলেন। আঘাতের তীব্রতায় তাঁর সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেলো এবং তরবারিও ভোঁতা হয়ে গেলো।

মূলত সে দিনের ক্ষত এতটাই গভীর ছিলো, এর ফলে তাঁর শরীরে গর্তের মত হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র উরওয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) উল্লেখ করেন, "আমরা সেই গর্তে আংগুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।"

—

খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন,

মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু কুরাইজা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অবস্থা জানার জন্য গুপ্তচর হিসেবে কাউকে পাঠাতে চাইলেন। সাহাবাদের উদ্দেশ্যে তিনবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাদের সংবাদ নিয়ে আসতে পারবে?"

প্রত্যেকবারই যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, "আনা ইয়া রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ "আমি"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আগ্রহে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "প্রত্যেক নবীরই একজন হাওয়ারী (সঙ্গী/সাথী/অনুসারী) থাকে। আমার হাওয়ারী হচ্ছে যুবাইর।"

[Every Prophet has a disciple, and verily my disciple is Az-Zubair bin al-Awwām]

সুবহানআল্লাহ।

বস্তুতঃ একজন "হাওয়ারী" হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন, এর সবই যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদিআল্লাহু আনহু) র মধ্যে বিদ্যমান ছিলো।

—

মূলত একজন যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদিআল্লাহু আনহু)-র অন্তর ছিলো অত্যন্ত কোমল। উত্তম চরিত্র, তাকওয়া, দানশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সাহসীকতার সমন্বয়ে তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর এমন দুঃসাহসিক হয়ে বেড়ে উঠার পিছনে ছিলো মা সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রাদিআল্লাহু আনহা) এর অবদান। শৈশব থেকেই তিনি ছেলেকে এমনভাবে প্রতিপালন করেন, যাতে বড় হয়ে সে একজন দৃঢ়-সংকল্প এবং আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হয়ে উঠেন। তাঁর প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। সত্যিকার অর্থেই যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদিআল্লাহু আনহু) হয়ে উঠেছিলেন একজন দুঃসাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী এবং অদম্য বীর।

——

আল্লাহু আ'লাম

রেফারেন্সঃ

১. আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (প্রথমখন্ড)

২. সাহাবাদের জীবনী

৩. The life and martyrdom of Zubayr ibn al-`Awwam (Radi-Allahu anhu)

——

#Zubayr_ibn_al_Awwam_RA

পুত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় রাগে-দুঃখে চিৎকার করে লোকজন জড়ো করে ফেললেন মা। মায়ের অবস্থা দেখে ঘরের এক কোণে নীরবে বসে রইলেন পুত্র।

কিছুক্ষণ শোরগোলের পর পুত্রকে ইসলাম ত্যাগ করার কঠোর নির্দেশ দিয়ে মা বললেন, "যতক্ষণ না সে মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধর্ম ত্যাগ করবে, ততক্ষণ আমি কিছু খাবো না এবং রোদ থেকে ছায়াতেও যাবো না। "

একদিন, দুদিন করে তিন দিন কেটে গেলো। মা খাবার বা পানীয় কিছুই স্পর্শ করলেন না, রোদ থেকে ছায়াতেও এলেন না, এমনকি কারো সাথে কথাও বললেন না।

এ অবস্থায় পুত্র অসম্ভব অস্থির হয়ে পড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হাজির হয়ে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দেওয়ার পূর্বেই নাযিল হলো "সূরা আনকাবূত" এর ৮ম আয়াতটিঃ

• "আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো তোমাদের কর্মফল"
•

[সূরা আনকাবূত : ৮]

কুরআনের আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর পুত্রের মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে গেলো। তিনি মায়ের কাছে এসে ঘোষণা দিলেন, "সত্য দ্বীন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

অবশেষে ইসলামের প্রতি পুত্রের দৃঢ়তা দেখে মায়ের জিদ, অভিমান কেটে গেলো। অনশন এবং পুত্রকে দেওয়া শর্ত পরিত্যাগ করে তিনি নিজেও মুসলমান হয়ে গেলেন।

আল্লাহু আকবার।

.

ইসলামের প্রতি দৃঢ়ভাবে অটল থাকা পুত্রটি হচ্ছেন, সাহাবী সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। যিনি ছিলেন "আশারায়ে মুবাশশারাহ" (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত) দশজন সাহাবীদের একজন। যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশ কয়েকবার জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

—

সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন অদম্য বীর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি অসীম সাহসকিতা এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করেন।

বদর যুদ্ধে সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সাঈদ ইবনে আসকে হত্যা করে তার তলোয়ারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জমা দিলেন।

এরপর তলোয়ারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি বলেন, "এ তলোয়ার না তোমার, না আমার।"

জবাব শুনে সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কিছুদূর যেতেই "সূরা আনফাল" নাযিল হয়। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ডেকে বললেনঃ "তোমার তলোয়ার নিয়ে যাও।"

—

আরবের লোকেরা কারো প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসার প্রকাশস্বরুপ বলতো, "আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্যে করে বহু সাহাবী এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যাকে উদ্দেশ্যে করে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দেন, "আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক।"

—

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একদিন তাঁকে উদ্দেশ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এই দেখো আমার মামা, তোমরা কেউ এরকম মামা নিয়ে এসো দেখি।" [তিরমিজি]

সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করে বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ, আপনি সা'দ এর দু'আ কবুল করুন, যখন সে দু'আ করবে।" পরবর্তীতে ঐতিহাসিকদের মতে সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর দুআ সত্যে প্রমাণিত হয়েছিলো।

এছাড়াও সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। তিনি তাঁর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দান করে দেন।

—

জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি তাঁর ছেলেকে একটি পুরাতন জামা পরার ইচ্ছে পোষণ করে বলেছিলেন, "এই জামা পরিয়েই তোমরা আমাকে কাফন দিও। আমি এই জামা গায়ে দিয়ে বদর যুদ্ধে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়েছি। আমার ইচ্ছা, আমি এই জামা গায়ে দিয়েই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই।"

অতঃপর তাঁর অন্তীম ইচ্ছা ইচ্ছানুযায়ী সে জামা পরিহিত অবস্থায় তাঁকে দাফন করা হয় এবং এরই সাথে ইতি ঘটে ইসলামের ইতিহাসে মহান বীর সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর।

আল্লাহু আ'লাম

রেফারেন্সঃ

১. আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (প্রথম খন্ড)

২. সাহাবাদের জীবনী

৩. তাফসীরে আহসানুল বায়ান (সূরা আনকাবূত : ৮)

৪. hadithoftheday (saad-ibn-waqas)

#Saad_ibn_Waqas_RA

#Know_Your_Heroes

আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সেদিন রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের পূর্বে একজন দুঃস্থ মহিলা এসে তাঁর নিকট কিছু খাবার চাইলো।

ইফতারের জন্য ঘরে কেবল এক টুকরো রুটি ছিলো। আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) দাসীকে বললেন রুটির টুকরোটি দুঃস্থ মহিলাটিকে দিতে।

দাসী তাঁকে বললো, "কিন্তু আপনি ইফতার করবেন কি দিয়ে?"

আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) প্রতিউত্তরে বললেন, "রুটির টুকরোটি তাকে দিয়ে দাও, ইফতারের কথা পরে চিন্তা করা যাবে।"

—

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন,

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যধিক দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। রমাদ্বানে জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি অত্যধিক দানশীল হয়ে যেতেন। আর জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) রমাদ্বানের প্রত্যেক রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। "

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "যখন জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি প্রবাহমান বাতাস অপেক্ষাও অধিক দানশীল হতেন।"

সুবহানআল্লাহ।

—

বস্তুত: আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাগণ সর্বদায় দানশীল ছিলেন। কোনো দুঃস্থ, অসহায়, সাহায্য কামনাকারীদের কখনো তাঁরা শূণ্য হাতে ফেরান নি। পবিত্র রমাদ্বান এর মূহুর্তগুলোও দান -সাদকাহ র মাধ্যমে তাঁরা

করে তুলেছিলেন অত্যধিক বরকতময়। আর এ শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের রমাদ্বানও হয়ে উঠুক পরিপূর্ণ বরকতময়।

(আল্লাহু আ'লাম)

তথ্যসূত্র :

• আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (৬)

• সুনানে আন-নাসায়ী (সাওম)

#KnowYourHeroes

মক্কার আল-বাতহা উপত্যকা,

এ উপত্যকার উত্তপ্ত বালির মাঝে লোহার বর্ম পড়িয়ে শুইয়ে রাখা হত সুমাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা), তাঁর স্বামী ইয়াসির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), পুত্র আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে। মূলত ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফির সর্দার আবু জেহেল সুমাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) ও তাঁর পরিবারের ওপর শুরু করে অকথ্য নির্যাতন। আর এ নির্যাতনের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় সকল পাশবিকতাকেও।

—

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল-বাতহা উপত্যকায় সুমাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এ দৃশ্য দেখে প্রচন্ড কষ্ট পেতেন। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা তখন একেবারেই নগন্য হওয়ায় প্রতিবাদ করারও উপায় ছিলো না। তিনি তাঁদের সাহস ও ধৈর্য্য ধরার উপদেশ দিতেন।

• জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, "আম্মার ও তাঁর পরিবারকে যখন শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতনের দৃশ্য দেখে বলেন, "তোমরা আম্মার ও ইয়াসির-এর পরিবারকে সুসংবাদ দাও- তাঁদের জন্য জান্নাত অবধারিত।" •

আলহামদুলিল্লাহ।

—

এভাবে দীর্ঘদিন অত্যাচারের পরও আবু জেহেল লক্ষ্য করলো, সুমাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল, ইসলাম ত্যাগ করার কোনো ইচ্ছেই তাঁর নেই; তখন সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

এরপর একদিন সন্ধ্যায় আবু জেহেল সুমাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-র তলপেট লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলো ধারালো বর্শা। আর সেই বর্শা গিয়ে বিঁধলো তাঁর লজ্জাস্থানে। মুহূর্তের মধ্যে রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়লো চারিদিক। প্রচণ্ড যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে আল্লাহ পাক এর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেলেন তিনি। আর অর্জন করে নিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ এর মর্যাদা।

—

সুমাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-র জন্ম হয়েছিলো আরবের তৎকালীন নিম্নগোত্র পরিবারে। যাদেরকে দাস-দাসী হিসেবে কাজ করতে হতো। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকেই তিনি ও তাঁর পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলাম কবুলকারীদের মধ্যে ১৭ তম ব্যক্তি। এছাড়াও একইসাথে ছিলেন সাহসী, ধৈর্য্যশীলা এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারিনী।

মূলত একজন প্রবীণা হওয়া সত্ত্বেও আবু জেহেল এর অকথ্য নির্যাতন সহ্য করার মতো সাহসিকতা তিনি রেখেছিলেন। প্রচন্ড নির্যাতনের কারণে শারীরিকভাবে ভেংগে পড়লেও মানসিকভাবে তিনি ছিলেন অনড়।

দ্বীনের জন্য সুমাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর এ সীমাহীন ত্যাগ এর কারণেই তিনি হয়ে আছেন মুসলিম উম্মাহ র আদর্শ যুগ থেকে যুগান্তরে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মসজিদে নববীতে বসে আছেন। এমন সময় এক বৃদ্ধ মুসাফির তাঁর কাছে এসে ফরিয়াদ জানালেন, তিনি খুব ক্ষুধার্ত, তার পরনের জামাটাও ছিড়ে গেছে এবং তাঁর কাছে কোন বাহন নেই। অনুগ্রহ করে তাঁকে খাবার, কাপড় ও বাহনের ব্যবস্থা করে দিতে। "

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সেদিন দেওয়ার মত কিছু ছিলো না। তবে তিনি বৃদ্ধ মুসাফিরকে খালি হাতে ফিরালেন না। তৎক্ষনাৎ কন্যা ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) র কাছে পাঠালেন আর বললেন হয়ত ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাকে সাহায্য করতে পারবেন।

—

কথানুযায়ী বৃদ্ধ মুসাফির ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) র বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। দরজায় কড়া নেড়ে তার ফরিয়াদটুকু জানালেন।

ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছেও সেদিন দেওয়ার মত কিছুই ছিলো না। তবে তিনিও বৃদ্ধ মুসাফির কে খালি হাতে ফিরালেন না। তাঁর গলার হারটি খুলে মুসাফির কে দিলেন এবং এর দ্বারা তার যাবতীয় চাহিদা পূরণ করতে বললেন।

হারটি পেয়ে বৃদ্ধ মুসাফির প্রচন্ড খুশি হলো। পুনরায় সে মসজিদে নববীতে হাজির হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হারটি দেখালো এবং সব খুলে বলল। ঘটনাটি শুনে সাহাবীরা চমকে উঠলেন। তৎক্ষনাৎ আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বৃদ্ধ মুসাফির কে হারটি তাঁর কাছে বিক্রি করার শর্ত জানতে চাইলেন।

বৃদ্ধ মুসাফির তার যাবতীয় অভাব পূরণের বিনিময়ে হারটি বিক্রি করতে রাজি হলো। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যথেষ্ট ভালো খাবার, ভালো ইয়েমেনী পোশাক, বাড়ি ফেরার জন্য মোটাতাজা উট, বাড়তি আটটি সোনার মোহর ও দুশ রূপার দিরহাম দিয়ে হারটি কিনে দিলেন।

—

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হারটির গায়ে আতর মাখলেন। এরপর কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে একজন গোলাম সহ হারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হাদিয়া পাঠালেন।

গোলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তাঁকে সব খুলে বললেন। সব শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে শুকরিয়া জানালেন। এরপর হার এবং গোলাম উভয়কেই ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) র বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। বিস্তারিত শুনে তিনি আল্লাহ পাক এর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য দুআ করলেন এবং সে গোলামকেও আজাদ করে দিলেন।

সুবহান আল্লাহ।

(আল্লাহু আ'লাম)

[ঘটনার তথ্যসূত্র - islamergolpo]

—

অল্প বয়সী মুসলিম বীরদের ইতিহাস, যারা বড় বড় যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলেন

তারাই আমাদের বীর

#KnowYourHeroes

উম্মাহ যখন নিজের সন্তানদেরকে তারবিয়াতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় তখন উনাদের মত বীর বের হয়:

১/ আব্দুর রহমান নাসের ২১ বছর:

.

উনার সময়টা ছিল আন্দালুসের ইতিহাসে স্বর্নালী যুগ। উনার সময়ে কুফফারদের উপর আক্রমন সহ এমন ইলমী উন্নতি হয়েছিল যার ফলে ইউরুপীয়রাও মুসলিমদেরকে মান্য করত।

.

২/ মুহাম্মাদ ফাতেহ ২২ বছর:

.

বাইজেন্টাইনের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল বিজয়ী, যাকে বিজয় করতে বড় বড় সেনাপতিরাও ব্যার্থ হয়েছিল।

.

৩/ উসামা বিন যায়েদ ১৭ বছর:

.

মুসলিমদের সেনাদলকে পরিচালনা করেছিলেন, যেখানে আবু বকর ও উমার ছিলেন। এবং মুকাবেলায় গিয়েছিলেন তখনকার বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনীর।

.

৪/ মুহাম্মাদ বিন কাসেম ১৭ বছর:

.

সিন্দু বিজেতা, এবং সেখানে ছিল সেই সময়ের বড় সেনাবাহিনীরর একটি।

.

৫/ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ১৭ বছর:

.

আল্লাহর রাস্তায় সর্ব প্রথম যিনি তীর নিক্ষেপ করেছেন। আসহাবে শূরার ছয়জনের এক জন। আল্লাহর নবী তাকে দেখিয়ে বলেছিলেন: সে আমার মামা, সবাই যেন তার মামাকে আমায় দেখায়।

.

৬/ আরকাম বিন আবীল আরকাম ১৬ বছর:

.

তার নিজের ঘরকে আল্লাহর রাসূলের জন্যে ঘাটি, বলা চলে ইসলামের অফিস বানিয়ে দিয়েছিলেন পূরা ১৩ বছর। হায়! এমন আরকাম কি আর হবে না??!!

.

৭/ তালহা বিন আব্দুল্লাহ ১৬ বছর:

.

ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত। ওহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলের হাতে মৃত্যুর উপর বাইআত নেন। কুফফারদের থেকে উনাকে রক্ষা করেছেন, তীরগুলোকে হাতে মধ্যে নিয়ে নিতেন যার ফলে হাত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

.

৮/ জুবাইর বিন আওয়াম ১৫ বছর :

.

যিনি সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালার জন্যে ইসলামের পথে তরবারী উত্তোলন করেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীর হাওয়ারী।

.

৯/ মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহ ১৩ বছর, মুআওাজ বিন আ'ফরা ১৪ বছরঃ

.

বদর যুদ্ধে আবু জাহেলকে হত্যা করেছেন, যে ছিল তাদের সর্বাধিনায়ক।

.

১০/ জায়েদ বিন সাবেত ১৩ বছরঃ

.

সম্মানিত কাতেবে অহী, মাত্র ১৭ দিনে সিরিয়ানী ও ইয়াহুদীদের ভাষা শিখেন এবং আল্লাহর নবীর দোভাষী হন। কুরাআনের হাফেজ, ও জমা করার ব্যপারে অগ্রগামী।

.

১১/ আতাদ বিন আসীদ, আল্লাহর নবী তাকে মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্কার গভর্নর বানিয়ে দেন।

.

১২/ আলী বিন আবী তালেব, ইসলামের পথে সর্ব প্রথম ফেদায়ী। অথচ তখন উনার বয়স ২০ হয় নি।

.

আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের সন্তানদেরকেও এমন বানিয়ে দিন ।

Courtesy- জাফর ত্বয়্যার ভাই

প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের ইমামের মধ্যে একজন হলেন ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ)। তাঁর স্বপ্ন ছিলো তিনি একজন গায়ক হবেন। তাঁর মা তাঁর এই স্বপ্নকে কনভার্ট করেন অন্যদিকে। তিনি ছেলের জন্য সেইসব জামা কিনে আনেন, যেসব জামা তখনকার আলেম-উলামারা পরতেন। ছেলেকে এইরকম জামা পরিয়ে তিনি সহজ-সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন, "বলো তো, যুহরের নামাজ কয় রাক'আত?"। ইমাম মালিক উৎসাহের সাথে সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন (এমন একটা ভাব, যেন তিনি একজন স্কলার)।

.

ফিলিস্তিনের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা স্বত্বেও ইমাম আশ-শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ)'র মা তাঁকে নিয়ে যান মক্কায় ইলম অর্জনের জন্য। বিশুদ্ধ আরবী শেখার জন্য মায়ের পরামর্শে বনু হুদাইল গোত্রের সাথে তিনি ১৭ বছর থাকেন। তখনকার সময়ের হাদীসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' নোট করার জন্য তাঁর মা কাগজ যোগাড় করে দিতেন।

.

বাল্যকালে দৃষ্টিশক্তি হারানো ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)'র দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য তাঁর মা প্রতিরাতে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। মায়ের দু'আর ফলে আল্লাহ ইমাম বুখারীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। ১১ বছর বয়সে তাঁর শিক্ষক ইমাম দাখিলী (রাহিমাহুল্লাহ)'র হাদীস বর্ণনার সনদ সংশোধন করে দেওয়া ইমাম বুখারী দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় বেশ কিছু হাদীস মুখস্ত করেন। দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় কিভাবে মুখস্ত করলেন? তাঁর মা পাশে বসে তাকে হাদীস পড়ে শুনাতেন।

.

হুমা হাতুন প্রতিদিন তাঁর ছেলেকে নিয়ে ফজরের পর একটা নদীর ধারে গিয়ে বলতেন, "নদীর ঐ পারের দূরবর্তী অঞ্চলটি অমুসলিমদের দখলে। ইন শা আল্লাহ, একদিন তুমি ঐ অঞ্চলটি জয় করবে।"

.

হুমা হাতুন যেই অঞ্চলটি জয়ের স্বপ্ন তাঁর ছেলেকে দেখান সেই অঞ্চল ছিলো পৃথিবীর অন্যতম দুর্ভেদ্য অঞ্চল। সেই অঞ্চল বিজয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন এবং সেই অঞ্চল বিজেতার প্রশংসা করে গেছেন- "কতোই না উত্তম সে বাহিনীর আমির!" ১৪৫৩ সালে সেই অঞ্চল জয় করে মায়ের স্বপ্ন আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভবিষ্যৎবাণী পূরণ করেন মুহাম্মদ আল ফাতিহ (রাহিমাহুল্লাহ)।

.

মায়ের ছোট্ট একটা কথাকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে ফেলার উদাহরণ খুঁজতে খুব একটা দূরে যেতে হয়না, খুব একটা বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়না। আমাদের চারপাশেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এমন অজস্র উদাহরণ।

.

আমার বেডমেট। স্কুল-কলেজ শেষে ভার্সিটিতে আসে। এস.এস.সি পাশ করার পর তাঁর মা একদিন আফসোসের সুরে তাকে বললেন, "আমার বড় শখ ছিলো আমার ছেলেটা যেন কুর'আনের হাফেজ হয়!" কিন্তু ততোদিনে সে কলেজে উঠে গেছে। মায়ের এই কথাটি তাঁর অন্তরভেদ করে। প্রথমে কয়েকজন কুর'আনে হাফেজের সহায়তায় এবং পরবর্তীতে নিজে নিজে মোবাইলে তেলাওয়াত শুনে সে কুর'আন হিফজ করা শুরু করে। মায়ের সেই স্বপ্ন পূরণে লক্ষ্যে অলরেডি সে ২৭ পারা কুর'আন মুখস্ত করে ফেলছে।

.

অনেক মা ছিলেন যারা তাদের সন্তানের স্বপ্নকে এমনভাবে গাইড করেছেন, যার ফলে সেইসব সন্তানেরা ইতিহাসের পাতায় লিজেন্ড হয়ে আছেন। মায়ের ছোট্ট একটা কথা, ছোট্ট একটা ভিশন তাদের জীবনটাই বদলে দিয়েছে।

.

পর্দার আড়ালের এসব স্বপ্নদ্রষ্টারা একটা জাতি গড়তে পারেন, আবার জাতি ভাঙ্গতে পারেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট জাতি গঠনে মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি করেন - আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি শিক্ষিত জাতি দেবো।

.

মায়েরা পর্দার আড়ালে থেকে ভূমিকা রাখেন। তারা সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান। এজন্যই তো কারো 'জীবনের লক্ষ্য কী?' জানতে চাইলে সে এই লক্ষ্যের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ বলে, 'মা/বাবার স্বপ্ন পূরণ'।

.

- collected

রাসুল সা: এর মৃত্যুর পর বেলাল রা: মদীনা ছেড়ে চলে যান। সাহাবীরা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, " যে দেশে রাসুল সা: নেই, আমি সেখানে থাকবো না। স্বপ্নে রাসুল সা: কে দেখলে তিনি আবার মদীনায় ফিরে আসেন।

.

রাসুল সা : মৃত্যুর পর তিনি আর কোথাও আজান দেন নি। মদীনায় আসার পর সাহাবীরা তাকে অনুরোধ করল আজান দেওয়ার জন্য। তিনি বললেন তিনি পারবেন না। অনুরোধ স্বত্ত্বেও তিনি যখন আজান শুরু করলেন তখন সাহাবীদের চোখে পানি চলে এসেছিল।

.

এরপর যখন তিনি " আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ " বলেন তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফেরার পর তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, " আমি আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলার সময় মসজিদের মিম্বারে তাকিয়ে দেখি সেখানে রাসুল সা: বসে নেই এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি নি। "

.

বেলাল রা: এর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যখন তাঁর স্ত্রী কেঁদে উঠে বললেন,

"কি দুঃখময় পরিস্থিতি!

"

কিন্তু বিলাল এই বলে তার স্ত্রীর মন্তব্যের বিরোধিতা করলেন যে,

"পক্ষান্তরে, কতই না সুখময় সময় এটি! কালই আমি মুহাম্মাদ (সা) এবং তার সাথীদের সাথে মিলিত হব!"

.

সাওবান রা: রাসুল সা: এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। রাসুল সা: কে দেখলেই তার মন ভাল হয়ে যেত। তাঁর ঈমান বৃদ্ধি পেত। একদিন তিনি রাসুল সা : কে দেখতে পেলেন না। এরপর যখন দেখা হল তাকে অত্যন্ত ব্যাথিত ছিলেন।

.

তিনি সা: তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার, তোমাকে এত মনমরা লাগছে কেন। জবাবে তিনি বললেন, " হে আল্লাহর রাসুল, আপনি জানেন না আমি আপনাকে কতটা ভালবাসি। আপনাকে দেখলে আমি আনন্দিত হয়। কিন্তু যখন আমি আপনাকে দেখতে পেলাম না তখন আমি ভাবলাম আখিরাতের কথা। আপনি সেখানে থাকবেন জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে। আর আমি হয়তো জান্নাতেই যাব না। যদিও বা যায় তবুও হয়তো অন্য কোন এক স্তরে। তাহলে আপনাকে কি আমি আর দেখবো না? "

.

ঠিক তখনই জিবরাঈল (আঃ) আয়াত নিয়ে আসলেন,

আল্লাহ বলেন ,"যারা আল্লাহ ও মুহাম্মদ সা. কে অনুসরণ করবে তাদেরকে মুহাম্মদ সা. সাথে আখিরাতে জান্নাতে থাকতে দেওয়া হবে । " (নিসা: ৬৯)

.

রাসুল সা: এর প্রতি ভালবাসার অভিব্যক্তির প্রকাশ ঠিক এমনই ছিলেন। তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন তখন উমার রা: পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন এবং খোলা

তরবারি নিয়ে বলেছিলেন, " যে বলবে মুহাম্মাদ সা: ইন্তেকাল করেছে তাকে আমি হত্যা করব। "

.

একবার আনাস রা: এবং রাসুল সা: মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। মসজিদে থেকে বের হতেই এক ব্যাক্তির সাথে তাদের দেখা। সে রাসুল সা : কে জিজ্ঞেস করলেন. "হে আল্লাহর রাসুল কিয়ামত কখন হবে? " উত্তরে রাসুল সা: তাকে বললেন, "তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? " ব্যাক্তিটি উত্তরে বলল " আমি সেদিনের জন্য বেশী সালাত, সিয়াম ও সাদকার প্রস্তুতি নিতে পারি নি। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালবাসি। রাসুল সা: তাকে বললেন, "তুমি যাকে ভালবাস তাঁর সাথেই থাকবে। "

.

আমরা ও বলি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালবাসি। কিন্তু কেমন ভালবাসি যখন তার আদেশ নিষেধ মানতে গিয়ে পরিবার, সমাজ আমাদের বিরুদ্ধে যায় তখন আমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করি । অত্যাচার,নির্যাতন, জুলুম, নিপীড়নের ভয়ে তাঁর সুন্নাহকে দাঁতে দাঁত চেপে আটকে রাখতে পারি না।

.

তাঁর সুন্নাহ অনুসরণে অবহেলা করি। যে ব্যাক্তি সুন্নাহ গুলোকে পরিপূর্ণ মানার চেষ্টা করে তাদের ক্ষ্যাত মনে করি। পশ্চিমাদের অনুসরণকে মডার্নিসম মনে করি। তিনি যে কাফির মুশরিকদের আল্লাহর কারণেই ঘৃণা করতে বলেছেন তাদের জন্যই আমাদের অন্তরে ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

.

রাসুল সা: এর প্রতি এ আমাদের কেমন ভালবাসা?? তাঁকে নিয়ে যখন নাস্তিকরা, কুফফাররা কটুক্তি করে, তাঁর সম্মান ইজ্জতের উপর যখন আঘাত আনে তখন আমরা কিভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকি আর কেনইবা এরুপ তত্ত্ব ছেড়ে দেয়, " তিনি হলেন সূর্যের মত। তাঁর দিকে যে থুথু নিক্ষেপ করে সেই থুথু তার নিজের মুখেই লাগে। "

.

তার সম্মানের উপর সামান্য আঘাত ও একজন মুমিনের অন্তরে ক্ষোভ সৃষ্টি করে, প্রতিশোধের স্পৃহা জাগ্রত করে। কারণ একজন মুমিন সবথেকে বেশী আল্লাহ ও তার রাসুলকেই ভালবাসে।

.

থাকিতে দেহে প্রাণ

তোমারই সম্মান

দেব না দেব না লুটাতে ধুলোয়।

হে রাসুল বুঝি না আমি

রেখোছো বেঁধে মোরে কোন সুতোয়।

"তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষের চাইতে প্রিয় হই" (বুখারী ও মুসলিম)

.

#KnowYourHeroes

Courtesy: Brother Shahriar Hasan ibn Shahadat

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)

.

=> জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণকারী দশজন সাহাবী (রা.)-এর একজন তিনি।

=> ইসলামের শুরুর দিকেই আবু বকর (রা.) এর দাওয়াতে তিনি রাসূল (সা.) এর হাতে বায়া'আত হন।

=> সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আটজন সাহাবীর তিনি ছিলেন অন্যতম।

=> আবু বকর (রা.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী পঞ্চম ব্যক্তি।

=> প্রথমে তিনি হাবশা হিজরত করেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে মক্কা এসে মদীনায় হিজরত করেন। এভাবে তিনি দুটো হিজরতের মর্যাদা লাভ করেন।

=> রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়কালে অনুষ্ঠিত যুদ্ধসমূহে তিনি অতি উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করেন।

=> উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যান যে, বিশটিরও বেশি স্থানে তিনি আঘাত পেয়ে যখম হন।

আমি তাঁকে দেখেছি, উজ্জ্বলদীপ্ত চেহারা, সুন্দর তাঁর গড়ন, সুদর্শন তাঁর মুখশ্রী, ছিপছিপে তাঁর শরীর। মাথাটা খুব ছোট নয়, বরং দেখতে তিনি অভিজাত এবং সুপুরুষ। চোখদুটো ঘন কালো, পাঁপড়িগুলো টানাটানা। বুদ্ধিদীপ্ত তার চেহারা, ভরাট তাঁর কণ্ঠস্বর। ভ্রু-যুগল উঁচু আর ধনুকের মতো বাকাঁনো, চুলগুলো পরিপাটি। তাঁর গ্রীবা বিস্তৃত এবং দাড়ি বেশ ঘন। তাঁর গাম্ভীর্য তাঁর আত্মমর্যাদা প্রকাশ করে, তাঁর কথা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। তাঁর কথা গুলো মনোমুগ্ধকর আর দৃঢ়, চটুল কিংবা ফেলনা নয়। তার প্রতিটি শব্দ যেন সুতোয় বাঁধা মুক্তোর মতো মসৃন। দূর থেকে তাঁকে দেখতে যেমন উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয়, কাছ থেকে দেখলেও তাঁকেই সবচেয়ে সুদর্শন লাগে। উচ্চতায় তিনি মাঝারি। খুব লম্বাও নন আবার খটোও নন। বাকি দুইজনের মাঝে তিনি উঁচু বৃক্ষের শাখার মতো, তবে তিনজনের মাঝে তিনিই সবচেয়ে সুন্দর। তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যখন কথা বলতেন, তারা মন দিয়ে শুনতো, তিনি যখন কিছু আদেশ দিতেন তা পালন করতে তারা ছুটে যেতো। তিনি কখনও মুখ গোমড়া করেনি। আর কেউ একবারও তাঁর কথার বিরোধিতা করেনি।

.

তিনি আমাদের রাসূল ﷺ

.

courtesy: https://ilmdrive.com/muhammad-saw/

উমর মুখতার ইতালির বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দান থেকে যখনই তাবুতে ফিরে আসতেন প্রবেশের সময় তাঁর স্ত্রী তাবুতে ঢোকার সময় তাবুর দরজার পর্দাটা উঁচু করে ধরতেন। তিনি একদিন জানতে চাইলেন, 'তুমি সবসময়ই এ কাজটা কেন করো?' উত্তর পেলেন, 'যাতে করে কখনো আপনাকে কোন কিছুর সামনে মাথা নত করতে না হয়।'

সুবহানআল্লাহ, সাতসকালে ঘটনাটা পড়ে খুবই অভিভূত হলাম। যেমন সিংহ, তেমনই সিংহী। রাহিমাহুমাল্লাহ।

-

কার্টেসিঃ উস্তাদ আবদুল্লাহ আল মাসউদ

একদিন হযরত আব্দুর রাহমান বিন আউফ (রা.) বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন আর দু'আ করছিলেন:.

.

اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي.

"হে আল্লাহ, আমাকে নফসের শুহ(কার্পণ্য) থেকে রক্ষা করুন".

.

শুহ একটা ব্যাপক শব্দ। ইমাম রাগিব আসবাহানী (রাহ.) মুফরাদাতু আলফাযিল কুর'আনে এর অর্থ বলেছেন, "লোভ ওয়ালা কৃপণতা" অর্থ এমন কৃপণতা যাতে লোভ রয়েছে। শাইখুল ইসলাম তাহির ইবন আশূর (রাহ.) "আত তাহরির ওয়াত তানউইর" এ একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে শুহ মানে নফসের কাছে সেসব জিনিস পছন্দনীয় হওয়া যা তার জন্য শরী'আতে নিষিদ্ধ।.

.

কাজেই শুহ ব্যাপক কথা। বস্তুত একজন কৃপণ যেমন কেবল নিজের পার্থিব ভালোর কথা ও সন্তুষ্টির কথা ভেবে টাকাপয়সা জমাতে থাকে এবং প্রয়োজনে খরচ করেনা তেমনই যার নফসে শুহ আছে সে নফসকে খুশি করতে যাবতীয় গুনাহ করে ফেলে,সেই সাথে ফরয আমলে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই আব্দুর রাহমান (রা.) বারবার বলছিলেন আল্লাহুম্মা ক্বীনি শুহহা নাফসী। এর চেয়ে বেশি আর কিছু দু'আ করছিলেন না। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, "আমি যদি নফসের শুহ থেকে রক্ষা পেয়ে যাই তাহলে আমি চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, কোনো গুনাহের কাজই করবোনা".

.

এটা হচ্ছে এই ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আমাদের শুহ থেকে বাঁচতে হবে। তাহলে গুনাহ থেকে বাঁচতে সক্ষম হব। যারা শুহ থেকে রক্ষা পেয়েছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-.

.

{ومَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}..

.

"আর মনের কার্পণ্য থেকে যাদের মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফল"*.

.

এই সাফল্য অর্জনের জন্য আমরা আব্দুর রাহমান বিন আউফ (রা.) দুআটা নিয়মিত করতে পারি।.

.

[*সূরা আল হাশর ৫৯:৯.

মূল ঘটনা ইমাম ইবন জারির,ইবন মুনযির, ইবন আসাকির রাহ. বর্ণনা করেছেন। তাঁদের থেকে ইমাম সয়ুতী রাহ. আদ দুররুল মানসূরে উল্লেখ করেছেন]

.

Collected from Brother Manzurul Karim

উম্মাহ নেটওয়ার্ক → সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী

পর্ব-১ - হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রা.

পর্ব-২ - হযরত সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রা.

পর্ব-৩ - হযরত আনাস ইবনে মালিক আল-আনসারী রা.

পর্ব-৪ - হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রা.

পর্ব-৫ - হযরত সালমান ফারসী রা.

পর্ব-৬ - হযরত আমর ইবনুল জামুহ রা.

পর্ব-৭ - হযরত আবূ আইয়্যুব আল আনছারী রা.

পর্ব-৮ - হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রা.

পর্ব-৯ - হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাঃ

অডিও ডাউনলোড করতে → https://ilmdrive.com/ummah-network/

অনলাইনে শুনতে → https://audiomack.com/ilmdrive/sahabader-imandipto-jiboni

তখনও প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু হয়নি। একজন দুজন করে সবেমাত্র ত্রিশ - চল্লিশজন ইসলাম গ্রহণ করছে।

এমতাবস্থায় সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আবেদন জানালেন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার। তবে যেহেতু মুসলমান এর সংখ্যা তখন অতি নগন্য ছিলো, সেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুসলমান এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের।

কিন্তু আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও যখন তাঁকে অনুরোধ করলেন তখন তিনি অনুমতি দিলেন।

.

পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহাবীগণ মসজিদুল হারামের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তাঁদের সাথে যোগ দিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও।

এদিকে মসজিদুল হারামে তখন নিয়মিত কাফির সর্দারদের আড্ডা বসতো। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের দেখা মাত্রই সতর্ক হয়ে উঠলো। দেব-দেবী, মূর্তি নিয়ে কিছু বলা মাত্রই তারা হামলে পড়বে।

.

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সকলকে আল্লাহ পাক এর একত্ববাদ ও ইসলামের পথে আসার আহবান জানালেন। তাঁর এ আহ্বানে রাগে - ক্ষোভে ফেটে পড়লো কাফিররা। শুরু করলো সাহাবীদের ওপর অমানবিক অত্যাচার। সে অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মসজিদুল হারামে নিথর হয়ে পড়ে রইলো আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর দেহ।

তাঁর গোত্রের লোকজন হতাহতের খবর পেয়েই সেখানে ছুটে গেলেন। কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রক্তাক্ত দেহ ঘরে নিয়ে এলেন তাঁর ঘরে।

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর এ অবস্থা দেখে পরিবারের লোকজন আঁতকে উঠলেন। তাঁর প্রাণ নাশের আশংকা করতে লাগলেন।

.

অবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর জ্ঞান ফিরলে সবাই তাঁর কুশলাদি, যন্ত্রনার তীব্রতার কথা জানতে চাইলেন। কিন্তু এত প্রশ্নের ভিড়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন?!"

তাঁর গোত্রের অনেকেই তখনো মুসলমান হয়নি। এ প্রশ্ন শুনে তারা বিরক্ত হয়ে চলে গেলো।

কিন্তু আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মা ছেলের এ তীব্র আকুতি বুঝতে পারলেন। এরপর রাতের অন্ধকারে শরীরের অসম্ভব যন্ত্রনা সত্ত্বেও দুজনের কাঁধে ভর করে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তাঁকে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তর ব্যথিত হয়ে পড়লো। তিনি তাঁকে আলিংগন করলেন। এরপরই শরীরের যন্ত্রনা ভুলে প্রশান্ত হয়ে উঠলো আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর দেহ ও মন।

আলহামদুলিল্লাহ।

—

(আল্লাহু আ'লাম)

মূলভাব :- সাহাবায়ে কেরামের গল্প

উমার (রাঃ)-এর হত্যার কয়েক দশক পর মসজিদে নববীতে ঠিক তাঁর সেই জায়গায় অধিষ্ঠিত হন ইমাম মালিক । তিনি বলেন, "হারুনুর রশীদ আমার কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন তাঁকে পড়ানোর জন্য তাঁর কাছে যেতে। আমি জবাব দিলাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন, আপনাকে জ্ঞানের কাছে আসতে হবে। জ্ঞান আপনার কাছে যাবে না।' তাই তিনি সফর করে আমার বাড়িতে এলেন এবং একটি দেয়ালের মুখোমুখি হয়ে আমার পাশে বসলেন। আমি বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন, জ্ঞানকে সম্মান করা আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)-কে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।' তখন তিনি উঠে এসে আমার সামনে বসলেন।"

.

এই হলো সেই হারুনুর রশীদ, আল্লাহ্ পৃথিবীকে যার হাতের মুঠিতে এনে দিয়েছিলেন। যার খিলাফত ছিল উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। যিনি কন্সটান্টিনোপলে রোমানদের পদানত করেছিলেন। যার ব্যাপারে আত-তাবারি লিখেছেন যে, তাঁর বিভিন্ন প্রাসাদে বসবাসকারী দাসী, স্ত্রী এবং দাসের সংখ্যা ছিল সব মিলিয়ে প্রায় চার হাজার। যার ব্যাপারে ইবনুল জাওযি লিখেছেন, "তিনি অন্য যেকোনো খলিফার চেয়ে বেশি সম্পদ রেখে গেছেন। প্রাসাদ ও ভূমির কথা তো বাদ। শুধু তাঁর দামী রত্ন, আসবাব ও বাসন-কোসনের মূল্যমান ছিলো ১০০,০৩৫,০০০ দিনার।" অথচ এত কিছু থাকার পরেও এই মানুষটিই ইমাম মালিকের প্রতি মাহাবাহ বোধ করতেন। অথচ ইমাম মালিকের অস্ত্র ছিল কেবল তাঁর শরঈ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের প্রতি তাঁর নিজের মাহাবাহ।

.

রাক্কা শহরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হারুনের পিতা খলিফা আল-মাহদি। হারুন নিজে যখন খলিফা হলেন তখন তিনি এই শহরের উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করলেন। হারুন একবার রাক্কা শহরে থাকাকালীন আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) সেখানে

আসেন। আল্লাহ্‌র দ্বীনের খেদমতে ইবনু মুবারকের অবদানের সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর থেকে ছয় শতাব্দী পরে আসা আয-যাহাবি। তিনি লিখেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাঁকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালোবাসি। আমি তাঁর প্রতি এই ভালোবাসার কারণে কল্যাণ আশা করি। কারণ আল্লাহ্‌ তাঁকে তাকওয়া, ইবাদাতের প্রতি অনুরাগ, ইখলাস, জিহাদ, অবারিত জ্ঞান, রিযিক, পৌরুষ ও প্রশংসনীয় গুণাবলি দিয়েছেন।" এছাড়াও তিনি একজন কবি ছিলেন। তাঁর এক কবিতার কিছু চরণ এরকম:

"খলিফার অবদান না থাকলে পথগুলো হতো অনিরাপদ

দুর্বলদের শিকার করে হত্যা করতো শক্তিশালী শ্বাপদ।"

.

এগুলো কেবল কথার কথা নয়। ইবনু মুবারককে কখনও কখনও পায়ে হেঁটে বা পশুর পিঠে চড়ে ২,৬০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হতো রোমানদের মোকাবেলা করার জন্য। তাঁর একজন শিক্ষক সুফিয়ান আস-সাওরির তাঁর প্রতি এমন মাহাবাহ ছিল যে, তিনি বলেছেন, "আমার পুরো জীবনে মাত্র একটি বছরের জন্য আমি ইবনু মুবারকের মতো হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি তিন দিনের জন্যও তাঁর মতো থাকতে পারিনি।"

.

তাই ইবনু মুবারক যখন রাক্কায় আসলেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আগমনের খবর পেয়ে সব ছেড়েছুঁরে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য সবাই দৌড়ে গেল। মানুষের ছোটাছুটিতে ধূলা উড়ে আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল। খলিফা হারুনুর রশীদের এক প্রাসাদের মিনার থেকে তাঁরই এক দাসী নিচে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখল। সে বলল , "মানুষের হয়েছেটা কী? কে এই লোক?" তাকে বলা হলো কে এই লোক। সে বললো, "আল্লাহ্‌র কসম! আসল রাজা তো ইনিই ..."

#KnowYourHeroes

#UmarRA

হযরত হিশাম বিন হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত-

হযরত উমর (রাঃ) কখনো কখনো কোন কোন (কোরআনের) আয়াত পড়তে গিয়ে কাঁদতে শুরু করতেন।। কান্নায় তার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেত।। কাঁদতে কাঁদতে তিনি মাটিতে পড়ে যাইতেন।। তাকে ঘরে রেখে দেয়া হত, লোকেরা তাকে অসুস্থ মনে করে দেখতে যেত।।

[আবু নুয়াইম ইসপাহানীর সূত্রে]

হায়াতুস সাহাবা- ৩/১২৮

লেখকঃ মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী (রহঃ)

কার্টেসিঃ মাকসুদুল হাকিম ভাই

একজন জান্নাতী সাহাবী ও দুকিশোরের কথোপকথনঃ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, 'বদরের যুদ্ধের দিন আমি যুদ্ধের ময়দানের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর আমার দুই পাশে দুই আনসার কিশোর দাঁড়ানো ছিল। তাদের একজনের নাম মুআয, অপরজনের নাম মুআওয়ায। দুই ভাই তারা।'

.

আমি কেন জানি হঠাৎ তাদের একজনের দিকে একটু তাকালাম। দেখলাম এক ভাই তার আরেক ভাই থেকে দূরে সরে গিয়ে চুপিচুপি আমার কাছে আসল। আর এসেই জিজ্ঞেস করলো, 'চাচাজান আবু জেহেলকে আপনি চেনেন?'

.

আমি বললাম, 'হ্যাঁ চিনি। তবে আবু জেহেলকে দিয়ে তোমার কাজ কী?'

.

সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'শুনেছি সে নবীজিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গালমন্দ করেছে। চাচাজান দয়া করে তাকে দেখিয়ে দিন। আমি আমার রব আল্লাহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমি আজকে আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দুশমনকে হয়তো হত্যা করব নয়তো তার সাথে লড়াই করে আমার জীবন দিয়ে দিব।'

.

দ্বিতীয় ভাই মুআওয়াযও অপর ভাই থেকে আড়াল হয়ে আমার কাছে এসে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'চাচাজান দয়া করে শয়তান আবু জাহিলটাকে দেখিয়ে দিন।

আমি আমার রবের সাথে ওয়াদা করেছি যে, আজকে যেখানেই শয়তান আবু জাহিলটাকে পাব সেখানেই তাকে হত্যা করব।'

.

এরই মাঝে শয়তান আবু জাহিলকে আমরা আমাদের দৃষ্টিসীমার মাঝে পেয়ে গেলাম।

.

সাথে সাথে আমি তাদেরকে বললাম এই তো তোমাদের কাংক্ষিত ব্যক্তি। আবু জাহিল। দেখতে পাচ্ছ কি?

.

একথা শোনামাত্রই তারা দুই ভাইই ক্ষিপ্র বাজ পাখির মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে চিরতরে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল।

.

এরপর তারা দুজন আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরবারে এসে বদমাশ আবু জাহিলকে হত্যার খবর দিল।

.

তাদের কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মাঝে কে তাকে হত্যা করেছে?'

.

তারা উভয়ে বলে উঠল, 'আমি করেছি, আমি।'

.

তাদের উভয়ের দাবী শুনে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি তরবারির রক্ত মুছে ফেলেছ!'

.

তারা বলল, 'না এখনো মুছেনি।'

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উভয়ের তরবারি দেখলেন, কুলাংগার আবু জেহেলের রক্ত এখনো তাতে লেগে আছে।

.

তখন তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,'হ্যাঁ তোমরা উভয়ে মিলেই তাকে হত্যা করেছ।'

.

courtesy brother মিসবাহ উল কারীম

আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহ পাক জীবনের একটা সময় সুস্বাস্থ্য, অর্থ, পরিবার, প্রতিপত্তি অর্থাৎ যাবতীয় সকল প্রাপ্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ও সম্মানিত করেছিলেন। তিনিও ছিলেন আল্লাহ-র শোকরগুজার বান্দা।

.

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরীক্ষার জন্য কঠিন কষ্টে নিপতিত করেন। কিন্তু প্রচন্ড কষ্ট সত্ত্বেও তিনি তাঁর অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে গাফেল হতে দেননি। তিনি রাগান্বিত হন নি, তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলনা, ছিলনা ইবাদতের এতুটুকু কমতি।

বরং তিনি দীর্ঘ সময় সবরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চেয়ে গেছেন।

.....

আর সবরের মহিমান্বিত এ ঘটনা আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে বলেছেন :-

★ "এবং স্মরণ করুন আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেনঃ- "আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান।" [সূরা আম্বিয়া:-৮৩]

.

পরবর্তীতে আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) এর এরূপ অপার ধৈর্য্যশীলতার দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করলেন:-

★ "অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবরাবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও

দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ আর এটা ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ। "

[সূরা আম্বিয়া:-৮৪]

সুবহানআল্লাহ।

.....

আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) এর সবরের এ অসাধারণ দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা দেয় :-

• যাবতীয় প্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তি এ সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। তাই সর্বাবস্থায় নিজেকে ব্যালেন্স করতে পারা এবং দ্বীনের

রাস্তায় অটুট রাখতে রাখতে পারাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

• দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়ে সবকিছু হারিয়ে ফেলার পরও মহান রব এর প্রতি আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) এর কোনো অভিযোগ ছিল না। বরং তিনি অতি নম্রতা এবং বিনয়ের সহিত আল্লাহ পাক এর কাছে তাঁর ফরিয়াদ করেছিলেন, "আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান।"

• বান্দার যাবতীয় দুঃখ কষ্ট, হতাশা বা ডিপ্রেশন কোনো কিছুই মহান রব এর অগোচর নয়। তিনি বান্দাদেরকে সব কষ্টের ই সুখময় প্রতিফল দিয়ে থাকেন। প্রয়োজন শুধু সবর, ইয়াকিন এবং দুআর।

আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহ পাক জীবনের একটা সময় সুস্বাস্থ্য, অর্থ, পরিবার, প্রতিপত্তি অর্থাৎ যাবতীয় সকল প্রাপ্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ও সম্মানিত করেছিলেন। তিনিও ছিলেন আল্লাহ-র শোকরগুজার বান্দা।

.

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরীক্ষার জন্য কঠিন কষ্টে নিপতিত করেন। কিন্তু প্রচন্ড কষ্ট সত্ত্বেও তিনি তাঁর অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে গাফেল হতে দেননি। তিনি রাগান্বিত হন নি, তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলনা, ছিলনা ইবাদতের এতুটুকু কমতি।

বরং তিনি দীর্ঘ সময় সবরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চেয়ে গেছেন।

.....

আর সবরের মহিমান্বিত এ ঘটনা আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে বলেছেন :-

★ "এবং স্মরণ করুন আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেনঃ- "আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান।" [সূরা আম্বিয়া:-৮৩]

.

পরবর্তীতে আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) এর এরূপ অপার ধৈর্য্যশীলতার দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করলেন:-

★ "অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবরাবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও

দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ আর এটা ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ। "

[সূরা আম্বিয়া:-৮৪]

সুবহানআল্লাহ।

.....

আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) এর সবরের এ অসাধারণ দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা দেয় :-

• যাবতীয় প্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তি এ সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। তাই সর্বাবস্থায় নিজেকে ব্যালেন্স করতে পারা এবং দ্বীনের

রাস্তায় অটুট রাখতে রাখতে পারাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

• দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়ে সবকিছু হারিয়ে ফেলার পরও মহান রব এর প্রতি আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম) এর কোনো অভিযোগ ছিল না। বরং তিনি অতি নম্রতা এবং বিনয়ের সহিত আল্লাহ পাক এর কাছে তাঁর ফরিয়াদ করেছিলেন, "আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান।"

• বান্দার যাবতীয় দুঃখ কষ্ট, হতাশা বা ডিপ্রেশন কোনো কিছুই মহান রব এর অগোচর নয়। তিনি বান্দাদেরকে সব কষ্টের ই সুখময় প্রতিফল দিয়ে থাকেন। প্রয়োজন শুধু সবর, ইয়াকিন এবং দুআর।

এই তো বিলাল (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু)! মনিব উমাইয়্যাহ ইবনু খালাফকে অমান্য করে, পিঠের নিচের তপ্ত বালি আর বুকের উপরের ভারি পাথরকে অগ্রাহ্য করে তিনি "আহাদ! আহাদ!" বলে চলেছেন। আর ওই যে খাব্বাব (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু)! শরীরের প্রতিটি অংশে লোহিত রঙা তপ্ত লোহার খোঁচা খেয়েও আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে আছেন। আর ওই যে ইয়াসিরের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) স্ত্রী সুমাইয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা)! খুন হয়ে গেছেন, হায় নিহত হয়ে গেছেন! তবুও ঈমান এক বিন্দু টলেনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন, "ধৈর্য ধরে থাকো, হে ইয়াসিরের পরিবার! জান্নাত তোমাদের অপেক্ষায়।"

.

ওই যে দেখুন মুহাজিরগণের কাফেলা! জীবনসঙ্গী, বাচ্চাকাচ্চা, জমিজমা ছেড়ে খালি হাতে ওই যে মরুর পথ ধরে চলেছেন মক্কা ছেড়ে মদীনার দিকে। চলেছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর দিকে।

.

ওই দেখুন বদর যুদ্ধে নিজ পিতাকে জবাই করে দিলেন আবু 'উবায়দাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু), নিজের ছেলেকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু), মুস'আব (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) হত্যা করে ফেললেন আপন ভাই 'উবাইদ বিন 'উমাইরকে।

.

আরেকটু পেছনে চলে যাই। দেখে আসি আল-'আকাবায় রাসূল (ﷺ)-এর দিকে আনুগত্যের শপথের হাত বাড়িয়ে থাকা আনসারগণকে। তাঁরা জানতেন এই শপথের কারণে গোটা আরব তাঁদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হামলে পড়বে, মেরে ফেলবে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম মানুষগুলোকে। তারপরও তাঁরা তাদের এই শপথকে

লাভজনক বলে জানলেন। সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার ওয়াদা করলেন।

দেখুন কীভাবে তাঁরা মুহাজির ভাইদের সাথে ঘরবাড়ি, টাকাপয়সা, জমিজমা ভাগ করে নিচ্ছেন। আল্লাহ্ তাঁদের ব্যাপারে বলেন,

"যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে। মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা পাওয়ার জন্য তারা নিজেদের অন্তরে কোনো কামনা রাখে না। আর নিজেরা যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন, তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়।" (সূরাহ আল-হাশর ৫৯:৯)

.

ওই যে শুনুন বদর যুদ্ধের দিন তাঁরা নবীজি (ﷺ)-কে বলছেন, "আপনার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যান, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সাথে আছি। সে সত্ত্বার শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি সাগরও পাড়ি দিতে সিদ্ধান্ত নেন, আমরা আপনাকে অনুসরণ করবো। আমাদের একজনও পেছনে পড়ে থাকবে না। আল্লাহর দয়ায় এগিয়ে চলুন।"

.

আর এই তো উহুদের দিন নবীজিকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে সাতজন শহীদ হয়ে গেলেন। আর ওই যে হুনাইনের দিন যখন ১২০০০ যোদ্ধা নবীজি (ﷺ)-এর আদেশ মানতে পারলেন না, তখন মাত্র আশিজন আনসার ছুটে এসে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিলেন। হাওয়াযিন গোত্রকে পরাজিত করে গনীমাতের মাল নিয়ে আসলেন। নবীজি (ﷺ) আনসারদের ছাড়া অন্যদের মাঝে গনীমাত ভাগ করে দিলেন। সবার আগে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি থেকে শুরু করে সবার শেষে ফেরত আসা ব্যক্তিদের পর্যন্ত দিলেন। তাদের অন্তর ইসলামের দিকে ঝুঁকে ছিলো। আনসারগণ গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের অংশ কী, হে আল্লাহর রাসূল?"

নবীজি (ﷺ) জবাব দিলেন, "অন্যেরা (গনীমাতের) উট-ভেড়া নিয়ে ফিরছে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ফিরছো। এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও?" তাঁরা কেঁদে বলে উঠলেন, "আমরা আল্লাহর রাসূলকে পেয়ে সন্তুষ্ট।"

.

চলুন আবার মদীনায় ফিরে যাই। দেখুন আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য তাঁর সব সম্পদ দান করে দিলেন। নিজের পরিবারের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ছাড়া আর কিছুই রাখলেন না। আর এই যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) তাঁর সহায়-সম্বলের অর্ধেকটা দান করে দিলেন। আর ওই যে উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) পুরো সেনাবাহিনীকে নিজ খরচে সজ্জিত করে দিলেন।

.

আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে...

.

Courtesy Bujhtesina Bishoyta

#KnowYourHeroes

সোমবার, সুবহে সাদিক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর বিদায়ের অন্তিম মুহূর্ত;

স্নেহের আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) এর কোলে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিয়র। তিনি আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) এর দিকে চেয়ে বললেন, " সাবধান!! দাস - দাসীদের প্রতি নির্মম হয়োনা।"

পরবর্তীতে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) - র কোলে মাথা রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ বারের মত চোখ খুলে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন , "সালাত, সালাত সাবধান !! " এরপরই তিনি বলে উঠলেন , "হে আল্লাহ, হে আমার পরম সুহৃদ !! "

এটিই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখ নিঃসৃত শেষ বাক্য। আর জীবনের শেষ নসীহাহ গুলোতেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন দাস - দাসীদের প্রতি ইনসাফ এর কথা ।

সুবহানআল্লাহ।

.

একদিন উমার (রাদিআল্লাহু আনহু) হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো পাশের একটি বাড়িতে এবং তিনি লক্ষ্য করলেন, সেখানে বাড়ির মনিবেরা আহার করছে আর বাড়ির চাকরেরা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

এ দৃশ্য দেখে উমার (রাদিআল্লাহু আনহু) ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে বললেন, "কি ব্যাপার !! নিজেদের চাকরদের সাথে এমন বৈষম্যমূলক আচরণ করছ কেন ? "

এরপর তিনি বাড়ির মনিব ও চাকরদের একসাথে বসিয়ে আহার করিয়ে নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

সুবহানআল্লাহ ।

.

এই হচ্ছে আমাদের ইসলাম এবং এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। এখানে দাস - দাসী থেকে শুরু করে গরিব -অভাবী, অসহায়, ইয়াতিম তথা সমাজের অবহেলিত সকলের অধিকার ও ইনসাফের প্রতি দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব। আর বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আসহাবে রাসূলেরা।

—

আল্লাহু আ'লাম।

রেফারেন্স :- বই "আমরা সেই সে জাতি (৩)"

লেখকঃ-আবুল আসাদ

#Know_Your_Heroes

আবু হাসীন রাহ. বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে এসে বলল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, ঠিক আছে শোনো। প্রথম নসীহত হল, এক আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কখনো কাউকে শরীক করবে না। দ্বিতীয় নসীহত হল, কুরআনকে নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবে (এবং যে অবস্থায় কুরআনের যে হুকুম), তা চোখ বুজে মাথা পেতে নিবে। তৃতীয় নসীহত হল, তোমার কাছে যখন কোনো কল্যাণকর ও সত্য কথা পৌঁছবে, তখন বার্তাবাহক ছোট কিংবা বড় যেমনই হোক না কেন তা গ্রহণ করে নিবে। আর কেউ যদি ভুল কিংবা মিথ্যা কথা পৌঁছায়, তাহলে সে তোমার বন্ধু কিংবা আত্মীয় হলেও সাথে সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে দিবে। - ফাজায়েলে কুরআন, আবু উবায়দ ১/২৫৯

.

মূল আর্টিকেলঃ https://www.alkawsar.com/bn/article/2040/

উমর মুখতার (রাহি.) ছিলেন সতর্ক যোদ্ধা। সবসময় তার সাথে একটি সশস্ত্র রক্ষিবাহিনী থাকতো। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা। জীবনের শেষ সফরে তিনি বের হলেন মাত্র ৪০ জন মুজাহিদ নিয়ে। তিনি অতিক্রম করছিলেন দুর্গম আল জুরাইব উপত্যকা। ইতালিয়ানরা তাদের গোয়েন্দা মারফত আগেই উমর মুখতারের আগমনের সংবাদ জেনে যায়। তারাও এগিয়ে আসে। উপত্যকার ভেতরেই ইতালিয়ানদের সাথে মুজাহিদদের সংঘর্ষ বেধে যায়। কয়েকজন মুজাহিদ শহিদ হয়ে যান। উমর মুখতারের হাত গুলিবিদ্ধ হয়। তার ঘোড়ার গায়েও গুলি লাগে। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান। তার অক্ষত হাতটি ঘোড়ার নিচে পড়ে যায়। তিনি টানাটানি করেও হাত বের করতে পারেননি। উমর মুখতারকে গ্রেফতার করে সুসা বন্দরে নিয়ে আসা হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর তাকে ইতালিয়ান রনতরীতে করে বেনগাজি আনা হয়। পুরো পথে কঠোর নিরাপত্তা নিযুক্ত করা হয়। ইতালিয়ান শিবিরে তখন উতসবের আমেজ।

.

জাহাজে ইতালিয়ান কর্মকর্তারা উমর মুখতারকে কিছু প্রশ্ন করেন। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দৃঢ়তার সাথে দেন। ইতালিয়ানরা বারবার তাকে দেখছিল। এই মানুষটিই গত ২০ বছর ধরে ইতালিয়ানিদের একের পর এক নাকানিচুবানি খাইয়েছে।

.

উমর মুখতারকে কারাগারে নেয়া হয়। এসময় তার সাথে সংবাদকর্মীদের দেখা করতে দেয়া হয়নি। উমর মুখতারের কক্ষে তাকে একটি খাট, একটি কম্বল দেয়া হয়। সাথে দেয়া হয় পা রাখার জন্য একটি কার্পেট।

.

জেনারেল গ্রাজিয়ানির প্যারিস সফরের কথা ছিল। কিন্তু সে সফর বাতিল করে বেনগাজি ছুটে আসে। উমর মুখতারের মুখোমুখি হয়। উমর মুখতারের দুই হাত

ছিল বেড়ি দিয়ে বাধা, কিন্তু তার চেহারায় ছিল নির্ভীকতা। এই সাক্ষাতে উমর মুখতার নির্ভিকতার সাথে গ্রাজিয়ানির নানা প্রশ্নের জবাব দেন। গ্রাজিয়ানি বললো, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন কেন?

জবাবে উমর মুখতার বলেন, কারন আমার দ্বীন আমাকে এটা করার আদেশ দেয়।

.

'আপনি কী করে ভাবলেন এই সামান্য সেনা দিয়ে আমাদেরকে এখান থেকে বিতাড়ন করবেন?'

.

'জিহাদ করা আমাদের জন্য ফরজ। আর সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে'

.

'আপনি চাইলে এই সকল অপরাধীকে (মুজাহিদদের) আদেশ করতে পারেন তারা যেন ইতালী সরকারের আনুগত্য করে এবং যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়'

.

'নাহ, এমনটা কখনোই হবে না। একজন মুজাহিদ বন্দী হবে, এই কথা কল্পনা করাও আমার জন্য অসম্ভব'

.

গ্রাজিয়ানি উমর মুখতারের চেহারার দিকে তাকায়। তাকে কিছুটা ক্লান্ত মনে হচ্ছিল কিন্তু চেহারা ভাবলেশহীন। গ্রাজিয়ানি একটা চশমার রুপোলি ফ্রেম হাতে নেয়।

.

‘এটা চেনেন?’

.

‘হ্যা। এটা আমার। সানিয়াহ উপত্যকার যুদ্ধে এটা হারিয়েছি।’

.

‘যেদিন এটা আমার হাতে এসেছে সেদিন থেকেই আমার বিশ্বাস ছিল আপনি আমার হাতে পাকড়াও হবেন’

.

‘এটা তাকদিরের ফায়সালা। চশমাটা আমাকে দেকে? চশমা ছাড়া ভালোভাবে দেখি না’

.

এই কথা বলে পরক্ষনেই উমর মুখতার বললেন, তবে এটা দিয়ে এখন আর কাজ কী? চশমা ও চশমার মালিক দুজনেই এখন বন্দি।

.

‘আপনি মনে করেন আপনি একটি পবিত্র কাজ করছেন। তাই না?’

.

‘হ্যাঁ। আমি তা-ই মনে করি। আর শুনো এই বিপদে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আল্লাহ বলেছেন, হে নবী (সা.) আপনি বলে দিন আমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত (তাওবাহ, আয়াত ৫১)। আল্লাহ সত্য বলেছেন।’

.

‘বারকায় নালুত থেকে জাবালে আখজার পর্যন্ত যে লোকটি আমাদের নাকানি চুবানি খাইয়েছিল সেই লোকটি আজ আমাদের হাতে বন্দি’

‘এটা আল্লাহর ইচ্ছা’

.

গ্রাজিয়ানি লিখেছে, এরপর আমার কথা ফুরিয়ে যায়। এই মানুষটির ব্যক্তিত্বের সামনে বলার মত আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি তাকে ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ করি। তিনি যেভাবে এসেছিলেন, সেভাবেই দৃঢ়ভাবে পা ফেলে চলে গেলেন।

.

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর বারকাহর পুরাতন পার্লামেন্টে উমর মুখতারের বিচারের কাজ শুরু হয়। এটা ছিল প্রহসনের বিচার। কারন বিচার শুরুর একদিন আগেই ইতালিয়ানরা ফাসির মঞ্চ প্রস্তুত করে রেখেছিল। উমর মুখতারকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে নিয়ে আসা হয়। উমর মুখতার দৃঢ়ভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। সংক্ষিপ্ত বিচার সেরে উমর মুখতারের ফাসির রায় ঘোষনা করা হয়। আদালত মাত্র এক ঘন্টা ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। উমর মুখতারকে ফাসির রায় পড়ে শুনানো হলে তিনি অট্টহাসি দিয়ে বলেন, রায়তো আল্লাহর। তোমাদের মনগড়া কোনো রায় নয়।

.

১৬ সেপ্টেম্বর সকাল নয়টায় বেনগাজির উত্তরে সালুক নামক এলাকায় উমর মুখতারের ফাসি কার্যকর করা হয়। ইতালি সরকার চাচ্ছিল সবার মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দিতে। তাই তারা ফাসি দিয়েছিল উন্মুক্ত স্থানে। ফাসির দৃশ্য দেখানোর জন্য উপস্থিত করেছিল প্রায় ২০ হাজার মানুষকে। যাদের মধ্যে নানা শ্রেনীর মানুষ ছিলেন। উমর মুখতার কালিমা শাহাদাত পাঠ করতে করতে ফাসির মঞ্চের দিকে

এগিয়ে যান। তার চেহারায় খুশি ঝলমল করছিল। তিনি ফাসির মঞ্চে উঠার পর ইতালিয়ান হেলিকপ্টারগুলো মঞ্চের উপর বিকট শব্দে চক্কর দিতে থাকে যেন উমর মুখতার কিছু বললেও কেউ শুনতে না পারে। জল্লাদ যখন তার গলায় রশি পড়াচ্ছিল তখন তিনি পড়ছিলেন এই আয়াত, হে প্রশান্ত আত্মা তোমার রবের কাছে প্রশান্ত চিত্তে ফিরে যাও। (সুরা ফাজর আয়াত ২৮)

.

(উমর মুখতার-- আলী মুহাম্মদ আস সাল্লাবী)

[রাহিমাহুমুল্লাহ্]

.

কার্টেসিঃ Imran Raihan ভাই

#Know_Your_Heroes

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চে উমর মুখতার মিসর সফর করেন। এই সফরে তার সংগী ছিলেন আলি পাশা উবাইদি।

.

সেসময় উমর মুখতারের একের পর এক হামলার কারনে ইতালিয়ানরা নির্বিঘ্নে রাতে ঘুমাতেও পারছিল না। মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র ছিল খুবই কম, যা ছিল তাও পুরনো মান্ধাতা আমলের। তারা লড়ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে। সংখ্যায় তারা ছিল কম, তবুও তারা নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছিল ইতালিয়ানদের। ইতালিয়ানরা বুঝতে পারছিল মুজাহিদদের নেতৃত্বে আছেন উমর মুখতার। তাকে কাবু করতে পারলেই যুদ্ধ অর্ধেক জেতা হয়ে যাবে। উমর মুখতার মিসরে অবস্থান কালে ইতালি সরকার তাদের স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে উমর মুখতারের সাথে যোগাযোগ করে। তারা প্রস্তাব করে, উমর মুখতার চাইলে ইতালি সরকার তাকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা করবে যা দিয়ে তিনি বেনগাজি বা আল মার্জ শহরে বাড়ি করতে পারবেন। আজীবন ইতালি সরকার তাকে নিরাপত্তা দিবে। তিনি সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। উমর মুখতারকে দেয়া হবে ইতালির শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের সমমর্যাদা। উমর মুখতার যদি চান তাহলে তাকে মিসরে বসবাসের সুযোগ করে দিতেও ইতালি সরকার রাজি। শর্ত একটাই, তাকে ইদরিস সানুসির সাথে সবধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। উমর মুখতারকে আজীবন মোটা অংকের ভাতা দেয়া হবে। এই চুক্তিতে সবরকমের গোপনিয়তা রক্ষা করা হবে। চুক্তি সম্পর্কে কেউ জানবে না। শুধু উমর মুখতার তার অনুসারিদের বলে দিবেন তারা যেন ইতালির বিরুদ্ধে লড়াই না করে।

.

একটি লোভনীয় অফার। বিপদসংকুল , অনিশ্চিত জীবনের মাঝে সম্ভাবনার হাতছানি। চাইলেই উমর মুখতার এই সুযোগ গ্রহন করতে পারতেন। কেউ জানতো

না তার উদ্দেশ্য। তিনি একটা ফতুয়া দিয়ে দিতেন, ইতালিয়ানরা মুসলমানদের বন্ধু। তারা এখানে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছে। যেমন ফতুয়া দিয়ে থাকেন একালের দরবারী আলেমগন। কিন্তু উমর মুখতার দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিকিয়ে দিতে চাননি। তিনি স্পষ্টকণ্ঠে বলে দিয়েছিলেন, তোমরা ভালো করে জেনে নাও, আমি কোনো খাবারের লোকমা নই, যার ইচ্ছা সহজে গিলে ফেলবে। যদি কেউ আমার ঈমান আকিদা পরিবর্তন করতে চায় তাহলে আল্লাহ তাকে ব্যর্থ করে দিবেন। যারা ইতালিকে চিনতে পারেনি তারা মূর্খ। আমি মূর্খ নই। এটা ভাবা ভুল হবে যে, আমি রক্তের প্রতিশোধ না নিয়েই শান্তির আলোচনায় চলে যাবো। আমি পানাহ চাই সেই কালোদিন থেকে যেদিন আমি ইতালিয়ানদের বাহনে পরিনত হব। আল্লাহ না করুন যদি কোনোদিন আমি এই জিহাদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেই, তাহলে বারকাহর অধিবাসীরা যেন অস্ত্র সমর্পনের ক্ষেত্রে আমার আনুগত্য না করে। আমি খুব ভালো করেই জানি লিবিয়ায় আমার ও আমার সাথিদের যদি কোনো সম্মান ও মূল্য থাকে তাহলে তা আছে সানুসিদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারনেই।

.

ইতালিয়ানরা এই জবাব পেয়েও হাল ছাড়েনি। তারা উমর মুখতারকে একের পর এক অফার দিতেই থাকে। এমনকি তিনি দেশে ফেরার পরেও তারা এমন কয়েকটি বার্তা পাঠায়।

.

উমর মুখতারের সাথে মিসরে অবস্থানকারী সানুসি নেতৃবৃন্দ দেখা করেন। তারা তাকে বলেন, আপনি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আপনি এখানেই অবস্থান করুন। লিবিয়ায় জিহাদ পরিচালনা করার জন্য আমরা অন্য কাউকে দায়িত্ব দিব। একথা শুনে উমর মুখতার রেগে যান। তিনি বলেন, যারা আমাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছে তারা আমার কল্যান চায় না। এটা আমার জন্য কল্যানের রাস্তা। যারা আমাকে এর থেকে

সরাতে চাইবে তারা আমার শত্রু। উমর মুখতার এই জিহাদকে ফরজ মনে করেই অংশগ্রহন করেছিলেন। তিনি সবসময় দোয়া করতেন, হে আল্লাহ এই পবিত্র রাস্তায়ই যেন আমার মৃত্যু হয়। তিনি বলতেন জিহাদ ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ নাই।

.

(উমর মুখতার-- ড. আলি মুহাম্মদ আস সাল্লাবী)

.

কার্টেসি- @Imran Raihan ভাই

#KnowYourHeroes

#AliRA

.

হযরত আলী (রাঃ) একটি চিঠিতে হযরত সালমান ফারসি (রাঃ) কে লিখে পাঠালেন-

"দুনিয়ার জীবন অনেকটা সাপের মত- নরম কিন্তু বিষে ভরা।। তাই দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবে।।

কেননা যেটা অল্প সময়-ই তোমার কাছে থাকবে, সেটার মায়া বাড়িয়ে লাভ কী!!"

.

সূত্রঃ

কিতাবুয যুহদ- ১৬৪ নং বর্ণনা।।

লেখকঃ আল্লামা ইবনে আবীদ দূনইয়া (রহঃ)।।

.

Courtesy Maksudul Hakim vai

সাহাবীগণ কেমন ছিলেন সে ব্যাপারে আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

"ওয়াল্লাহি! আমি নবিজীর ﷺ সাহাবীদের মত কাউকেই আজকের দিনে দেখিনি।

তারা যখন সকালে জাগ্রত হতেন তখন তাদের দেখে মনে হত তারা বুঝি সারারাত ছাগল চরিয়েছেন। তাদের কাপড় আর চুলগুলো থাকতো অগোছালো। তারা তো রাত পার করতেন আল্লাহকে রুকু-সিজদা আর কুরআন তিলাওয়াত করে করে। কপাল আর পায়ের অদলবদলেই তো তাদের রাত কেটে যেতো।

আবার যখন তারা সকালে জেগে উঠতেন তখন আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন হতেন। তাদের দেখে মনে হতো তারা যেন সেই গাছের মতো যার শাখা-মঞ্জুরি বাতাসে ঘন ঘন দোল খাচ্ছে।

তাদের চোখ থেকে এত অবিরল পানি পড়তো যে তাদের কাপড় ভিজে যেতো। আর এখন তো মনে হয় লোকেরা অজ্ঞানতা আর গাফিলতির মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে।'

বইঃ Winning The Heart of Your Wife.

#Know_Your_Heroes

.

@Sayed Hasan ভাইয়ের টাইমলাইন থেকে

আমরা দেখেছি মুসা আঃ একজন নবী, যিনি কোনো ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নন, বরং তিনি ছিলেন নিপীড়িত মানুষদের একজন। তিনি ছিলেন সংখ্যালঘু।

বিশ্বের তৎকালীন পরাশক্তির সামনে নম্রতা অবলম্বন করতে আদেশপ্রাপ্ত মুসা আলাই সাল্লাম তাঁর সংকটাপন্ন উম্মাহকে উদ্ধার করতে তিনটি পদক্ষেপ নিলেন:

* তিনি ফেরাউনের অপকর্মের কথা খুব পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করলেন তাঁর জাতির সামনে

*তিনি খুব দৃঢ়তার সাথে দাবি করলেন যে,ফেরাউন কে অবশ্যই তার দুষ্কর্মের ইতি টানতে হবে।

* তিনি ফেরাউন কে তার দৌরাত্ম্যের জন্য তার অশুভ পরিণামের ব্যাপার হুমকি দিলেন।

আপনি দেখবেন, মুসা আঃ আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করেননি।

কোন কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। তাঁর মধ্যে কোন পরাজিত মানসিকতা ছিল না।

তাঁর কথায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তাঁর মধ্যে ভীরুতা ছিল না।

দুনিয়াবি শক্তির অভাব তাঁর নৈতিক মনোবলে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং তিনি তাই বলেছিলেন, যা বলা উচিত, যেভাবে বলা উচিত, যখন বলা উচিত।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ হিকমাহ কে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন। হিকমাহ হচ্ছে উচিত সময়, উচিৎ ভঙ্গিতে, উচিত কথাটি বলা।[মাদারিজ আস-সালাকিন,২/৪৭৯]

-- শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

যুগে যুগে প্রত্যেক ফিরাউনের একটি গুণ্ডা বাহিনী ছিলো। এই গুণ্ডাবাহিনীকে যুলুমের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করত। এই গুন্ডাবাহিনী যালিমকে তার যুলুমের ব্যাপারে কনফিডেন্স করে তোলে, সেই সাথে অন্তরে এমন অহংকার আর গর্ব তৈরি করে যার ফলে সে নিজেকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে মনে করা শুরু করে।

.

শাইখ আব্দুল আযীয আত তারিফী বলেন,

"স্বৈরাচারী যতক্ষণ না সত্যের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়, ততক্ষণ সে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে থাকে। অহংকার তার দৃষ্টিতে সবকিছুকে ছোট করে দেয়। আল্লাহ বলেন,

"অতঃপর ফিরাউন শহরে নগরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিলো। (এই বলে যে) এরা (বানী ইসরাঈল) তো একটি ক্ষুদ্র দল।" (সূরাহ শুআরা, আয়াত ৫৩-৫৪)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "মুসা (আঃ) এর সাথে ছয় লক্ষ মানুষ ছিলো। ফিরাউনের অহংকার তার কাছে মূসা (আঃ) এর বাহিনীকে ছোট করে দেখালো।

(সূত্রঃ সবুজ পাতার বন, শাইখ আব্দুল আযীয আত তারিফী, পৃষ্ঠা ৫০)

.

ফিরাউন বলেছিলো তার জন্য আকাশ সমান প্রাসাদ বানাতে, সে নাকি মুসার আল্লাহকে দেখে আসতে চায়! আবু লাহাব বলেছিলো তার সন্তান আর ধন সম্পত্তি আছে, সেটা দিয়ে সে আল্লাহর মোকাবেলা করবে! আল্লাহ সকল যুগের ফিরাউন আর তার গুন্ডাবাহিনীকে একসাথে পাকড়াও করেছেন। ফিরাউন তার গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেছে, আবু জেহেল- আবু লাহাবরা তাদের গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে বদরে ধ্বংস হয়েছে।

.

নেটে স্বৈরশাসক গাদ্দাফীকে হত্যার ভিডিও দেখা যায়। ভয়াবহ। যেন এক ঝাঁক মানুষ খেকো পশুর মাঝে এক টুকরো মাংস ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। হিটলারের মত প্রতাপশালী স্বৈরশাসকের পরণতিও ছিলো লজ্জার, অপমানের।

.

আমরা ইয়াক্বিনের সাথে বিশ্বাস করি, কোন যালিম তার যুলুমকে চিরস্থায়ী করতে পারে না। যালিমের সমস্ত যুলুম, অহংকার, গুন্ডাবাহিনীর প্রতাপ, সবকিছু ধংসের একটি ক্ষণ নির্ধারিত আছে। আমরা আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের দরবারে ফরিয়াদ জানাই, সেই ক্ষণটি যেন আমাদের জীবদ্দশাতেই আসে। যালিমের যুলুম, হটকারিতা, দর্পভরে জমিনে ছড়ানো ফিতনা-ফ্যাসাদ, মানুষের জান-মাল-ইজ্জতের যাচ্ছেতাই ব্যবহার, এই সবকিছুতে মানুষের অন্তরে যে ঘৃণা, ক্ষোভ, চাপা দীর্ঘশ্বাস জমা আছে তা তার লাঞ্ছনাকর পতন দেখানোর তৌফিক দিয়ে আল্লাহ যেন কিছুটা হালকা করে দেন। আমীন।

-Bujhtesina Bishoyta

খন্দক, মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম মহিলাদেরকে কবি হাসসান ইবনে ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ফারে' দুর্গে নিরাপত্তার জন্য রেখে যান। এই ফারে' দুর্গকে 'উতুম' দুর্গও বলা হত। তাদের সাথে হযরত হাসসানও ছিলেন। এই মহিলাদের মধ্যে সাফিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন।

.

একদিন এক ইহুদীকে তিনি দুর্গের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখলেন। তিনি প্রমাদ গুনলেন, যদি সে মহিলাদের অবস্থান জেনে যায় তাহলে ভীষণ বিপদ আসতে পারে। কারন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাহিনীসহ তখন জিহাদের ময়দানে অবস্থান করছেন।

.

বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে হাসসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, এই ইহুদীকে হত্যা কর। তা না হলে সে আমাদের অবস্থানের কথা অন্য ইহুদীদের জানিয়ে দেবে। হাসসান বললেন, আপনার জানা আছে আমার নিকট এর কোন প্রতিকার নেই। আমার মধ্যে যদি সেই সাহস থাকত তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই থাকতাম।

.

সাফিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নিজে তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে দুর্গের প্রধান ফটকের নিকট এলেন। সুযোগ বুঝে সর্বশক্তি দিয়ে মাথায় আঘাত করে ইহুদীটিকে হত্যা করলেন। তারপর হাসসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, যাও এবার তার সঙ্গের জিনিসগুলো নিয়ে এসো। যেহেতু আমি নারী, আর সে পুরুষ তাই এ কাজটি আমার দ্বারা হবেনা। এ কাজটি তোমাকে করতে হবে। হাসসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ঐ জিনিসের প্রয়োজন নেই।

.

অতঃপর সাফিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ইহুদীর মাথা কেটে এনে দুর্গের নিচে ছুড়ে ফেলেন। আর এতে নিচের ঢালে অবস্থানরত ইহুদীরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

.

ঐতিহাসিকদের মতে, তিনিই প্রথম মুসলিম নারী যিনি একজন কাফির পুরুষকে হত্যা করেছেন।

.

(আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন)

#Footsteps_Sahabiyaat

আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নগদ তাঁর হাতে ছিল প্রায় এক লাখ দিরহাম। ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের প্রচার প্রসার আর নও মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগীতার জন্য নিজের সব ধন সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে তুলে দেন। এ কারনে হিজরতের সময় তাঁর হাতে দেড় মতান্তরে পাঁচ অথবা ছয় হাজারের মত যে অর্থ ছিল তার সবগুলো নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। সন্তান সন্ততি ও পরিবার পরিজনকে আল্লাহর জিম্মাদারীতে ছেড়ে যান।

.

ছূর পর্বত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বিদায় দিয়ে আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ঘরে ফিরে আসেন। আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পিতা আবু কুহাফা, আসমা রাঃ এর দাদা -যিনি তখনো ইসলাম গ্রহন করেননি ,বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন আর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি সকালে লোকমুখে ছেলের নিরুদ্দেশ হবার খবর শুনে বাড়িতে আসেন আর অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে থাকেন, আফসোস! আবু বকর নিজেও চলে গেল আর সব অর্থ-সম্পদ সংগে নিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে বিপদে ফেলে গেল। আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সাথে সাথে বলে ওঠেন, না দাদা, তিনি আমাদের জন্য অনেক অর্থ রেখে গেছেন।

.

একথা বলে আসমা রাঃ বৃদ্ধকে স্বান্তনা দেবার জন্য একটি থলিতে পাথর ভরে মুখ বেঁধে সেখানে রাখেন যেখানে আবু বকর রাঃ অর্থ সঞ্চিত রাখতেন। তারপর সেটা এক খন্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। এরপর দাদাকে বলেন, আমাদের আব্বা আমাদের জন্য অনেক অর্থ রেখে গেছেন। তিনি দাদার হাত ধরে সেই অর্থভান্ডারের কাছে নিয়ে যান এবং তাঁর একটি হাত ধরে সেই পাথর ভর্তি থলের উপর আস্তে

করে ঘোরাতে থাকেন। দাদা ভান্ডারে যথেষ্ট অর্থ জমা আছে মনে করে আশ্বস্ত হলেন।

.

আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি কেবল তাঁকে স্বান্তনা দানের জন্য এমনটি করেছিলাম। আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের জন্য কিছুই রেখে যাননি।

.

(তথ্যসূত্রঃ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা)

.

#Footsteps_Sahabiyaat

সোমামাহ ইবনে আসার (রা.) ছিলেন ইয়ামামার গোত্র প্রধান। তাকে যখন বন্দী করে নিয়ে আসা হয় এবং মসজিদে নববীর খামের (পিলার) সাথে তাকে বেঁধে রাখা হয়। রাসূল (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। অতঃপর আল্লাহ তার অন্তকরণকে ইসলামের আলো দ্বারা আলোকিত করেন। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর উমরাহ করতে মক্কায় যান। মক্কায় পৌঁছে তিনি কুরাইশ সরদারদের বলেন-

"এখন থেকে রাসূল (সা.)-এর অনুমতি ব্যতীত ইয়ামামা থেকে একটি গমের দানাও তোমাদের নিকট পৌঁছবে না।" [বুখারী, ফাতহুল বারী- ৮/৮৭]

.

তিনি কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেন। যেন তারা দাওয়াতের প্রতি এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়। আর এটি ছিল তাৎক্ষণিক, তাঁর বলিষ্ট ঈমান তাঁকে এ কাজের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে।

.

তথ্যসূত্রঃ এসো ঈমান মেরামত করি (পৃ. ২৪)

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল মুনাজ্জিদ

.

#KnowYourHeroes

সা'দ বিন মু'আয (রা.) একমাত্র সাহাবি, যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিলো। অথচ সেই সা'দ (রা.)-এর হাত দুটো হাতুড়ি দিয়ে কাজ করতে করতে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাতে চুমো দিয়ে বলেছিলেন,

هذه يد لا تمسّها النار أبدا

"এই হাতকে কখনো (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করবে না।" [রেফারেন্স সবার নিচে]

.

অতএব, হালালকে আঁকড়ে থাকুন, সেটি যত তুচ্ছই হোক, এতে লজ্জার কিছু নেই। বিশ্ববিখ্যাত তাফসিরে আহকামুল কুরআন প্রণেতা ইমাম আবু বকর জাসসাস (রাহ.) সুরকি তৈরি করতেন, প্রসিদ্ধ ফকিহ ইমাম কুদুরি (রাহ.) হাড়ি-পাতিল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন। গাযালি (রাহ.) সুতা ব্যবসায়ী ছিলেন, আবু হানিফা (রাহ.) কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। আল্লাহর কাছে সম্মানিত হওয়ার জন্য সমাজে বিশেষ অবস্থান থাকা বা হ্যান্ডসাম সেলারির জব থাকা কোন বিষয় নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। তাঁর কাছে সে-ই অধিক সম্মানিত, যে তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রগামী।

.

[ইবনু হাজার, আল ইসাবাহ ৩/৮৬, ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ ১/৪২৪ সূত্রে তাযকিয়াতুন নাফস, ড. আহমদ আলী, পৃষ্ঠা ৫৮

-

.

#KnowYourHeroes

courtesy: Brother Mir Sajjad Ullah

পবিত্রতা, নম্রতা, লজ্জাশীলতা, দানশীলতা, আনুগত্য, বুদ্ধিমত্তা, পিতৃভক্তি, স্বামীভক্তি এবং মমতাময়ী মা-- সবকিছু মিলে তিনি ছিলেন সর্বগুনের অধিকারী। চারিত্রিক মর্যাদার কারণে তিনি অর্জন করেছিলেন "জাহরা"

(আলোকোজ্জ্বল), "সিদ্দিকাহ" (সত্যবাদী), "রাদিয়াহ" (সন্তুষ্ট) সহ বেশ কয়েকটি উপাধি।

.

এছাড়াও একই সাথে তিনি ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর প্রিয় বান্দাদ্বয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর পরম আদরের কন্যা, "আসাদুল্লাহ" (আল্লাহ'র সিংহ) উপাধিপ্রাপ্ত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং জান্নাতের যুবকদের দুই মহান নেতা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মমতাময়ী মা।

.

পড়ছিলাম জান্নাতের চার সর্দারনীর একজন ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর জীবনরেখা। তাঁর সম্পর্কে আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) উল্লেখ করেন, "আমি ফাতিমার (রাদিয়াল্লাহু আনহা) চেয়ে বেশী সত্যভাষী আর কাউকে দেখিনি। তবে তিনি যার কন্যা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।"

দুনিয়া ও আখিরাতের মহান মহিয়সী এই নারীকে নিয়েই আজকের আলোচনা।

(আল্লাহু আ'লাম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর চারিদিকে ইসলামের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। এসময় কাফির - মুশরিকরা তাঁর ওপর ভয়ংকরভাবে

চড়াও হয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করলো। সে সময় ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) শৈশব কাল অতিক্রম করছিলেন। কিন্তু সেই শৈশবকাল থেকেই তিনি পিতাকে সকল বিপদে আগলে রাখার চেষ্টা করতেন, তাঁর যত্নের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন এবং দাওয়াতী কার্যক্রমে তাঁকে সহযোগিতা করতেন। আর এ কারণেই তাঁর ডাকনাম হয় -- "উম্মু আবীহা" (তাঁর পিতার মা)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। প্রিয় কন্যার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছিলেন,

"ফাতিমা আমার দেহের একটি অংশ। কেউ তাকে অসন্তুষ্ট করলে আমাকেই অসন্তুষ্ট করবে।"

সুবহানআল্লাহ ।

.

হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পর ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিলো দারিদ্র্যতার নিষ্ঠুর কড়াঘাত দ্বারা জর্জরিত। গৃহস্থালী কাজে সাহায্যেমর জন্য তাঁদের কোনো সাহায্য কারী ছিলো না। যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাতে দাগ পড়ে যেত। পানি আনতে, ঝাড়ু দিতে পরিহিত কাপড় নোংরা হতো। কিন্তু এরপরও স্বামীর প্রতি তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলোনা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও খিদমতের এতটুকুও কমতি ছিল না।

অন্যদিকে গৃহস্থালী কাজে তাঁকে এরূপ কষ্ট করতে দেখে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দু:খে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন। সাহায্যকারী রাখার সামর্থ্য তাঁর ছিলো না, কিন্তু যতটুকু পারতেন স্ত্রীর কাজে সাহায্য করতেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর মৃত্যুর পর তিনি নিয়মিত তাঁর কবরে যেতেন, ব্যথিত হৃদয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীকে স্মরণ করতেন ।

সুবহানআল্লাহ।

.

ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন এক মমতাময়ী মা। তাঁর সন্তানদের মধ্যে হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় দৌহিত্র। তিনি তাঁদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন, তাঁদের শরীরের খুশবু নিতেন।

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কান্না শুনতে পেলেন। তিনি বাড়িতে ঢুকে ধমকের সুরে মেয়েকে বললেন, " তুমি কি জান না, তাঁর কান্না আমাকে কষ্ট দেয় ?"

সুবহানআল্লাহ।

—

পরিশেষে, মহিয়সী রমণী ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর জীবনের প্রতিটি দিক এবং বিষয়ই আমাদের জন্য শিক্ষণীয় এবং আদর্শ।

অত:পর ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর আদর্শ অনুসরণ করে প্রতিটি নারীই হয়ে উঠুক আমাতুল্লাহ। আমীন।

#KnowYourHeroes

#Fatima_RA

আইয়ামে জাহিলিয়াত। চারিদিকে নারী পুরুষ সকলে অশ্লীলতার স্রোতে গা ভাসিয়েছে। কিন্তু এর ভিড়েও একজন নারী তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ, শালীনতা, ব্যক্তিত্ব ও নীতিতে ছিলেন অটুট। তৎকালীন সময়ে সকল প্রতিকূলতা পাশ কাটিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আরবের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও সম্পদশালীদের একজন। ছিলেন সকলের মধ্যমনী, অত্যন্ত দানশীল রমণী। ইসলাম গ্রহণের আগেই তাঁর পবিত্র চরিত্র, নম্রতা ও ব্যবহারের কারণে তাঁকে উপাধি দেওয়া হয় "তাহিরা" (পুত:পবিত্র)।

পরবর্তীতে এই মহিয়সী নারীই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন চরিত্র, নৈতিকতা ও বিশ্বস্ততার কারণে সকলের কাছে "আল-আমীন" উপাধি প্রাপ্ত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে। পড়ছিলাম জান্নাতের চার সর্দারনীর একজন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর জীবনচিত্র।ইসলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে অবদান রাখা দুনিয়া ও আখিরাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই নারীকে নিয়েই আজকের আলোচনা।

—

(আল্লাহু আ'লাম)

পৃথিবীর বুকে তখনো ইসলামের সূর্য উদিত হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারপাশের অস্থিরতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে স্বামীর ওপর নূন্যতম বিরক্ত হতেন না খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা), বরং প্রিয়তম স্বামীর সুবিধার্থে নানারকম খাবারের ব্যবস্থা করে দিতেন তিনি।

.

আল্লাহ পাক এর হুকুমে জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এর হেরা গুহায় আগমন এবং ওহী নাজিলের ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচন্ড ঘাবড়ে

গিয়েছিলেন। দ্রুত বাড়ি ফিরে খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে বললেন, তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে তিনি বললেন, "আমি আমার নিজের স্বত্তা সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েছি।"

খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) প্রিয় স্বামীকে অভয় প্রদান করে বললেন, "কখনোই না ,কখনোই না, এরকম কখনো হতেই পারে না। আল্লাহ আপনাকে অসম্মানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন। আপনি মানুষের বোঝা বহন করেন, আর পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত সদ গুণাবলী পুন:প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। আপনি অথিতি আপ্যায়ন করেন এবং মানুষের অধিকার সংরক্ষনে সাহায্য করেন। " [সহীহ বুখারী]

সুবহানআল্লাহ।

.

খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন ইসলামের বাগানের প্রথম ফুল, সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেন, "আমি সোমবার দিন নবুওয়াত লাভ করি, আর খাদিজাহ সেই দিনের শেষ ভাগে নামাজ পড়ে।"

সুবহানআল্লাহ। স্বামীর প্রতি তাঁর বিশ্বাসের গভীরতা এতটাই প্রবল ছিলো যে , বিনা বাক্যব্যয়ে পূর্ন আস্থার সাথে তিনি তাঁর স্বামীর নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনা বিশ্বাস করেন এবং নানা প্রতিকূলতার মাঝেও ইসলাম গ্রহণ করে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন।

.

পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণের পর খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ইসলামের কল্যানে ব্যয় করতে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনায় কাফির - মুশরিক রা যখন তাঁর ওপর প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখনও তিনি প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গ ছাড়েননি। প্রতিটি বিপদ, দু:খ দুর্দশায় সবসময় তিনি প্রিয়তম স্বামীর পাশে ছিলেন ঢাল হয়ে।

.

খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর ইন্তেকাল পরবর্তী সময়কাল ছিলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর সময়। প্রিয়তমা স্ত্রীর ইন্তেকালের দীর্ঘ সময় পরেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত্নভরে,পরম মমতায় খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে স্মরণ করতেন, তাঁর বান্ধবীদের জন্য হাদিয়া পাঠাতেন, ভালো কিছু রান্না হলে তাঁর পরিচিতদের পাঠাতেন, তাঁর সম্পর্কিত কিছু দেখলে বা শুনলে তিনি অশ্রুসজল হয়ে পড়তেন।

সুবহানআল্লাহ।

—

খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর জীবনের খন্ডচিত্র থেকে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে, * স্বামীভক্তি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, পরস্পরের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস থাকা উচিত, উভয়ের মানসিক ও আত্মিক সাপোর্ট এর গভীরতা; মোটকথা বিবাহের মূল উদ্দেশ্য।

* খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত সৈনিক। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরের সুকুন, সবচেয়ে প্রশান্তির জায়গা। ঠিক যেমনি করে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁকে ঠিক ততটাই ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন।

* তিনি এমনই এক মহিয়সী নারী ছিলেন, যার নেক আমলের কারণে আল্লাহ পাক তাঁকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং জান্নাতে তাঁর জন্য মনীমুক্তা খচিত একটি গৃহের সুসংবাদ দিয়েছেন। সুবহানআল্লাহ।

পরিশেষে, আল্লাহ পাক মুসলিম বোনদের খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর আদর্শ অনুসরণ করে আমাতুল্লাহ হয়ে ওঠার তৌফিক দিন। আমীন।

#KnowYourHeroes

#Khadijah_RA

তিনি ছিলেন নবী পরিবারের কন্যা, পূণ্যবতী নারী, বাইতুল মুকাদ্দাস এর খাদিম এবং সম্মানিত নবী ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর মাতা ও অভিভাবক। আল্লাহ পাক এর হুকুমে কুমারী অবস্থায় গর্ভধারণ করার ফলে চারিদিকে যখন তাঁর নামে মিথ্যে অপবাদ ছড়িয়ে পড়লো, তখনও তিনি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন মহান রব এর আনুগত্য। সুবহানআল্লাহ।

.

পড়ছিলাম জান্নাতের চার সর্দারনীর একজন মারইয়াম বিনতে ইমরান (আলাইহিস সালাম) এর জীবনকথা। একজন নারী হিসেবে দ্বীনের প্রতি তাঁর অটল থাকার শক্তি, সাহসিকতা এবং মনোবল নিয়েই আজকের আলোচনা।

—

(আল্লাহু আ'লাম)

••প্রথম অংশ [মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) এর জন্ম]••

মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ইমরান (আলাইহিস সালাম) এর কন্যা। ইমরান (আলাইহিস সালাম) এর স্ত্রী গর্ভাবস্থায় আল্লাহ পাক এর কাছে ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন তাঁর আগত সন্তানকে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস এর সেবায় নিয়োজিত করবেন।

.

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

• "ইমরানের স্ত্রী যখন বললো-হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ

থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত।" [সূরা ইমরান:-৩৫]

.

পরবর্তীতে তিনি যখন কন্যা সন্তান [মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)] প্রসব করলেন, তখন একজন কন্যাকে কিভাবে মসজিদের সেবায় নিয়োগ করবেন এ ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এর সান্ত্বনাস্বরূপ আল্লাহ পাক এর ঘোষণা,

• "অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুতঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালই জানেন। সেই কন্যার মত কোনো পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।" [সূরা ইমরান:-৩৬]

—

••দ্বিতীয় অংশ [অভিভাবকত্ব নির্ধারণ এবং বাইতুল মুকাদ্দাস এর সেবায় নিয়োগ]••

আল্লাহ পাক মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) কে উত্তমরূপে কবুল করে নিলেন। তিনি তাঁর বয়োবৃদ্ধ খালু যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) এর তত্ত্বাবধানে মিহরাবে অবস্থান করে বাইতুল মুকাদ্দাস এর খিদমত করতে লাগলেন। যখনই যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) তাঁকে পরিদর্শনে যেতেন তখনই তাঁর কাছে নানা রকম খাবার দেখতে পেতেন।

.

• "অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া মিহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন, "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন।" [সূরা ইমরান:-৩৭]

—

••তৃতীয় অংশ [গর্ভধারণ এবং মিথ্যে অপবাদ]••

একদা মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর পরিবার থেকে পৃথক হয়ে পর্দার সহিত পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) কে মানব আকৃতিতে পাঠালেন। তাঁকে দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহ পাক এর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে অভয় দান করে রব এর পক্ষ থেকে তাঁকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন।

[সংক্ষিপ্তকরন সূরা মারইয়াম:-১৬-১৯]

এরপর আল্লাহ পাক এর হুকুমে তিনি গর্ভবতী হলেন এবং সন্তান প্রসব করলেন। জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) নিম্নদেশ (পাশ্ববর্তী নিম্নভূমি) থেকে আওয়াজ প্রদান করে বললেন,

• "যখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ তবে বলে দিওঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে কথা বলব না।" [সূরা মারইয়াম:-২৬]

.

অত:পর মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) সন্তানকে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আসলেন। এ ঘটনা দেখে চারিদিকে তাঁর নামে কানাঘুষা ও নিন্দে মন্দ শুরু হলো। লোকেরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো,

• "অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ- হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ।"

• "হে হারূণ- ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী।"

[সূরা মারইয়াম:-২৭-২৮]

কিন্তু তাদের অপবাদের প্রতিউত্তরে নির্দেশ অনুসারে কিছু না বলে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তাঁর কোলের শিশুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। এরপর,

• "অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ যে কোলের শিশু তাঁর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?"

অত:পর কোলের শিশু বলে উঠলো,

• "সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।"

[সূরা মারইয়াম:-২৯-৩০]

সুবহানআল্লাহ।

—

মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) এর দ্বীনের প্রতি অটল থাকার মহিমান্বিত এ ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয়,

প্রথম অংশ, ছেলে কিংবা মেয়ে নয়, বরং আল্লাহ পাক এর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বান্দার আল্লাহভীতি, ঈমান এবং আমল। সূরা ইমরান এর ৩৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ পাক এর ঘোষণা, "সেই কন্যার মত কোনো পুত্রই যে নেই।"

.

দ্বিতীয় অংশ, রিজিক এর মালিক আল্লাহ পাক এবং রিজিক বন্টনের ব্যাপারে সূরা ইমরান এর ৩৭ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করেন, "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন।"

.

তৃতীয় অংশ, বিপদ যত গাঢ় ই হোক না কেন, বিপদে যদি আল্লাহ পাক এর ওপর তাওয়াক্কুল ও সবর করা যায় তবে মহান রব এর সাহায্য অতি সন্নিকটে।

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) কে মুমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন,

• "আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান-তনয়া মারইয়ামের, যে তাঁর সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তাঁর পালনকর্তার বানী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীনীদের একজন।"

[সূরা আত তাহরীম:-১২]

সুবহানআল্লাহ।

.

পরিশেষে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) এর আদর্শ অনুসরণ করে প্রতিটি নারীই হয়ে উঠুক এক একজন আমাতুল্লাহ। আমীন।

#knowYourHeroes

#Maryam_A

যুবকটি এগিয়ে যাচ্ছে। এমনিতে শক্তসমর্থ গড়নের হলেও এখন দুর্বলতা জেকে ধরেছে। সারা শরীরে ছড়িয়ে থাকা ক্ষত আর মাথার যন্ত্রনা খুব ভোগাচ্ছে। জন্ম বানু তামিম গোত্রে। শৈশবেই আবদ্ধ হন দাসত্বের শৃঙ্খলে। নানা হাতবদলের পর স্থিতি আসল মক্কায়। বানু খুযা'আ গোত্রের উম্মু আনমারের দাস হিসেবে।

.

ছেলেটির চোখেমুখে উম্মু আনমার আলাদা কিছু দেখেছিলেন। কৈশোরে কিছুদিন কাজ শেখানো পর, একটি কামারের দোকান বানিয়ে ওকে বসিয়ে দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই যুবকটি নাম করেছে। মক্কাতে সেরা তলোয়ার আর বর্মের খোঁজে মানুষ তার দোকানেই যায়। মানুষ চিনতে উম্মু আনমার ভুল করেননি। সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারি আর নিজ কাজে দক্ষতার ক্ষেত্রে এই যুবককে অন্যন্য বলা চলে। প্রিয় এই দাস তার জন্য বেশ লাভজনক হয়েছে।

.

তবে সুখের সময়টা স্থায়ী হয় নি। শুরুটা হয়েছিল উম্মু আনমারের ভাইকে দিয়ে। কারখানায় এসে হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে ওরা মারছিল। হাতুড়ি, লোহার পাত, টুকরো লোহা। জ্ঞান ফেরার পর যুবকটি দেখেছিল তার সারা শরীর রক্তাক্ত।

.

উম্মু আনমারের নিষ্ঠুরতা ছিল গোছানো, কিন্তু আরো তীব্র। কারখানায় এসে হাপরে লোহার পাত গরম করে মাথায় চেপে ধরতো। পৃথিবী অন্ধকার হয়ে একটি বিন্দুতে মিলিয়ে গিয়ে সংজ্ঞা হারানোর মুহূর্তগুলো কাঙ্ক্ষিত ছিল। অতি প্রতীক্ষিত ছিল। কেবল চেতনাহীনতায় যে নিস্তার মিলতো এই যন্ত্রনা থেকে।

.

আস্তে আস্তে নির্যাতনের মাত্রা বাড়লো। আরো মেথোডিকাল হলো। মধ্যাহ্নের মরুভূমির সূর্যের নিচে উদোম গায়ে বর্ম পড়িয়ে যুবককে ফেলে রাখা হতো। শরীর অবশ হয়ে আসতো। ওরা বুকে, মুখে, মাথায় উঠে লাথি দিতো। প্রশ্ন করতো। তারপর আবার মারতো। তারপর আবার প্রশ্ন, তারপর আবার মারতো। আগুনে পাথর গরম করে, পাথরের উপর শুইয়ে দিত। বুকের উপর পা দিয়ে শক্ত করে ঠেসে ধরতো। যুবকটি নিজের চামড়া আর মাংস পোড়ার শব্দ শুনতো। গন্ধ পেতো। চর্বি গলে পড়তো। কখনো সরাসরি গরম কয়লার উপর শুইয়ে দিত। তারপর আবার শুরু হতো প্রশ্নের পালা।

.

তার ব্যাপারে তুমি কী বলো?

.

- আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল, তিনি এসেছেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আমাদের নিয়ে যেতে।

.

লাত আর উযযার ব্যাপারে তুমি কি বলো?

.

-দুই মূর্তি। বোবা ও বধির। না পারে লাভ বা ক্ষতি করতে।

.

ওদের রাগ বাড়তো। বাড়তো পাথরের আকার। বাড়তো যন্ত্রনা। বাড়তো সংজ্ঞাহীনতার মূহুর্তের জন্য প্রতীক্ষা।

.

ওরা কী চায় যুবক জানে। কিন্তু ওরা যা চায় তা মেনে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। সত্যকে চেনার পর সত্যকে অস্বীকারের কোন এখতিয়ার আসমান যমীনের মালিক যে দেন নি। কিন্তু এই যন্ত্রনা অসহনীয়। শরীর নিতে পারে না। মন দুমড়েমুচড়ে ভেঙ্গে যেতে চায়...

.

অনেক সংকোচের পর আজ যুবকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুবকটি এগিয়ে যাচ্ছে। 'কাবার দিকে। তাঁকে দেখা যাচ্ছে। কাবার ছায়ায় শুয়ে আছেন। কিন্তু এতো দূর থেকেও চিনতে ভুল হচ্ছে না। তিনি ছাড়া আর কে আছেন যার চতুর্দিক থেকে সত্য প্রবাহিত, যার মুখে নূরের আভা দীপ্তিমান।

.

যুবকটি তাঁর কাছে গেল। সাথে একই পথের পথিক আরো কয়েকজন। প্রশ্ন করলেন -

.

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা চাইবেন না?

.

রাসূলুল্লাহর ﷺ চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি ﷺ বললেন -

.

"তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক লোককে ধরে গর্তে খুঁড়ে তার অর্ধাংশ পোতা হয়েছে, তারপর করাত দিয়ে মাথার মাঝখান থেকে ফেঁড়ে ফেলা হয়েছে। লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের হাড় থেকে গোশত ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তবুও তাদের দ্বীন থেকে তারা বিন্দুমাত্র টলেনি। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন।

এমন একদিন আসবে যখন একজন পথিক 'সান'আ' থেকে 'হাদরামাউত' পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। এই দীর্ঘ ভ্রমণে সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় করবে না। তখন নেকড়ে মেষপাল পাহারা দিবে। কিন্তু তোমরা বেশী অস্থির হয়ে পড়ছো' [আল-বুখারী]

.

.

আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল ফায়সালা করেছিলেন। উম্মু আনমার মারা গিয়েছিল এক অদ্ভুত রোগে ভুগে। প্রচন্ড মাথার যন্ত্রনা তাকে উম্মাদ করে দিত। কোনভাবে এই যন্ত্রনা কমতো না। তীব্র যন্ত্রনায় উম্মু আনমার জ্বলাতঙ্ক রোগীর মতো আচরণ করতো। বাধ্য হয়ে উম্মু আনমারের সন্তানেরা উত্তপ্ত লোহার পাত দিয়ে উম্মু আনমারের মাথায় চেপে ধরতো। উম্মু আনমারের ভাই মারা গিয়েছিল বদরের ময়দানে হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। মরভূমিতে যুবকের উপর অন্য অত্যাচারকারীরাও মারা গিয়েছিল বদরের দিনে। আর আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল মুসলিমদের বিজয় দান করেছিলেন, এবং তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেছিলেন -যদিও তা ছিল মুশরিকদের অপছন্দনীয়।

.

এই যুবককে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরবর্তীতে সম্মানিত করেছেন, সম্পদশালী করেছেন। যখন তিনি মৃত্যুবরন করেছিলেন তখন তার জানাযা পড়িয়েছিলেন আমীরুল মুমীনীন আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, এবং তিনি বলেছিলেন -

.

"আল্লাহ খাব্বাবের ওপর রহম করুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন মনেপ্রাণে, হিজরাত করেন অনুগত হয়ে এবং জীবন অতিবাহিত করেন মুজাহিদ রূপে। যারা সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের ব্যর্থ করেন না।"

.

তিনি ছিলেন খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

.

.

আমরা আমাদের চারপাশে তাকাই আর আমরা দেখি উম্মাহ আজ নির্যাতিত, পদাবনত, অপমানিত। আমরা দেখি বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থায় মুসলিমরা সর্বনিকৃষ্ট। পশুপাখির রক্ত নিয়েও মানুষ মর্মাহত হয়, কিন্তু মুসলিমদের রক্তের নদী প্রবাহিত হলেও সমগ্র পৃথিবী থাকে নির্বিকার। আর এ শুধু কাফিরদের জন্যই সত্য না, মুসলিমদের জন্যও সত্য। মুসলিমদের কাছে ইসলামের মূল্য নেই, উম্মাহর রক্তের মূল্য নেই, মুসলিম পরিচয়ের মূল্য নেই।

.

আমরা চারপাশে তাকাই আর দেখি শত্রু সংখ্যা অগনিত। শক্তিতে পরাক্রমশালী। সামর্থ্যে সহস্র যোজন এগোনো। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু মুসলিমরা শতধা বিভক্ত। তারা তাদের কুফরের উপর সন্তুষ্ট, গর্বিত। আর মুসলিমরা তাদের ইসলাম নিয়ে লজ্জিত। তারা ক্ষমতায় আসীন আর মুসলিমরা দুর্বল। আর আমরা চিন্তা করি, কিভাবে এই রাতের শেষ হবে? আদৌ কি শেষ হবে? পরিবর্তন কি কখনো আসবে? কিভাবে এতো প্রতিকূলতার মোকাবেলা করা যাবে?

.

চেষ্টা করার অর্থ কী? লাভটাই বা কী? এসবকিছুর অর্থ কী?

.

আমরা স্বীকার করি বা না করি আমাদের অধিকাংশের মনেই এ প্রশ্ন এসেছে।

.

স্মরণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যিনি অনস্তিত্ব থেকে মহাবিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছেন, যিনি মৃত হতে জীবিতকে নির্গত করেন এবং জীবিত হতে মৃতকে বহির্গত করেন, সমস্ত কিছু যার উপর নির্ভরশীল, যিনি শুধু বলেন "হও" আর তা হয়ে যায়, যিনি একচ্ছত্র অধিপতি, যার কোন সদৃশ, যার কোন সমকক্ষ নেই, যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, যিনি অপ্রতিরোধ্য মহাপরাক্রমশালী রাজাধিরাজ, তিনি কি যথেষ্ট নন?

.

আল্লাহু আকবার, নিশ্চয় তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিশালী।

বান্দার কাজ চেষ্টা করা, অবিচল থাকা, সত্যকে এই দুনিয়ার আবর্জনার বিনিময়ে বিক্রি না করে দেওয়া। বান্দার কাজ হক্বকে আকড়ে ধরা, হক্বকে রক্ষা করা আর হক্বের বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। বান্দার কাজ রাব্বুল আলামিনকে রাজিখুশি করিয়ে নেওয়া। ব্যস। আর সাফল্য শুধুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে।

.

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন যদিও কাফির-মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য। নিশ্চয় তিনি তাঁর কর্মসম্পাদনে প্রবল, যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

.

আপনি কী করবেন, কীভাবে আপনার সময়টুকু ব্যয় করবেন, কী নিয়ে কথা বলবেন, কীসের পেছনে ছুটবেন - আপনার সিদ্ধান্ত।

©Asif Adnan ভাই

সাঈদ ইবনে আমির আল জুমাহী (রা:) একজন অখ্যাত সাহাবী ছিলেন, আমরা অনেকেই তার নাম জানিনা। সুপরামর্শদাতা, যুহ্দ ও ইবাদাতের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। আবু বকর ও উমার (রা:)দের বিভিন্ন বিষয়ে সদুপদেশ দিতেন। আমিরুল মুমিনীন উমার (রা:) একবার তাকে সিরিয়ার হোমস শহরের গভর্ণর করতে চাইলেন, তিনি দ্বায়িত্ব নিতে রাজি হলেন না। উমরের (রা:) অনেক অনুরোধের পরে দ্বায়িত্ব নিলেন।

.

একদিন মদিনাতে হোমস শহরের কিছু লোক এলো কেন্দ্রীয় গভর্ণনের কাছে সাহায্য নিতে। খলিফা উমার (রা:) হোমসের সবচেয়ে গরিব ১০০ জন মানুষের তালিকা চাইলেন। তালিকার প্রথমে গভর্নর সাঈদের (রা:) নাম। উমার (রা:) জিজ্ঞাসা করলেন এ কোন সাঈদ? লোকেরা বললো, আমাদের আমির।

.

খলিফা (রা:) আশ্চার্যান্বিত হয়ে দূত মারফত ১০০০ স্বর্ণ মুদ্রা পাঠালেন গভর্ণর সাঈদের (রা:) কাছে। দূত একটা থলিতে স্বর্ণমুদ্রাগুলো বেঁধে খলিফার চিঠি সমেত সাঈদের (রা:) বাসগৃহে উপস্থিত হলেন। সাঈদ (রা:) চিঠি ও স্বর্ণমুদ্রা দেখে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন 'ইন্না নিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'।

.

তার স্ত্রী ভিতর থেকে বলে উঠলো, উমার (রা:) কি মারা গেছেন? সাঈদ (রা:) বললো, ঘটনা এর থেকেও খারাপ।

.

তবে কি মুসলিমরা কোনো যুদ্ধে হেরে গেছে? না, এর থেকেও খারাপ ঘটনা। তবে কি সেটা?

.

সাঈদ (রা:) বলে উঠলো, দুনিয়া এসে পড়েছে। এরপর তিনি (রা:) তার স্ত্রীকে বললেন, এ ব্যাপারে তুমি কি সাহায্য করতে পারবে? উত্তরে স্ত্রী বললো, অবশ্যই। তারপরে দুজনে মিলে সমুদয় স্বর্ণ মুদ্রা গরিব হোমসের অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

খলিফা উমার (রা:) এ ঘটনা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং সাঈদের (রা:) জন্য দুআ করলেন।

.

ঘটনার কিছুদিন পরে, উমার (রা:) একদিন হোমস সফর করলেন। হোমসের অধিবাসীদের কাছে জানতে চাইলেন তাদের কোনো অভিযোগ আছে কিনা? হোমসের অধিবাসীরা জানালো তাদের গভর্নরের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আছে। তৎক্ষনাৎ উমার (রা:) গভর্নর সাঈদকে (রা:) তলব করলেন। সাঈদ (রা:) এসে খলিফার পাশে মাথা নিচু করে বসলেন, সামনে জড়ো হওয়া হোমসের অধিবাসীরা।

.

উমার (রা:) বললেন, বল তোমাদের কি কি অভিযোগ?

একজন দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, গভর্নর প্রতিদিন দেরি করে কার্যালয়ে আসেন। উমার (রা:) কৈফিয়ত তলব করলেন। সাঈদ (রা:) বললেন, আমিরুল মুমিনীন (রা:), আমার বাসায় কোনো কাজের লোক নেই, প্রতিদিন সকালের ইবাদাত বন্দেগী শেষ করে স্ত্রীকে সকালের খাবার প্রস্তুত করতে সাহায্য করি, যার ফলে কিছুটা দেরি হয়ে যায়।

.

পরবর্তী অভিযোগ? আরেকজন দাঁড়িয়ে বললেন, রাতে তার সাথে দেখা করা যায়না।

অভিযোগের জবাবে সাঈদ (রা:) বললেন, আমি আমার সময় দু ভাগে ভাগ করে নিয়েছি, দিনটা হোমসের বাসিন্দাদের জন্য আর রাত টা আল্লাহর জন্য।

.

আরেকজন দাঁড়িয়ে বললেন, গভর্নর মাসে একদিন কর্যালয়ে আসেন না। সাঈদ (রা:) বললেন, ইয়া আমিরুল মুমিনীন (রা:), আমার মাত্র এক জোড়া কাপড়। মাসে একবার পরিষ্কার করি, তাই ঐদিন আর অফিস করা হয়না।

.

গভর্ণর মাঝে মাঝে অফিসে কোনো কারণ ছাড়াই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, সর্বশেষ অভিযোগকারীর অভিযোগ।

গভর্নর বললেন, মক্কা জিন্দেগীর একটা ঘটনা যখনি মনে পড়ে, আমি ভয়ে অস্থির হয়ে বেহুশ হয়ে যাই। খুবাইব ইবনে আ'দি (রা:) কে যখন মুশরিকরা শহীদ করছিলো, তখন আমি নিজেও মুশরিক ছিলাম, যদিও নিজে ওই ঘটনায় অংশ নেই নি তারপরেও তাকে (রা:) সাহায্য করতে না পারার বেদনা ও কষ্টে আজও আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

.

উমার (রা:) সহ উপস্থিত সবাই কাঁদতে লাগলেন এবং প্রত্যেকটা অভিযোগ থেকে সাঈদকে (রা:) মুক্তি দিলেন, তাকে আলিঙ্গন করলেন, তার প্রশংসা করলেন ও আল্লাহর কাছে তার (রা:) জন্য দুআ করলেন।

.

এবার আমাদের বর্তমানের গভর্নরদের দিকে তাকান তাহলেই বুঝতে পারবেন পার্থক্যটা কোথায় এবং এর পিছনের কারণটা কি।

.

Saifur Rahman bhai

.

#KnowYourHeroes

আলী রাযি.-এর তিন বৈশিষ্ট্য।

.

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. প্রথম দিকের মুসলমানদের একজন। তাঁর পূর্বে | মাত্র ছয়জন মুসলমান হয়েছেন। তিনি সপ্তম। আল্লাহর পথে শত্রুকে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। ইরাক ও পারস্য মাদায়েনের বিজেতা।

.

এতাে উঁচু মর্যাদা ও অবস্থান সত্ত্বেও সা'দ রাযি. আলী ইবনে আবী তালিবের বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলতেন, হায়! এগুলাের একটির অধিকারীও যদি হতে পারতাম! তাহলে তা আমার কাছে আরবের সেরা-শ্রেষ্ঠ লাল উটের চেয়েও বেশি প্রিয় গণ্য হতাে।

.

প্রথম বৈশিষ্ট্য: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে (রা.) কোন কোন যুদ্ধের সময় নিজ প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে মদীনায় রেখে যেতেন। একবার তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের সঙ্গে রেখে যাচ্ছেন? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি কি আমার নিকট সেই পদ-স্তরের হতে চাও না, যে স্তরের ছিলেন মূসা আ.-এর নিকটে হারুন আ.? পার্থক্য শুধু এটুকু যে, আমার পরে আর কোন নবী ও নবুওয়াত নেই!'

.

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যঃ খায়বরের রণাঙ্গনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ঘাষেণা করলেন, 'কাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা অর্পণ করবাে, যে

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। আর তারাও তাকে ভালোবাসেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ মর্যাদা লাভের জন্য আমাদের আশা ও উৎকণ্ঠার অন্ত ছিলো না। শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীর (রা.) নাম ঘোষণা করলেন। তিনি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত অবস্থায় উপস্থিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চোখে থুতু মোবারক লাগিয়ে দিয়ে জিহাদি পতাকা অর্পণ করেন। আর আল্লাহ সেদিন তার হাতেই বিজয় দান করেন।

.

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : "বলুন, এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে, আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে" (৩ঃ৬১) আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আলী (রা.) কে ডাকলেন। ডাকলেন ফাতেমা (রা.) ও হাসান-হোসাইনকে (রা.)। আর বললেন, "হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার, এরাই আমার সন্তানাদী।" (মুসলিমঃ ৩২)

.

হযরত সা'দ নিজের এত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যে সত্ত্বেও কামনা করছেন যে, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর একটিও যদি তার হতো! আসলে তাঁর এ কামনা হযরত আলীর মর্যাদাকেই বৃদ্ধি করে। আর যে জানে না আলী রাযি.-এর মর্যাদা সম্পর্কে, তাকে অনুপ্রাণিত করে তার মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হতে।

#KnowYourHeroes

#AliRA

.

তথ্যসূত্রঃ সাহাবীদের অন্তদৃষ্টি (পৃষ্ঠা ২৭)

ঈমান ও বিশ্বাসের জগতে কেউ কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে না। অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে পারে না। যে সমাজ ও পরিবেশ ঈমানী ভ্রাতৃত্ব। বন্ধনে আবদ্ধ, সে সমাজে ছাোট বড়কে শ্রদ্ধা করে। বড় ছাোটকে স্নেহ করে। সামর্থবান দূর্বলকে সহায়তা করে। আর এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় ব্যক্তির মর্যাদা। এর মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব।।

.

যেখানে হয় না হিংসা-বিদ্বেষ কিংবা শত্রুতা ও প্রতিহিংসার চর্চা। সবাই একে অপরকে ভালাোবাসে শুধু আল্লাহর জন্য। যদি ঘৃণা করে, তাও আল্লাহর জন্য। যেখানে হৃদয়ে হৃদয়ে হয় ঈমান ও বিশ্বাসের অনুশীলন। ফলে সবাই আল্লাহর জন্য বিনম্র হয়। তারা হয় হিংসা ও প্রতিহিংসার আবর্জনা থেকে স্বচ্ছ ও পবিত্র। তাদের আচরণ-উচ্চারণ হয় আল্লাহর আদেশ নিষেধের ভিত্তিতে। আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেন, তারা তার সম্মান রক্ষা করে। আর যাকে লাঞ্ছিত করেন, তার সঙ্গে তাদের আচরণও হয় তেমন।

কুরআনের ভাষায়-

.

"তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও সদয় এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর ও নির্দয়।"

.

তাওয়াযু ও নম্রতাই তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। নিজেদের দৃষ্টিতে যদিও তারা অতি সামান্য, কিন্তু মানুষ ও মানবতার দৃষ্টিতে তারা অসামান্য, সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

.

'যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি.।' নামটি শুনলেই স্মৃতিপটে ভেসে উঠে প্রাণোচ্ছল এক আনসারী যুবকের ছবি। যিনি জ্ঞান-গরিমায় ও মান-মর্যাদায় কোন দিকেই বা কম ছিলেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় ওহীর লেখক ছিলেন। ছিলেন নববী যুগের শ্রেষ্ঠ চার হাফেযে কুরআনের একজন। কুরআনে কারীম সঙ্কলনের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। চোখের সামনে ভেসে উঠে তার সেই অবিরাম ও নিরলস চেষ্টার প্রতিচ্ছবি। মনে পড়ে সে কথাও, প্রথম দুই খলীফার আমলে যখন তাঁকে সঙ্কলনের দায়িত্ব দেওয়া হলো, আর তিনি বলেছিলেন আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) আমাকে বাধ্য করেছেন, তা তো আমার কাছে এতটা কঠিন, যতটা কঠিন নয় পাহাড়কে আপনস্থান থেকে সরিয়ে ফেলা।

.

আবার তিনিই তৃতীয় খলীফা উসমানের যুগে, কুরআনে কারীমের পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন ও কপিকরণের ক্ষেত্রে ছিলেন মূল তত্ত্বাবধায়ক। সে যায়েদকেই দেখা যায় সাহাবীদের শ্রেষ্ঠ উলামা, বিজ্ঞ ফুকাহা ও ফতোয়াদানকারীদের কাতারে।

*

এভাবে মনে পড়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কথা (রা.)। মনে পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাইয়ের কথা। রাসূল তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে দুআ করেছিলেন- "হে আল্লাহ! একে কুরআনের সকল ইলম দান করো।" তাই তো তিনি হলেন আল্লাহর কিতাবের তাফসীর ও ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাঝে সবচে' বড় আলিম। কুরআনের ভাষ্যকার। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠে উমরের দরবারে বড় বড় সাহাবীদের সঙ্গে বসে আছে ঐ একটি যুবক।

*

আবার যায়েদ ও ইবনে আব্বাস রাযি. উভয়কে যখন একই সঙ্গে স্মরণ হয়, মনে পড়ে যায় যায়েদ রাযি.-এর মৃত্যুদিবসে আবু হুরায়রার সে বিখ্যাত উক্তি, 'হায়! এ উম্মাহর মহাজ্ঞানীর মৃত্যু হয়ে গেলো! আশা করা যায় ইবনে আব্বাসই হবেন। তাঁর উত্তম স্থলাভিষিক্ত।

.

এ দু'মহান ব্যক্তির কাছেই আমরা শিখতে পারি, বড় হয়েও কিভাবে বড়কে সম্মান করতে হয়। মর্যাদাবান হয়েও কিভাবে অন্যকে মর্যাদা দিতে হয়। আম্মার ইবনে আবী আম্মার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. একদিন বাহনে আরোহণ করতে চাইলেন। তখন ইবনে আব্বাস (রা.) এসে। বাহনের দু'পাশের পা-দানী পেতে ধরলেন! যায়েদ (রা.) বলে উঠলেন, আরে আরে আপনি এ কী করছেন হে রাসূলুল্লাহর চাচাত ভাই! তিনি উত্তর দিলেন, আমাদের বড়দের সঙ্গে, উলামা ও আকাবিরের সাথে এমনটা করতে আমরা তো আদিষ্ট।

.

তখন যায়েদ রাযি. বললেন, আচ্ছা, আপনার হাতটা দেখি তো! তিনি হাত প্রসারিত করলেন। এবার যায়েদ (রা.) তার হস্তে চুমু খেয়ে বললেন, আমাদের নবী পরিবারের সঙ্গে এমনটা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

.

#KnowYourHeroes

#ZayedRA #IbnAbbasRA

.

তথ্যসূত্রঃ সাহাবীদের অন্তদৃষ্টি

খায়বার যুদ্ধে...

.

দু'পক্ষের লড়াই চলছে অব্যাহত। জয়-পরাজয়ের কোন আভাস নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ঘোষণা দিলেন- 'আগামীকাল আমি এমন একজনকে যুদ্ধের ঝাণ্ডা অর্পণ করবো, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের নিশ্চিত বিজয় দান করবেন। সে যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। আল্লাহ ও রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।

.

সাহাল ইবনে সা'দ রাযি. বলেন, বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে আমাদের সারারাত কেটে গেলো। কে হবেন সে মহাসৌভাগ্যবান? কার হাতে শোভা পাবে আগামীকাল ইসলামের ঝাণ্ডা? অপেক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে পূর্ব দিগন্তে প্রভাতসূর্য উঁকি দিলো। একে একে সবাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চারপাশে সমবেত হলো। সকলেরই বুকভরা আশা, আমিই যেন হই সে ব্যক্তি! আমার জন্যই যেন সত্য হয় রাসূলের সেই উক্তি !!

.

নিশ্চুপ মজলিস। সকলে তাকিয়ে আছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মুখপানে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ বুলালেন পুরো মজলিসে। নীরবতা ভেঙ্গে দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, "কোথায় আমার আলী? কোথায় আলী ইবনে আবী তালিব ?" (বুখারীঃ ৪২১০, মুসলিমঃ ২৪০৬)

.

আলী (রা.) দাঁড়ালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত হলেন।

.

একেকজন সাহাবী আকাশের নক্ষত্র। তাঁদের ঈমান সব ধরনের খুঁতমুক্ত, নির্ভেজাল। সকলের অন্তরাত্মা আল্লাহ ও রাসূলের ভালাোবাসায় সিক্ত। তাই আজ প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে এ আশা পাোষণ করা মাোটেও অমূলক নয় যে, 'আমিই এর উপযুক্ত। আমিই আজকের ঝাণ্ডাবাহী হওয়ার যথাযাোগ্য।'

.

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কি সে আশা করতে পারেন না? হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) কি আশায় বুক বাঁধতে পারেন না? হযরত বুরায়দা ইবনুল হাসীবও (রা.) কি তার স্বপ্ন দেখতে পারেন না? হ্যা, প্রত্যেকেই পারেন সে আশা করতে। এমন প্রত্যাশা করা যে আজ সবাইকেই সাজে।

.

হযরত বুরায়দা রাযি. বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ছিলাো। যার ভিত্তিতে সবাই আজকের এ 'মর্যাদা' লাভের জন্য উৎসুক ছিলেন। আমি বুরায়দাও সে আশায় বুক বেঁধেছিলাম।'

.

সাফল্য আজ আবু তালিব-পুত্রের ললাট চুম্বন করেছে। সৌভাগ্য আজ তাকেই সঙ্গ দিয়েছে। আকাশের বারিধারা তাকেই সিঞ্চিত করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাসাক্ষ্য আজ তাঁর পক্ষেই এসেছে। তিনি পেয়ে গেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিখুঁত ভালাোবাসার স্বীকৃতিটাও। সবচে' বড় কথা, দুনিয়াতে নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 'তাকে'ও ভালাোবাসেন কি-না? সেই অজানা সৌভাগ্যের সুসংবাদটাই লাভ করলেন আজ তিনি। এমন একটি

সুসংবাদ, এমন একটি স্বীকৃতি, প্রতিটি মু'মিন হৃদয়েরই অভিব্যক্তি। প্রত্যেক মুসলিম জীবনের মহা আকুতি। চির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

.

সেদিকে ইঙ্গিত করেই সম্ভবত আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছিলেন, 'মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভালোবাসে- এতে তো বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং মহাবিস্ময় তো এই যে, তিনিও তাদের ভালোবাসেন।

.

#KnowYourHeroes

#AliRA

.

তথ্যসূত্রঃ সাহাবীদের অন্তদৃষ্টি (পৃষ্ঠা ২৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরেই তার প্রতিপালন। শৈশব থেকে ইসলামী পরিবেশেই তার বেড়ে ওঠা। মূর্তি ও মূর্তিপূজারী দেখেছেন বটে , কিন্তু আল্লাহ তাকে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করেছেন। তাইতাে কখনােই মূর্তিপ্রতিমারা তার কাছে পায়নি ভক্তি-শ্রদ্ধার একটা ঠোকরও। পুরাে জীবনেই ছায়ার মতাে লেগে ছিলেন নবীজীর সঙ্গে। নবীজী নিজ কন্যা ফাতেমার (রা.) বিয়ের জন্য নির্বাচন করেন তাকে। যেন তাদের উভয়ের মাধ্যমে পরবর্তীতেও নবীজীর বংশধারা অব্যাহত থাকে।

.

ছিলেন রণাঙ্গনের দক্ষ লড়াকু সৈনিক। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধিকারী একজন সফল সেনাপতিও। যার নেতৃত্বেই মুসলমান অনেক ভূখণ্ডে অসংখ্য জনপদে বিজয় অর্জন করে। ছিলেন বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ আলিম। শরীয়তের সকল জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের সমাধানে অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। মানুষের আশা ও আশ্রয়স্থল। রাত -দিনের বিনম্র ইবাদাতগুর। ইবাদতের জন্য রাতের অন্ধকারও ছিলাে যার কাছে দিনের আলাের মতাে পরিচিত।

.

উপরন্তু যুবকদের মাঝে সর্বপ্রথম মুসলমান, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন, আল্লাহর পথে অবিরাম সাধনা-সংগ্রাম, জীবনের শেষ পর্যন্ত রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন -এ সবই যার একক বৈশিষ্ট্য, তিনিই হলেন আবু তাোরাব আলী ইবনে আবী তালিব রাযি.। সব ক্ষেত্রেই রয়েছে তার অগ্রগণ্যতা। রয়েছে দীর্ঘ জীবনের সাধনা। তিনি অর্জন করেছেন আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে নিঃসীম বিদগ্ধতা। ও গভীরতা। স্বত্ত্বাজুড়েই ছিলাে তার ইবাদত-নিমগ্নতা। উত্তম চরিত্রের সবটাই যেন জমা হয়েছে তার ভাগ্যকুটিরে। এই যে এতসব গুণ! তা শুধুই এক আলী ইবনে আবি তালিবের বৈশিষ্ট্য।

.

অথচ সে আলী'ই আজ মনে-প্রাণে এ আশা করছেন যে, হযরত উমরের (রা.) মতাে আমল নিয়ে যদি আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে পারতেন!

তাহলে কেমন ছিলাে উমরের (রা.) আমল?

.

বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে ইবনে আব্বাস রাযি . থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

আহত অবস্থায় উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে খাটিয়ায় রাখা হলাে, ইহুদী আবু লু'লুআর খঞ্জরাঘাতে তাঁর ইন্তেকাল হচ্ছে। লাকেরা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। ইতিমধ্যে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। লাকেরা কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করছে। তাঁর গুণাবলী আলাচেনা করছে। আল্লাহর কাছে দুআ-মুনাজাত করে যাচ্ছে। আমিও ছিলাম তাদের সাথে। তখনাে তার দাফন সমাপ্ত হয়নি।

.

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, তাকিয়ে দেখি 'আলী'! তিনি উমরের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আজ আমি আমার জীবনের সবচে' প্রিয় মানুষটিকে হারালাম। আপনার পরে আমার জন্য এমন কাউকে রেখে যাননি, যার মতাে আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবাে। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবাে। আল্লাহর কসম! আমার বিশ্বাস, আল্লাহ আপনাকে আপনার দুই সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত করবেন। কারণ আল্লাহর রাসূলকে (সা.) আমি বহুবার বলতে শুনেছি- "আমি পৃথিবীতে এসেছি আবু বকর ও উমরসহ। আবার যাবাে আবু বকর ও উমরসহ এবং কেয়ামতে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবাে আবু বকর ও উমরসহ। "

তাই আমি আশা করি বরং বিশ্বাস করি, আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই তাদের সঙ্গী বানাবেন।

.

হ্যা, প্রকৃত মানুষই চিনতে পারে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ! মহৎ লোকেরাই খুঁজে ফিরে মাহাত্বের পরিচয়!!

.

#KnowYourHeroes

#UmarRA #AliRA

.

তথ্যসুত্রঃ সাহাবীদের অন্তদৃষ্টি (পৃষ্ঠা ১৯)

উম্মাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি

.

'আমানত' একটি পারিভাষিক শব্দ। যার অধীনে সকল প্রশংসনীয় গুণাবলী এসে যায়। এ জন্যই তাে যৌবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপাধি হয় 'আল-আমীন'। যা 'আমানাহ' শব্দমূল থেকে উদ্গত। সুতরাং বুঝা যায়, শব্দটি ব্যাপক অর্থবাোধক।

.

সততা ও সত্যবাদিতা, স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতা এবং বদান্যতা ও মানবিকতা ইত্যাদি সব ধরনের গুণই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত খাদীজা রাযি. প্রিয় নবীজীর চরিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন 'আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। অসহায়ের বাোঝা বহন করেন। অনাথ নিঃস্বকে দান করেন। উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। মেহমানের মেহমানদারী করেন। সত্য-ধর্মের পথে লাোকদেরকে সাহায্য করেন।'

.

আর যদি কোন ব্যক্তির ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের মুখেই এমন বিবরণ প্রকাশ পায়? যিনি ছিলেন মহা সত্যবাদী ও পরম বিশ্বাসী। যিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কখনাো কোন কথা বলতেন না। তাহলে তা হবে সে ব্যক্তির ব্যাপারে সবচে বড় স্বীকৃতি , অনেক বড় পদবী এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা। যে মর্যাদার প্রতি বিপুল উৎসাহের সঙ্গে চেয়ে থাকে অসংখ্য চোখ। যে মর্যাদা অর্জনে ভীড় জমায় শত শত লাোক।

.

একবার রাসূলের দরবারে নাজরানের একটি প্রতিনিধিদল এসেছিলো।

যারা ছিলাে খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী। রাসূল (সা.) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ঈসা আ. সম্বন্ধে তাদের সাথে কিছুটা কথা কাটাকাটিও হয় রাসূলের (সা.)। আর ঠিক তখনই সূরা আলে ইমরান-এর শুরুর দিকের প্রায় আশিটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

.

"আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতাে। আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন। তারপর তাঁকে বলেন, 'হয়ে যাও'। ফলে সে হয়ে যায়। সত্য সেটাই যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। সুতরাং আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনার কাছে। (ঈসা আ. সম্পর্কে) যে সঠিক জ্ঞান এসেছে, তারপরও যারা এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে বলুন- এসাে, আমরা ডেকে আনি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তােমরা তােমাদের সন্তানদেরকে। আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে এবং তােমরা তােমাদের স্ত্রীদেরকে। আমরা আমাদের নিজ লােকদেরকে আর তােমরা তােমাদের নিজ লােকদেরকে। তারপর আমরা সবাই মিলে আল্লাহর সামনে অনুনয়

বিনয় করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত পাঠাই।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৫৯-৬১)

.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদেরকে 'মুবাহালার' আহ্বান করেন। কিন্তু তারা তা থেকে বিরত থাকলাে। এবং নিজেদের ধর্মের অনুসারী থেকেই 'জিযিয়া-কর' প্রদানে সম্মত হলাে। এরপর তারা রাসূলের কাছে তার সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন বিশ্বস্ত লােককে তাদের সঙ্গে পাঠানাের আবেদন করলাে। যে তাদের মাঝে ফায়সালা করবে এবং তা বিরাোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দিবে।

.

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, 'আমি তোমাদের কাছে একজন পরম বিশ্বস্ত ও আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠাবো।'

.

এ ঘোষণা শোনার পর সকল সাহাবী অধীর হয়ে পড়লেন! সকলেই এ আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলেন- আমিই যেন হই সে ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোথায় আবু উবায়দা! আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) কাছে এসো! তিনি এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ হলো এ উম্মাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি। (বুখারী- ৪৩৮০, মুসলিম-২৪১০)

.

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কখনো আমার এতটা প্রিয় ছিলো না, সেদিন যতটা প্রিয় ছিলো রাসূলের সে উক্তির অধিকারী হওয়া। মনের আকুতি বুকে চাপা দিয়ে যোহরের নামাযে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন। সালাম ফিরিয়েই ডানে-বামে তাকালেন। রাসূলের (সা.) দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি মাথা তুলে তাকাতে থাকলাম। তিনিও চোখ তুলে তাকাতে তাকাতে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে দেখতে পেলেন। তাকে ডেকে বললেন, 'আবু উবায়দা! এদের সঙ্গে যাও, তাদের মাঝে যথাযথ ফায়সালা করবে। তাদের ঝগড়াঝাটি ও মতবিরোধের নিরসন করবে। উমর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হায়! তাহলে আবু উবায়দাই এ সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন!

.

এ আবেগ-আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা শুধু উমরের (রা.) একার ছিলো না। সকল সাহাবীরই এ প্রত্যাশা ছিলো- তিনিই যেন হতে পারেন সে ব্যক্তি। যখন সে ভাগ্যবান ব্যক্তিটি সবারই অজানা, তাহলে শুধু উমর (রা.) কেন, মুসলমানদের মাঝে আবু উবায়দার মতো হওয়ার প্রত্যাশী অসংখ্য থাকবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক কথা।

.

আবু নাজীহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তার সঙ্গীদের বলেছিলেন, তোমরা এমন মর্যাদার প্রত্যাশী হও; হওয়া উচিৎ। তবে শোনো, আমার যা আশা ও প্রত্যাশা, তা হলো- আমি চাই এমন এক মানবপ্রাসাদ, যা থাকবে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহর (রা.) মতো অসংখ্য লোকে লোকারণ্য। একজন বলে উঠলেন, তাহলে তো ইসলামে আর কোন অসম্পূর্ণতাই থাকে না! উমর (রা.) বললেন, হ্যা, এটাই আমি চাই।

.

আশা-প্রত্যাশা তা-ই হওয়া উচিৎ, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির কারণ হবে।

.

#KnowYourHeroes

#UmarRA #AbuUbaidahRA

.

তথ্যসূত্রঃ সাহাবীদের অন্তদৃষ্টি (পৃষ্ঠা ২১)

কাফেলা যাত্রাবিরতি করলাে। সবার জিনিসপত্র নামানাে হলাে। সবাই ক্লান্ত। শ্রান্ত। সময় প্রায় শেষের দিকে। একসাথে আদায় করা হলাে নামায। এখন কোমর সাে্জা করার মতাে চাই এক লাে্কমা খাবার। কিংবা চাই ক'টা খেজুর। এর পর চললাে ঘুমের প্রস্তুতি। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এখন যে ঘুমাতে হবেই। সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন সবাই। পায়ে হেঁটে হেঁটেই। বাহন যদিও বা ছিলাে, ক'জনই বা তার ভাগ পেয়েছে ? সেখানেও আবার একা একা সব দখল করে নয়। ভাগাভাগি করে একে অন্যকে প্রাধান্য। দিয়েই।

.

তাবুক থেকে মদীনায় ফেরার পথ এটি। এখানেই কাফেলা যাত্রাবিরতি করে। সামনে এখনাে বাকি অর্ধেক বা তারও বেশি পথ। অন্ধকার ঘণিভূত হয়ে এসেছে। চারিদিকে ছেয়ে আছে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সকলের মনেই একটু স্বস্তির আকুতি। যেন দেহ মনে উদ্যম ফিরে আসে। আগামীকালের সফরটা যেন সুন্দর। ও সুগম হয়।

.

বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে মুসলিম সৈন্যবাহিনী। বাহিনীর এক পাশে। কিসের যেন নড়াচড়া হচ্ছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে একটি মশালও।

.

মধ্যরাত। কোন এক প্রয়াে্জনে জেগে উঠেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.। দূর থেকে দেখলেন সেই মশাল। চোখেমুখে কৌতূহল। সন্ধানী দৃষ্টিতে দু'এক কান করে এগুচ্ছেন। কী হচ্ছে ওখানে ? একটু দেখে আসা যাক। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. নিজেই তার বিবরণ দিচ্ছেন-

.

আমি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মধ্যরাতে কোন এক প্রয়াোজনে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। হঠাৎ সৈন্যবাহিনীর একদিকে একটি মশাল দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে আমি তার কাছে পৌঁছে গেলাম। আরে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সঙ্গে আছেন আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)! সামনে আব্দুল্লাহ আল মুযানীর লাশ!! লাোকমুখে যিনি 'যুলবিজাদাইন' (দুই ডাোরাকাটা চাদরওয়ালা) নামে পরিচিত। সকলে তাঁর জন্য কবর খনন করছেন। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবরের গর্তে! আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.), আব্দুল্লাহর লাশ এগিয়ে দিচ্ছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, 'তাোমাদের ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসাো।' দু'জনে তাঁকে এগিয়ে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাকে কবরে শুইয়ে দিলেন। কাফনের বাঁধন খুলে দিয়ে দুআ করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।'

.

একথা শুনে নিজের অজান্তেই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলে উঠলেন, 'হায়! আমিই যদি হতাম এ কবরের অধিবাসী!

.

ক্ষণিকের এ দুনিয়া থেকে একজন মুসলিম বিদায় নিচ্ছেন, আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন, তার জন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করছেন। এটাই তাো মুসলিম জীবনের সবচে' বড় পাওয়া। প্রথম যুগের প্রত্যেক মুসলিমই এমনটি কামনা করতেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এর জন্য অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকতেন। তাইতাো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বিষয়টা আর বুকে চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না। মু'মিন-হৃদয়ের চির কাঙ্ক্ষিত

উচ্চাশার সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে গেলেন। রেখে গেলেন উম্মাহর সামনে এক অপূর্ব শিক্ষা।

.

#KnowYourHeores

.

তথ্যসূত্রঃ সাহাবীদের অন্তর্দৃষ্টি (পৃষ্ঠা ১৬)

কুরাইশী কাফেলা যাচ্ছে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে। মুসলিম বাহিনী দ্রুত বেরিয়ে পড়ে তাদের পশ্চাতে। কারণ, এই কাফেলার কাছেই ছিলাে মুসলমানদের সেসব অপহৃত ও লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ, যা তাঁরা মক্কায় ফেলে আসেন। আর মুশরিক কুরাইশরা সেগুলাে লুণ্ঠন করে নিয়ে নেয়।

.

মুসলমানদের সংখ্যা অনেক। তিনশ'রও বেশি। অপরদিকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফেলার লাকসংখ্যা মাত্র চল্লিশ। তাদের লক্ষ্য ছিলাে কুরাইশী কাফেলা। আবু সুফিয়ানসহ সকলকে বন্দি করা। এদিকে সবাই আনন্দে আত্মহারা। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সুসংবাদ দিলেন, 'হতে পারে আল্লাহ তাাদেরকে কাফেলার সকল সম্পদ গনীমত হিসাবে দান করবেন।

.

কিন্তু হঠাৎ পুরাে পরিস্থিতিই পাল্টে যায়। কাফেলা যে শুধু নিষ্কৃতি পেয়ে যায় তা-ই নয়। বরং মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ফেলে এক হাজার সশস্ত্র যােদ্ধা, যারা সব ধরনের যুদ্ধসামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। যারা যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই বের হয়েছে।

.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে জরুরী বৈঠকে বসলেন। এ মুহূর্তের করণীয় সম্পর্কে কার কী অভিমত, জানতে চাইলেন। উপস্থিতদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ দাড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলালাহ। আল্লাহ আপনাকে যা আদেশ করেছেন, আপনি তা পূর্ণ করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি, আপনার সঙ্গেই থাকবাে। আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে কখনাে এমন কথা বলবাে না, যেমনটা বলেছিলাে বনী ইসরাঈল মূসা আ.কে-

.

'আপনি আর আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন! আমরা (এখানে আছি) এখানেই বসে থাকবো!" বরং আমরা বলবো, আপনি ও আপনার প্রতিপালক চলুন, যুদ্ধ করুন। আমরাও আপনাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করে যাবো। শপথ সে স্বত্বার, যিনি সত্যসহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি আমাদেরকে সুদূর "বারকুল গামাদ" পর্যন্তও নিয়ে যান, আমরা আপনার সঙ্গেই থাকবো। আমরা লড়াই করতে করতেই সেখান পর্যন্ত পৌছে যাবো ইনশাআল্লাহ।" (সীরাত ইবনে হিশামঃ ১/৬১৫)

.

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাযি .। তার বক্তব্য শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি এতে খুবই আনন্দিত হলেন। (বুখারী ৩৯৫২)

.

এমন মর্মস্পর্শী এবং আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় অন্যদের ইর্ষা হওয়ারই কথা। বিশেষ করে তা যখন এমন সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির উৎস বলে প্রমাণিত হয়।

.

সেই সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ও তখন মিকদাদ রা. কে অনেক ঈর্ষা করেন। তিনি মনেপ্রাণে এ আকাঙ্ক্ষা করেন যে, যদি তিনি তার স্থানে হতে পারতেন! তিনি নিজেই তার বিবরণ দিচ্ছেন, "আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে এমন এক ভূমিকায় পেয়েছি যে, সে ভূমিকায় যদি আমি হতাম, তবে তা দুনিয়ার সবকিছুর তুলনায় আমার কাছে প্রিয় হতো। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন, তখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের

জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। তা শুনে মিকদাদ বললেন, আমরা আপনাকে এমন কথা বলবাে না, যেমনটা মূসা আ.কে তাঁর সম্প্রদায় বলেছিলাে...।

.

শুধু ইবনে মাসউদ রা. নয়। এমন ঈর্ষা সকল আনসারী সাহাবীরই হয়েছিলাে। সকলের মনেই আকুতি জেগেছিলাে, যদি তাঁরাও এভাবে বলতে পারতেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ ধরনের প্রতিযাোগিতা ছিলাে তাদের মধ্যে। সবাই চাইতেন আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করতে। সবাই কামনা করতেন আল্লাহর রাসূলকে আনন্দিত করতে।

.

বক্তব্যটি ছিলাে হযরত মিকদাদের। কিন্তু তা ছিলাে সকলের পক্ষ থেকে। কারণ, তিনি আল্লাহর রাসূলের ভালাোবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার ক্ষেত্রে সকলের মনের অবস্থা ভালাোভাবেই জানতেন।

.

এমন সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে এত চমৎকারভাবে কথাটা ব্যক্ত করার তাওফীক আল্লাহ তাকেই দান করেছেন। তথাপি অন্য সকল সাহাবীকে দান করেছেন তা বাস্তবায়ন করে দেখানাোরও তাওফীক। বলা বাহুল্য, সব সময় তাদের কথা ও কাজ হতাো অভিন্ন। মুখে যা বলতেন, কাজেও তা প্রমাণ করে দেখাতেন।

.

ইবনে মাসউদের জন্যই যথার্থ, তিনি আজ মিকদাদকে ঈর্ষা করবেন। আল্লাহ প্রদত্ত এ মর্যাদায় তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হবেন! আর প্রত্যেক মুসলিমের জন্যও কর্তব্য যে, আল্লাহ তাআলা সাহাবীদেরকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তাতে ঈর্ষাকাতর

হওয়া। এ আকাঙ্ক্ষা অন্তরে লালন করা যে, যদি আমিও হতে পারতাম তাদের মতো!

.

#KnowYourHeroes

.

তথ্যসূত্রঃ সাহাবীদের অন্তর্দৃষ্টি (পৃষ্ঠা ১৭)

ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ' ইখলাস বিহীন আমলের নমুনা ঐ মুসাফিরের মতো, যে একটি ময়লা পানি ভর্তি পাত্র বহন করছে, এই পাত্রটি বহন করতে সে অনেক কষ্ট করে কিন্তু পানিতে ময়লা থাকায় এটা তার কোন উপকারে আসে না"। চমৎকার তুলনা। আসলেই ময়লা পানি যেমন আমাদের কোনো কাজে লাগে না, তেমনি ইখলাস বিহীন আমলও আমাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

.

দাউদ ইবনে আবি হিন্দ চল্লিশ বছর যাবত সিয়াম রেখেছিলেন, অথচ তার স্ত্রীও এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি পশমের কাপড় বানাতেন। প্রত্যেক দিন তাঁর স্ত্রী খাবার তৈরি করতেন এবং দাউদ কাজে বের হওয়ার সময় তার সাথে ঐ খাবার দিয়ে দিতেন। আর দাউদ বাজারে গিয়ে খাবারটি একজন গরীব মানুষকে দিয়ে দিতেন এবং মাগরিবের পর বাসায় ফিরে তার স্ত্রীর সাথে খাবার খেতেন অর্থাৎ ইফতার করতেন। বাজারের লোকজন ভাবত যে তিনি তার স্ত্রীর সাথে খাবার খেয়ে এসেছেন আর তার স্ত্রী ভাবতেন তিনি বাজারে গিয়ে তার তৈরি করে দেয়া খাবার খাবেন। কিন্তু দাউদ সিয়াম রাখতেন আর সাথে করে আনা খাবার একজন গরীব লোককে দিয়ে দিতেন। সুবহানআল্লাহ! এটাই তো ইখলাস। শুধু তই নয়, তিনি বিশ বছর ধরে কিয়ামুল লাইল করেছেন, কিন্তু তার স্ত্রী এটাও কখনো জানতে পারেননি।

.

আইয়্যুব আস সাখতিয়ানি (রহ.) সারারাত নামাজ পড়তেন আর ফজরের কিছুক্ষণ আগে থেকে কিছুটা আওয়াজ করে কুর'আন তিলাওয়াত করতেন, যাতে মানুষ মনে করে যে তিনি ফজরের কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠেছেন, অথচ তিনি সারারাতে একটুও ঘুমোননি।

হাসান ইবনে আবি সিনানের (রহ.) স্ত্রী বলেছেন "আমার স্বামী প্রায়ই আমার সাথে চালাকি করে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন, যেমনটি আমরা আমাদের বাচ্চাদের চালাকি করে ঘুম পাড়িয়ে দেই, আর যখনই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম তখন তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার হাসানের স্ত্রী তাকে নামাজ পড়তে দেখে ফেললেন আর বলে উঠলেন, 'আবু আব্দুল্লাহ! কেন নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন? নিজের উপর একটু রহম করুন'। আবু আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন, 'কী বোকার মতো কথা বলছ! তুমি আমাকে দুনিয়াতে ঘুমাতে বলছ! আমি অবশ্যই ঘুমাব, বিশ্রামও নেব। কিন্তু সেদিন, যেদিন আমাকে আর ঘুম থেকে উঠতে হবে না'।

.

আলী ইবনে আবি তালিবের (রাঃ) নাতির ছেলে, যাইনুল আবিদীন দশ বছর ধরে মদীনার গরীব লোকদের খাবার দিতেন কিন্তু কেও জানতে পারত না কে তাদের খাবার দিচ্ছে। প্রতিদিন সকালে তারা বাড়ির সামনে খাবার পেত। শেষ পর্যন্ত যাইনু আবিদীন মারা গেলে তারা বুঝতে পারল যে তিনিই তাদের খাবার দিতেন, কারণ তিনি মারা যাবার পর তাঁদের বাড়ীর সামনে খাবার আসা বন্ধ হয়ে গেল। পরে যাইনুল আবেদীনকে (রহ.) গোসল করানোর সময় তারা তাঁর পিঠে অনেক দাগ দেখতে পেল, এই দাগগুলো আসলে গরিবদের জন্য খাবার বহন করতে করতে তার পিঠে বসে গিয়েছিল।

.

আল-আ'মিশ (রহ.) বলেন, আমি ইব্রাহীম আন নাখা'ইর (রহ.) কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি কুর'আন পড়া শুরু করেছেন এবং একটানা পড়েই যাচ্ছেন। কিন্তু অন্য কেউ আসার সাথে সাথে তিনি কুর'আন পড়া বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রাখতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আমি তার এই গোপন আমলের কথা কাউকে বলব

না। তাই আমাকে বলতেন, "আমি চাইনা লোকজন আমাকে কুর'আন পড়া অবস্থায় দেখুক।"

.

এই সব নেককার ব্যক্তি আর যারা আল্লাহর রাস্তায় এক বিন্দু ঘাম না ঝরিয়েও নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে ব্যস্ত, তাদের মধ্যে কতই না পার্থক্য! যারা সাধারণ একটি খুতবা দিয়ে, অল্প কিছু এতীমের ভরণপোষণ দিয়েই গর্ব করে বেড়ায়। পাঁচ মিনিটের হালাকা করে, রমাদানে দুই তিনবার তারাবির নামাজে গিয়েই বুক ফুলিয়ে চলে। মূলত তাদের এ সকল কাজে কোনো ইখলাস বা আন্তরিকতা থাকে না। যারা তাঁদের আমলকে নিজেদের গুনাহের মতই গোপন রাখে, মূলত তাঁদের আমলই ইখলাসপূর্ণ হয়, আর দিনশেষে এ ধরনের আমলই বেশী কার্যকর।

.

ধূলিমলিন উপহারঃ রামাদান

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল

- Brother Shajid Islam

.

#KnowYourHeroes

আমাদের জন্য ইযযাহর শিক্ষা আছে সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসের (রাঃ) দৃষ্টান্তে। তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি কি তোমার বাপ দাদা, পূর্বপুরুষের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ গ্রহণ করবে? যদি তুমি তাই করো, তোমার মত যদি তুমি না বদলাও, তাহলে জেনে রাখো, আমি মরে যাবো, কিন্তু খাবোও না, পানিও পান করবো না, ছায়ার মধ্যেও বসবো না। আমি মারা গেলে তুমি অনেক কষ্ট পেয়ে মরবে, কেননা আমার এই মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী থাকবে।'

.

সাদ ইবনে ওয়াক্কাস ছিলেন খুবই মাতৃভক্ত আর দায়িত্ববান সন্তান। প্রথমে তিনি মা'কে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল না হওয়ায় ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন, যা ছিল সম্মান আর মর্যাদার পথ। মা'কে বললেন, 'মা, বসুন, আপনার সাথে কিছু কথা আছে। আপনি ভালো করেই জানেন আমি আপনাকে কতোটা ভালবাসি, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভালবাসা নিয়ে সবাই প্রশংসা করে। আর আপনি এটাও জানেন, আমি আপনার প্রতি কতটা দায়িত্ববান। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখেন, আপনার যদি একশো'টা রুহও থেকে থাকে, সেগুলো একটার পর একটা বের হতে থাকে আর এদের বাঁচানোর একমাত্র উপায় যদি হয়ে থাকে আমার দ্বীন ত্যাগ, তবুও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করবো না। কাজেই, ঘরের ভেতরে আসুন এবং মুখে কিছু খাবার-পানি দিন।'

.

বর্তমানকালের মুসলিম পুরুষদের জন্য মর্যাদার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন একজন নারী। ইসলাম গ্রহণের আগে আবু সুফিয়ান একদিন মদীনায় যান, নবীজির (ﷺ) সাথে কিছু ব্যাপারে আপোসরফা করতে। মদীনায় গিয়ে ঢুকলেন তাঁর মেয়ে উম্মে হাবিবার ঘরে।

.

উম্মে হাবিবা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) স্ত্রী। ঘরে ঢুকে আবু সুফিয়ান যা দেখলেন, তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দেখলেন তার মেয়ে তাকে দেখেই নবীজির (ﷺ) চাদরটি দ্রুত গুটিয়ে নিচ্ছেন যেন সেই চাদরে তিনি বসতে না পারেন।

.

মেয়েকে প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি এই চাদরের যোগ্য নই, নাকি এই চাদর আমার জন্য উপযুক্ত নয়?' তাকে অবাক করে দিয়ে মেয়ে জবাব দিলেন, 'আপনি এই চাদরে বসার যোগ্য নন। আপনি একজন নাপাক মুশরিক।' হতভম্ভ আবু সুফিয়ান মেয়েকে বললেন, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?' না, উম্মে হাবিবা মোটেও পাগল হননি, তিনি জেনেবুঝেই এই কাজ করেছেন। একজন মুসলিম হয়ে মুশরিককে সম্মান দেখাননি, যদিও আবু সুফিয়ান ছিলেন তাঁর পিতা। আর এটাই হলো ইসলামের ইযযাহ।

.

ধূলিমলিন উপহারঃ রামাদান

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল

- Brother Shajid Islam

.

#KnowYourHeroes

আইন জালুতের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান-মান, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে আমূল পরিবর্তন চলে আসে। এর মাধ্যমে কুতুয উম্মাহর হারানো গৌরব এবং উম্মাহর পুরুষদের সাহসিকতা ও পৌরুষ ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাতাররা এসে শয়ে শয়ে মুসলিম হত্যা করছে আর সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে, প্রতিরোধের কথা ভাবতে পারছে না-এরকমটা আর হয়নি। এ যুদ্ধে বিজয়ে মুসলিমদের মনে আল্লাহর প্রতি তাদের আশা ভরসা পুনরুজ্জীবিত করে, কারণ তিনি তাদেরকে বাস্তবে তাঁর সাহায্য দেখিয়েছেন। শত্রুপক্ষ যত বড় আর শক্তিশালীই হোক না কেন, কেউ আল্লাহর পক্ষে থাকলে, বিজয় তার সুনিশ্চিত।

.

"জমীনে কাফিরদের অবাধ গতিবিধি তোমাদেরকে যেনো প্রতারিত না করে। এটা কয়েকদিনের সম্ভোগ মাত্র! তারপর তাদের চূড়ান্ত আবাসস্থল তো জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল![সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১৯৬-১৯৭]

.

মুসলিমরা উপলব্ধি করতে পারলো যে আল্লাহ তাদের সাথে থাকলে তারা জয়ী হবেই। তারা বুঝলো, ইমাম মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় অলস বসে থাকার কোনো মানে নেই-যেমনটা এখনো অনেকে বিশ্বাস করে, তখনও করতো। যখন আল্লাহ কারো জন্য বিজয় ও কল্যাণ চান, আসমান ও জমীনের কোন শক্তি নেই তাকে সেই বিজয় ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

.

যদি আল্লাহ কারো ক্ষতি সাধন করেন তবে তিনি ছাড়া সে ক্ষতি দূর করার আর কেউই নেই, আর যদি তিনি কারো কল্যাণ করেন, (তাহলে সেটাও তিনি করতে পারেন, কেননা) তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান ও কর্তৃত্বশীল। [সূরা আল আন'আমঃ আয়াত ১৭]

.

আজকে তাদের কী পরিণতি হয়েছে দেখুন। যারা আমর ইবন আল আসের (রাঃ) জয় করা দেশে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দেশে, যা ইসলাম দিয়ে শাসিত হয়েছিলো, সেই দেশে তারা বলেছিল, তারা আল্লাহর শাসন চায় না, তারা গণতন্ত্র চায়। তারা বলেছিলো, আল্লাহর আইন দিয়ে মিশর শাসিত হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত জনগণের ভোটের মাধ্যমে ঠিক করা হবে! অথচ, আল্লাহর শাসন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শাসন ইসলামের একটা মূলনীতি, আল্লাহর শরীয়াহ মানুষের ভোটের মুখাপেক্ষী নয়। তারা বলতো, না, ধীরে ধীরে আল্লাহর শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে হবে। তারা বলতো, পশ্চিমা এবং সেকুলারদের বিরাগভাজন হয়ে আল্লাহর শরীয়াহ কায়েম করা ঠিক হবে না। তারা চেয়েছিলো আল্লাহ ছাড়া অন্যদের খুশি করতে। এর ফল কী হয়েছে? এর বিনিময়ে তাদের কপালে জুটেছে অপমান, লাঞ্ছনা আর পরাজয়।

.

ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যাদের তারা খুশি রাখতে চেয়েছিলো, যাদের সন্তুষ্টির জন্যে তারা আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেনি, তারাই এখন সংখ্যায় কোটি কোটি। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এই মুসলিমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেনি, তাই আল্লাহ এবং আল্লাহর অনুসারীরা আজ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এই উম্মাহকে তাওহীদ এর অ-আ-ক-খ শিখতে হবে। আমরা যা আমাদের সন্তানদের বইপত্রে শিখাই, আমাদের নিজেদের তা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে হবে।

.

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তা'আলা তার দায়িত্ব নিয়ে নেন, তাকে রক্ষা করেন, তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে

মানুষের সন্তুষ্টি কিনে নেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে পরিত্যাগ করেন, তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন।

.

ধূলিমলিন উপহারঃ রামাদান

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল

.

- Brother Shajid Islam

.

#KnowYourHeroes #KnowYourDeen #Tawheed

আবু লুবাবাহ'র (রা) কাছে বনু কুরায়যা জানতে চেয়েছিল রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আত্মসমর্পণ করা হলে সম্ভাব্য কী পরিণতি হতে পারে। তখন তিনি গলার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন তাদের মেরে ফেলা হবে। কাজটা করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝলেন, কাজটা ঠিক হলো না। বনু কুরায়যার কাছে ইঙ্গিত দেওয়ার মাধ্যমে একটা গোপন সামরিক তথ্য পাচার হয়ে গেল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়ে গেল।

.

কাজটা যে তিনি খুব ভেবেচিন্তে করেছেন, তা নয়। কিন্তু এই গুনাহর অনুশোচনা তাকে বারবার দংশন করতে থাকে। আবু লুবাবাহ (রা) চাইলে পুরো বিষয়টা রাসূলুল্লাহর কাছে গোপন রাখতে পারতেন। বিষয়টা তিনি চেপে গেলে কেউ কিছু বুঝতোও না, জানতোও না। তিনি চাইলে এভাবেই গোটা জীবন পার করে দিতে পারতেন। মুখে একটা মেকি হাসি ধরে রেখে রাসুলুল্লাহর সাথে এমনভাবে কথা বলতে পারতেন, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু সেটা চাননি। তিনি চেয়েছেন গুনাহ থেকে মুক্তি। তিনি সৎ ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন। তাই বিষয়টা গোপন করার চেষ্টা করলেন না, নিজেই জানিয়ে দিলেন। ফিরে এসে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলে বললেন, 'আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করা না পর্যন্ত আমি নিজেকে মুক্ত করবো না।' খুঁটিতে বাঁধা সেই দিনগুলিতে সালাতের ওয়াক্ত হলে তাঁর স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন, সালাত শেষ হলে আবার বেঁধে দিতেন।

.

এভাবে ছয়দিন পার হয়ে গেল। সপ্তম রাতের কথা, ভোরের দিকে উম্ম সালামাহ (রা.) দেখলেন আল্লাহর রাসূল (সা) মুচকি হাসছেন। তিনি হাসির কারণ জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আবু লুবাবার তওবা কবুল

করেছেন। উম্ম সালামাহ বললেন, 'আমি এই খবরটা তাকে দিয়ে আসি?' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি চাইলে অবশ্যই দিতে পারো!

.

উম্ম সালামাহ মহা উৎসাহের সাথে সুসংবাদ নিয়ে মসজিদে ছুটে গেলেন। আবু লুবাবাহকে বললেন, 'আপনার জন্য সুসংবাদ! আল্লাহ আপনার তাওবাহ কবুল করেছেন!' সাহাবিরা দৌড়ে এসে তার বাঁধন মুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু আবু লুবাবা বললেন, 'নাহ! আল্লাহর রাসূল (সা) ছাড়া এই কাজ কেউ করবে না।'

.

রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন ফজরের সালাতের জন্য বের হয়ে তাঁকে মুক্ত করলেন। মসজিদে নববীতে তওবার খুঁটি নামে একটি খুঁটি আছে। এই খুঁটিতেই আবু লুবাবাহ নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। একটা মানুষ আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য কতটা কষ্ট করতে পারে! অথচ সে তিনি বুঝেশুনে ইচ্ছা করে ভুল করেননি। এটাই হলো সততা, এটাই হলো সত্যিকারের মানুষের সংজ্ঞা। আল্লাহর রাসূল (সা) ছিলেন এই অসাধারণ মানুষগুলোকে তৈরি করার কারিগর।

.

(সীরাহ ২য় খণ্ড, বনু কুরায়যার অভিযান থেকে শিক্ষা, আবু লুবাবাহর তাওবা)

.

কার্টেসীঃ Rain drops

"আল্লাহর ভালাোবাসা পেতে হলে"

.

আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালাোবাসা ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক ভিত্তি। একটি বুনিয়াদী বিষয়। এছাড়া যে ইসলাম হয় না। ঈমানে পূর্ণতা আসে না। ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায় না। ঈমানের শক্তি ও স্বাদ সে -ই তাো শুধু অনুভব করে, যার হৃদয়ে রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিখাদ ভালাোবাসা। যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচে' বেশি প্রিয়। এছাড়া সব কিছুই অতিতুচ্ছ। মশার ডানার চেয়েও হীন।

.

'ভালাোবাসা' বলতে শুধু কিছু তরল আবেগ ও অনুভব-অনুভূতি উদ্দেশ্য নয়। বরং কাজের মাধ্যমে, আনুগত্যের মাধ্যমে সেই পবিত্র আবেগ-অনুভূতির বাস্তব। চিত্রায়ণই উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

.

"হে নবী! মানুষকে বলে দিন, যদি তাোমরা আল্লাহকে ভালাোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করাো। তাহলে আল্লাহও তাোমাদের ভালাোবাসবেন এবং তাোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা

অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান ৩ঃ৩১)

.

সাহাবীগণ সেই ভালাোবাসার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত পেশ করে গেছেন। পৃথিবীকে তার অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে গেছেন। আজও যার উপমা দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

.

বিখ্যাত সাহাবী যায়েদ ইবনুদ দাসিনাহ রাযি. শত্রুর হাতে গ্রেফতার। কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে শত্রুরা অপেক্ষায়। এখনই উড়িয়ে দিবে তার গর্দান। এমন সময় শত্রুপ্রধান আবু সুফিয়ান বলে উঠলাে- "তাোমাকে দোহাই দিয়ে বলছি হে। যায়েদ! শেষ বারের মতাে ভেবে-চিন্তে আমার কথার উত্তর দাও। তুমি কি এটা পছন্দ করাে যে, মুহাম্মদ এখন আমাদের কাছে বন্দি থাকবে? তাোমার স্থানে তাকে হত্যা করা হবে? আর তুমি নিরাপদে তাোমার পরিবারে অবস্থান করবে?

.

এমন আস্পর্ধার কথা শুনে যায়েদ (রা.) রাগে জ্বলে উঠলেন। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! শুনে রাখাে, আমি এক মুহূর্তের জন্য এটুকুও সহ্য করতে পারবাে না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন স্থানে থাকবেন, যেখানে তাঁর পবিত্র দেহে একটি কাঁটার খোঁচাও লাগে! আর এর পরিবর্তে আমি আমার পবিরারে নিরাপদে থাকবাে!"

.

তখন গাোত্রপ্রধান আবু সুফিয়ান মন্তব্য করলাে, সত্যিই এ এক অদ্ভুত বিস্ময়! মানুষ মানুষকে ভালাোবাসে জানি। কিন্তু মুহাম্মদের সঙ্গীরা তাঁকে যেমন ভালাোবাসে, পৃথিবীতে আমি এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাইনি।

.

হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাপ

আলাোচনায় ব্যস্ত। আমর ইবনে মাসউদ সাকাফী ফিরে যাচ্ছিলাো। যাওয়ার পথে কুরাইশদের লক্ষ করে সে বললাো, 'হে আমার সম্প্রদায়! পৃথিবীতে অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে আমি গিয়েছি। প্রতিনিধিদল নিয়ে বিশ্ব-পরাশক্তি কিসরা-কায়সার

ও নাজাশীর দরবারেও গিয়েছি। আল্লাহর কসম! এমন কোন বাদশাহকে কখনোে দেখিনি যে, তার অধীনস্তরা তাকে তেমন সম্মান করে, যেমন সম্মান করে মুহাম্মাদকে তাঁর সঙ্গীরা। মুহাম্মদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদের এমন মর্যাদাপূর্ণ আচরণ সত্যিই পৃথিবীতে এক বিস্ময়।'

.

#KnowYourHeroes

.

তথ্যসূত্রঃ সাহাবীদের অন্তদৃষ্টি (পৃষ্ঠা ২৪)

স্বভাবতই, যখন আপনি উসমান (রাঃ) সম্পর্কে কথা বলেন তখন প্রথম কোন কথাটি আপনার মনে ভেসে ওঠে? তাঁর "হায়া" বা লজ্জাশীলতা; তাঁর “হায়া”র সাথে আসে লজ্জাশীলতা, নম্রতা, ভদ্রতা আর বিনয়।

.

তাঁর সম্পর্কে অন্য যে বৈশিষ্ট্য সামনে আসে তা হল তাঁর উদারতা। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) বলেন আমি একদিন রাসুলুল্লাহ (ﷺ)কে দেখেছি রাতের শুরুতে দু'হাত তুলে রাতের শেষ পর্যন্ত বলতেঃ হে আল্লাহ, আমি উসমানের উপর সন্তুষ্ট। তাই তাঁর উপর আপনিও সন্তুষ্ট হয়ে যান।

.

যুদ্ধের জন্য যখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উসমান (রা)এর কাছে চাইলেন, তিনি কোন ব্যবহৃত জিনিস দেন নি। তিনি দিয়েছিলেন যা আমাদের আজকের হিসেবে সম্পূর্ন বোঝাই অনেক মিলিটারি জিপের সমান। তিনি কিনলেন সবচেয়ে সেরা উটসমূহ। তিনি কিনলেন সর্বোত্তম ঢাল ও তলোয়ারসমূহ। এটা যদি আল্লাহর ভালোবাসার জন্য না হয় তবে তা কীসের জন্য হবে? এই হচ্ছে তাঁর ভালোবাসা আল্লাহর জন্য।

.

উমার ইবনে খাত্তাব (রা) এর সময়ে শান্তি নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ছিল। উমার ইবনে খাত্তাব যখন মারা যান, তখন থেকেই ফিতনা (পরীক্ষা) শুরু হল। তারপর উসমান ইবনে আফফান “খালীফা” হলেন। উসমান ইবনে আফফানকে হত্যা করা হয়। উমার এবং উসমানের হত্যার মাঝে পার্থক্য হল উমারের হত্যা হয়েছিল একজন কাফেরের দ্বারা। আর উসমানের হত্যা হয়েছিল তাদের দ্বারা যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করত। এবং এই কারণেই তা অনৈক্যের দরজা খুলে দিল। আর উসমান (রা) তার সহজতার জন্য তাদের উপর কঠোর পদক্ষেপ নেননি। আর তিনি বলেনঃ আমি কারও এক ফোঁটা রক্তও চাইনা আমার কারণে। কিন্তু তারপরও আলী

(রা) তাঁর সন্তান আল হাসান আর আল হুসাইনকে পাঠালেন উসমান (রাঃ) কে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য।

.

সেই ১৬ই জুলাই, বৃহস্পতিবার দিনে যখন উসমান (রা) কুর'আন পড়ছিলেন... আর তিনি বসা ছিলেন। ৮২ বছরের বৃদ্ধ মানুষটি! তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন আর তিনি আসরের সালাতের সময় নিদ্রা গেলেন। সেদিন তিনি সিয়াম পালন করছিলেন। আর তিনি স্বপ্নে রাসুল (সঃ) কে দেখলেন- তিনি হাসছেন।

.

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে উসমান..."।

তিনি জবাব দিলেন, "হে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)..."।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, "হে উসমান, তারা কি তোমায় খাবার গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে?"

উত্তরে উসমান (রা) বলেন- "হে রাসুলুল্লাহ, তারা আমায় খাবার গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে।"

এরপর রাসুলুল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, "হে উসমান, তারা কি তোমায় আমার মাসজিদে সালাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে?"

তখন তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ (ﷺ), তারা আমায় আপনার মাসজিদে সালাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে।"

"উত্তম খবর, হে উসমান। তুমি আজ রাতে আমাদের সাথে ইফতার করতে যাচ্ছো।"

.

তারা তার ঘরে জোরপূর্বক প্রবেশ করল। তিনি সূরা বাকারাহ পড়ছিলেন। তারা তার মুখমণ্ডলে লোহার রড দিয়ে আঘাত করল রক্ত গড়িয়ে পড়ল কুর'আনে। সুরা বাকারার ১৩৭ নং আয়াতে- "আর তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য সাহায্যকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।"

.

সুবহানাল্লাহ! সেদিন উসমান (রা) শহীদ হন। এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা এতটাই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে। অথচ পরবর্তীতে তাদের প্রত্যেককে পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। যারা তাকে হত্যার জন্য লোহার রড দিয়ে আঘাত করে, যারা ছুরি দিয়ে তার পেট চিরে ফেলে এদের হাত বিকৃত হয়ে যায়।

.

#KnowYourHeroes

#UsmanRA #UthmanRA

স্পাইডারম্যানে একটা কথা ছিলো, 'With Great power; comes great responsibility.'

.

নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেয়া, আর বিশেষ করে নিজেকে যখন কেউ আলীম তথা নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদের উত্তরসুরী পরিচয় দেন, এর চেয়ে সম্মানসূচক কোন কথা পৃথিবীতে নেই।

.

আচ্ছা, আমরা যে এতো বড় দাবী করি এর কি কোন দায়িত্ববোধ আমাদের কাঁধে এসে বর্তায় না!!! না এটি কেবল দাবী করার ব্যাপার, যে দাবী করবে সে'ই সঠিক। কিংবা, এটি কি দাবীসর্বস্ব একটি কাজ, যে দাবী করলেই আমি তা হয়ে গেলাম। আমার আর কোন কিছুই করা লাগবে না!!!

.

আল্লাহ সুবহানুতা'লা বলে,

'মানুষ কি মনে করে তারা বলবে আমার ঈমান এনেছি আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?' - সুরা আনকাবুত-২

.

আমাদের এমন ধারণার প্রতি আল্লাহ সুবহানুতা'লা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। তোমরা কি ভাবো মুখে বলাই যথেষ্ট! তোমাদের কি এর জন্য পরীক্ষা দিতে হবে না!!! পরের আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন,

'আমি অবশ্যই তাদের পরীক্ষা করবো, আল্লাহ অবশ্যই চিনে নিবেন কারা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী আর কারা (ঈমানের দাবীতে) মিথ্যাবাদী।' - সুরা আনকাবুত-২

.

.

তাই নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদের এ পথের উপর যে'ই আছে বলে দাবী করবে তাকে তো সেই পরীক্ষাই করা হবে যা এই পথে যারা ছিলেন তাদের করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ পথের প্রকৃত দাবীদারদের নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদের মতো পরীক্ষা করা হবে।

.

আমাদের জন্য হক্বের মানদন্ড হচ্ছেন নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামগণ। তাঁরা যে সকল দায়িত্ব পালন করেছেন, যে পথে হেঁটেছেন তা'ই হলো হকের পথ, তা'ই হলো সিরাতুল মুস্তাক্বীম। তাই তাঁরা কোন পথে হেঁটেছেন তা জানলে আমরা সহজে বুঝতে পারবো, আমরা নিজেরা কি হক্বের উপর আছি? আর, সেই সাথে তাও বুঝবো কোন মানুষগুলো হক্বের পথে রয়েছে। নবীওয়ালা পথের কিছু বৈশিষ্ট্য হলোঃ

.

.

ঈমান আর কুফরের পার্থক্যকরণঃ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামগণ তাঁদের দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর তাওহীদকে সবার সামনে স্পষ্ট করে তোলে ধরতেন আর কুফরের সাথে পার্থক্য স্পষ্ট করে দিতেন। তাঁরা প্রকাশ্যে তাঁদের দাওয়াত দিতেন যেন সকল মানুষের কাছে ঈমান আর কুফর, তথা হক্ব আর বাতিলের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে আমরা কোন আমলে কোন ফজিলত শোনলেও, কোন আমলে ঈমান ভাঙ্গে এমন শুনি না। তাওহীদের আলোচনা খুব কম হয়, আর হলেও তা পরিপূর্ণ ভাবে হয় না। ধরি মাছ, না ছুঁই পানি টাইপ

আলোচনা হয়। অথচ, নিজেদের নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদের উত্তরসুরী বলতে সময় লাগে না।

.

'আমি প্রত্যেক জাতিতেই রাসুল প্রেরণ করেছি যেন তাঁরা এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং সমস্ত তাগুত থেকে দূরে রাখেন।' - সুরা নাহলঃ৩৬

.

.

সমাজের অধিপতীদের সাথে সংঘর্ষ: প্রত্যেক নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামকে তাঁর সময়কার সমাজের অধিপতীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বাদশাহ নমরুদের সাথে, মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ফিরআউনের সাথে, মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আবু জেহেল-আবু লাহাবদের সাথে।

.

সুরা আরাফ তিলাওয়াত করলে আর তাফসির পড়লে তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন, প্রত্যেক নবীকেই তার সমাজের অধিপতিদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিলো।

.

.

সত্যকে গোপন না করাঃ নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামরা কখনো কোন কিছুর ভয়ে হক্বকে গোপন করতেন না। আমাদের সময়ের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা হক্বকে 'হিকমত', 'ফিতনা হবে', 'দাওয়াতী কাজে সমস্যা হবে-এমন অজুহাত দিয়ে লুকাই। এরপরেও নিজেকে নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস

সালামদের পথের উপর আছি বলে মনে করি। অথচ, দাওয়াতের মূল লক্ষ'ই হলো সত্যকে তুলে ধরা।

.

'নবীর কাজ নয় কোন কিছু গোপন করা।' - সুরা আলে ইমরানঃ১৬০

.

পরীক্ষাঃ তাঁরা সর্বদা পরীক্ষার সম্মুখীন হতেন। আমাদের মতো পেটে চর্বি জমিয়ে বলতেন না, 'এখন মাক্কী জীবন'। একটার পর পরীক্ষা তাঁদের জীবনের অনুষঙ্গ ছিলো। হক্কের উপর আছি কি না বুঝার জন্য এটিও একটি মানদণ্ড বলা যায়।

.

সা'আদ ইবন্ আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে তিনি বলেনঃ

.

"আমি বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! মানবজাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে?

.

'তিনি (সাঃ) জবাব দিলেনঃ 'নবীগণ, অতঃপর সত্যপথ অবলম্বনকারীগণ, অতঃপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের এবং তারপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের মানুষ তার দ্বীনের উপর যতটা শক্তিমান হয় সেই হিসেবে তার পরীক্ষা নেয়া হয় কাজেই যদি তার নিষ্টা এবং তাকওয়া যথেষ্ট থাকে তাহলে তার পরীক্ষা এবং কষ্টের কঠোরতাও বর্ধিত করা হয়; এবং যদি তার নিষ্ঠা এবং তাকওয়া দুর্বল হয়, তবে তার পরীক্ষা ও কষ্টও হালকা হয়- এবং একজন বিশ্বাসীকে

ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জমীনের উপর দিয়ে নিষ্পাপ হয়ে হাটতে থাকে।"- (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

.

.

নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদের পথে আছি কি না বাছাই করার আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। নিজেকে যাচাই করা আর সত্যসন্ধানীদের জন্য আশা করি এতোটুকু'ই যথেষ্ট।

.

.

লিখাটি শেষ করছি একজন শায়েখের উক্তি দিয়ে,

.

'যে কেউ "লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ"-এর বাণী বহন করার দায়িত্ব নেয়ার জন্য অগ্রসর হয় এবং তা এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করে- তবে এই উচ্চ মর্যাদার জন্য তাঁকে কঠোর শাস্তি, পরিশ্রম ও কষ্টের মূল্য শোধ করতে হবে।

.

অতএব, কোথায় আছো তুমি.....

.

এবং এই পথ হলো সেই পথ যাতে আদম (আ) পরিশ্রান্ত হয়েছিল,

.

এবং এর জন্য নূহ (আ)-কে শোকার্ত চিৎকার ও আর্তনাদ বিলাপ করতে হয়েছিল,

.

এবং খলিল (ইব্রাহিম (আ))-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল

.

এবং ইসমাঈল (আ)-কে শোয়ানো হয়েছিল জবাই করার উদ্দেশ্যে

.

এবং ইউসুফ (আ)-কে অতি ক্ষুদ্র মূল্যে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল এবং বন্দী রাখা হয়েছিল বহু বছর ধরে,

.

এবং যাকারিয়া (আ)-কে কাটা হয়েছিল করাত দ্বারা,

.

এবং সতর্কবান নেতা ইয়াহ-ইয়া (আ)-কে জবাই করা হয়েছিল,

.

এবং আইয়ূব (আ)-এর উপর আঘাত হেনেছিল,

.

এবং দাউদের (আ) কান্নাকে বৃদ্ধি করা হয়েছিল,

.

এবং ঈসা (আ)-কে পরিত্যাগ করা হয়েছিল,

.

এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে দারিদ্রতা ও বহু রকমের ক্ষতির শিকার হতে হয়েছিল,

.

.

আর তুমি হারিয়ে আছো অহেতুক আলাপ ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ?'

.

.

.

#MyProphet (saw)

#WhoIsMuhammad (pbuh)

#KnowYourHeroes

#ThePath_of_theProphets (pbut)

.

Courtesy : Brother Mamunur Rashid Kajol

আমাদের আজকের হিরো এই উম্মাতের "আমীন" উপাধি পাওয়া আবু উবাইদা (রা)। ইতিহাসে যাঁর নাম কিয়ামত অবধি সোনার হরফে লিখা থাকবে। দ্বীনের জন্য তিনি যে ত্যাগ করে গেছেন তা ইতিহাসে বিরল!

হিজরী ২য় সালের ১৭ রামাদান। মদীনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিন-পশ্চিমে বদর নামের রুক্ষ মরু প্রান্তর।

.

দ্বৈত যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই যুদ্ধের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো প্রান্তরে। মক্কার কাফির শিবিরের তিন প্রতাপশালী ব্যক্তি ততক্ষণে নিহত। বদলা নেয়ার জন্য মরিয়া তারা। আর এইদিকে মুসলমানরা মহান আল্লাহর উপর পাহাড় পরিমান বিশ্বাস বুকে নিয়ে কাফিরদের উপরে ঝাপিয়ে পড়েছে।

.

আধুনিক যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী শত্রু বাহিনীর জনবলের ৩ গুন জনবল থাকলেই শুধু শত্রুর উপর আক্রমন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয় কোন বাহিনী। কাফিরদের জনবল ১০০০ এর উপরে। সেই হিসেবে মুসলমানদের প্রয়োজন ছিল ৩০০০ জন। অথচ তাঁদের শিবিরের জনবল কাফিরদের ৩ ভাগের একভাগ; মাত্র ৩১৩ জন!

.

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নেতৃত্বে মুসলমানরা মরণ কামড় দিল শত্রুর বুকে। ৪১ বছর বয়স্ক আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাদি আল্লাহু আনহু) অসীম সাহসে যুদ্ধ করে চলেছেন।

.

হঠাৎ তাঁর সামনে এক শত্রু দাঁড়িয়ে গেল। আবু উবাইদা কোন এক বিচিত্র কারণে এড়িয়ে গেলেন শত্রুকে। শত্রুকে পাশ কাটিয়ে ডান দিক দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই শত্রু সামনে। আবু উবাইদা এবারও পাশ কাটিয়ে গেলেন।

.

পরপর বেশ কয়বার একই ঘটনা ঘটল। এক পর্যায়ে এমন হলো, আবু উবাইদা এবং মক্কার কাফিরদের শিবিরের মধ্যে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সেই শত্রু।

.

মহিমান্বিত আল্লাহর একত্ববাদের উপর বলীয়ান, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর্শে উজ্জীবিত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) এইবার আর পাশ কাটিয়ে গেলেন না। বিদ্যুতের মতো ঝাপিয়ে পড়ে মুহূর্তেই শেষ করে দিলেন সেই শত্রুকে। তারপর ছুটে গেলেন শত্রুর শিবির বরাবর।

.

কে ছিল সেই শত্রু যাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন পৃথিবীতে বসে জান্নাতের সংবাদ পাওয়া দশ সাহাবীর একজন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছ থেকে 'উম্মাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি' খেতাব পাওয়া হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)?

.

.

তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ, আবু উবাইদার জন্মদাতা পিতা!

আল্লাহহু আকবর! এই না হলো দুনিয়ার বুকেই জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়া মানুষ! আল্লাহ তায়ালা উনাদের উপর এমনি এম্নিতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান নাই! দ্বীনের জন্য উনাদের স্যাক্রিফাইস ছিল পাহাড়সম। যেখান ধন-সম্পদ, রক্তের বন্ধন ক্ষনিকের জন্য ও তাদের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নাই। আল্লাহ উনাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আর উনারা ও আল্লাহর উপর খুশি হয়ে গিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে আল্লাহতায়ালা কুরানের আয়াত নাযিল করেন এই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

.

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।" সুরা আল-মুজাদিলা, ২২

#knowYourHeroes

#AbuUBaidaRa

"আলোর কাফেলা সমগ্র " লেখক ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.। ৬৬ জন সাহাবায়ে কেরামের জীবনের বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে বইটাতে। যখন বইটা চেয়েছিলাম তখনও জানতাম না যে কি অসাধারন একটা বই পড়তে চলেছি আমি।

.

বইটা পড়তে গিয়ে অসংখ্যবার চোখ ভিজে গেছে। আপসোস হয়েছে, হায়! আমিও যদি এই মানুষগুলোর মত হতে পারতাম। নিঃসন্দেহে বইটি যেকোনো মুসলিমের ঈমান বৃদ্ধি করবে ইনশাআল্লাহ্।

.

বইটি পড়লে জানতে পারবেন এমন সব মানুষ সম্পর্কে যারা নিশ্চিত মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করতে পারতেন, সত্যের সন্ধানে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিতেন। জানবেন এমনসব শাসকদের জীবনী যারা শাসনকাজকে আল্লাহর পরীক্ষা ভাবতেন আর সম্পদকে ভাবতেন ফিতনা। কারো ছিল একটি মাত্র পরিধানের পোশাক, তারপরও কোষাগার হতে কোনো প্রকার ভাতা তিনি নিতেন না। এত স্বল্প পরিমাণ সম্পদ আর অসংখ্য রাতের আমল থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহর ভয়তে কাঁদতেন। কেউ যদি বেশি সম্পদ অর্জন করতেন তো ভয় পেতেন। আল্লাহ হয়ত ইহকালেই তাকে সব সম্পদ দিয়ে দিচ্ছেন, পরকালে হয়ত কিছুই পাবেননা এই ভয়ে তারা কাঁদতেন। তাঁরা আল্লাহকে ঋণ দিতেন আর বিনিময়ে ক্রয় করতেন জান্নাতের ঘরবাড়ি আর বাগান। জানতে পারবেন শহীদ হওয়ার জন্য তাঁরা কতটা ব্যাকুল ছিলেন। একজনতো ফুটন্ত তেলের মধ্যে পড়ার আগে কান্না করেছেন এইভেবে যে, যদি তিনি বারবার যদি এভাবে আল্লাহর জন্য শহীদ হতে পারতেন! এরকম অসংখ্য বিস্ময়কর সত্যি ঘটনা দিয়ে সাজানো হয়েছে

বইটি। দ্বীন পালন করার জন্য তাঁরা যে পরিমাণ অত্যাচার এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জন্য তা অকল্পনীয়।

.

বইটা পড়ার সময় নিজের সাথে আর বর্তমান মুসলিম সমাজের সাথে তাদের তুলনা করছিলাম। দ্বীন পালনের দিক দিয়ে ১০০ তে তাঁরা যদি ৯৭/৯৮ পায় আমরা পাব ১/২/৪/৫ এমন। প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ করে ভাইদের বইটা অবশ্যই পড়া উচিত।

-

রিভিউটি লিখেছেনঃ Sarmin Aktar

আনসারী সাহাবি হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধের আগের রাতেই তাঁর বিয়ে হয়। যুদ্ধের সময়টাতে সাধারণত মুজাহিদরা ক্যাম্পে অবস্থান করেন। কিন্তু হানযালা (রা.), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বিশেষভাবে অনুমতি চাইলেন স্ত্রীর সাথে রাত কাটাবার। রাসূলুল্লাহ (সা.) অনুমতি দিলেন। হানযালা রাতে স্ত্রীর সাথে থাকলেন। ভোরে ফিরে এসে সাহাবিদের সাথে ফজরের সালাহ আদায় করলেন। এরপর স্ত্রী জামিলাহ'র (রা) কাছে ফিরে এলেন বিদায় নিতে। কিন্তু জামিলাহ তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন, তাঁরা মিলিত হলেন।

.

এদিকে বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তাই ফরয গোসল না করেই হানযালা ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দুঃসাহসী হানযালা ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা শত্রুপক্ষের নেতা আবু সুফিয়ানকে টার্গেট করলেন। হানযালা এগিয়ে গিয়ে আবু সুফিয়ানের ঘোড়াকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন। আবু সুফিয়ান ঘোড়া থেকে পড়ে চিৎকার করে উঠলো। হানযালা আবু সুফিয়ানকে শেষ করে দিতে চাইলেন, কিন্তু তার আগেই এক মুশরিক এসে পড়লো। সে হানযালাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো। তাঁর বুক ভেদ করে বর্শা পিঠ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু হানযালা থামবার পাত্র নন। তিনি আবু সুফিয়ানকে আবার আঘাত করতে উদ্যত হলেন। সেই মুশরিক তাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করলো। হানযালা শহীদ হলেন।

.

হানযালাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখেন! তিনি বলেন, 'আমি হানযালাকে দেখেছি ঠিক আসমান আর জমিনের মাঝে। ফেরেশতারা তাকে জান্নাতী রুপার পাত্রে রাখা আল-মুযনের পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিচ্ছে!' রাসূলুল্লাহ হানযালার খবর নিতে তার স্ত্রী জামিলাহ'র কাছে লোক পাঠালেন। জামিলাহ ছিলেন মুনাফিক্ব নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর মেয়ে। কিন্তু তিনি বাবার মতো ছিলেন

না। তিনি ছিলেন মুত্তাক্বী মুসলিমাহ। লোকেরা জামিলার কাছে গেল। তিনি বললেন, 'যাবার আগে তিনি গোসল করার সময় পাননি, যুনুব (অপবিত্র) অবস্থাতেই তিনি চলে যান।' রাসূলুল্লাহ শুনে বললেন, 'এজন্যই তাকে ফেরেশতারা গোসল করিয়ে দিচ্ছিল!'

.

আরও একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটে। জামিলাহ যখন হানযালার সাথে থেকেছিলেন, তিনি চারজন সাক্ষী ডেকে বিষয়টা জানান। এ অদ্ভুত কাজটা তিনি কেন করলেন? সাধারণত স্বামী বা স্ত্রীর একান্ত গোপন কথা অন্যদের জানবার কথা নয়। জামিলাহ বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে আকাশ খুলে গেল আর তার ভেতর দিয়ে হানযালা চলে গেলেন, এরপর আকাশ আবার বন্ধ হয়ে গেল। তাই আমার মনে হলো যে হানযালা শহীদ হয়ে যাবেন।' স্বামী পরদিন মারা যাবে জানলে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক না করাটাই 'স্বাভাবিক'। কারণ তাহলে সে নারীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা সহজ হবে। কিন্তু কীসের আশায় জামিলাহ জেনে শুনে স্বামীর সাথে মিলিত হলেন? কেন সবাইকে বিষয়টা জানালেন? কেন তিনি সেই পুরুষের সন্তান চাইলেন যে কিনা পরদিনই শহীদ হয়ে যাবে?

.

আসলে সাহাবিদের মানসিকতা আমাদের মতো ছিল না। তাঁরা দুনিয়াকে অন্যভাবে দেখতেন, তাঁরা দুনিয়াকে দেখতেন ওয়াহীর আলো দিয়ে। হানযালা শহীদ হবেন -- এটা জেনেশুনেই জামিলাহ তাঁর সন্তান গ্রহণ করতে বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন। জামিলাহর জন্য এটাই ছিল আনন্দের ব্যাপার যে তাঁর স্বামী হবে একজন শহীদ! হয়তো তাঁর জন্য পৃথিবীটা কঠিন হয়ে পড়বে। হয়তো কষ্ট আর দুর্দশা তাঁর ওপর চেপে বসবে, কিন্তু শহীদের স্ত্রী হবার মধ্যে যে মর্যাদা আছে, সে মর্যাদা লাভের

সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি জামিলাহ। তিনি যা-ই করেছেন, আল্লাহর জন্য করেছেন। আর আল্লাহ তাআলাই তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন।

.

জামিলার সাথে এরপর সাবিত ইবন ক্বাইসের (রা) বিয়ে হয়। জামিলার গর্ভে জন্ম নেওয়া হানযালার সন্তানের নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ। আর সাবিতের সংসারে জন্ম নেয় মুহাম্মাদ। এই মুহাম্মাদই ছিল আবদুল্লাহর সবচেয়ে কাছের মানুষ। বাবা না থাকা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ ঠিকই তার সৎ বাবা ও ভাইয়ের থেকে আদর-স্নেহ-মমতা পেয়েছিল, ভালোবাসায় কোনো কমতি ছিল না। নিশ্চয়ই তাক্বওয়ার বিনিময়ে আল্লাহ উত্তম কিছুই দান করবেন।

.

আল্লাহ তাআলার প্রতি সাহাবিদের ভালবাসার আরেকটি নিদর্শন এই ঘটনা। সদ্যবিবাহিত হানযালা (রা.) গোসল না করে ময়দানে ছুটে যান। পদাতিক সৈন্য হয়েও তিনি পাল্লা দেন ঘোড়সওয়ারির সাথে। যেসব ভাই ও বোনেরা বিয়ে করেছেন, তারা জানেন বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে দুনিয়ার প্রতি কী প্রবল মায়া কাজ করে! সেই তীব্র বন্ধন উপেক্ষা করে ময়দানে যুদ্ধ যাওয়া কতই না কঠিন ! আর সেটাই করেছিলেন হানযালা, আর তাই 'ফেরেশতারা তাকে গোসল করিয়েছে!'

(সীরাহ ২য় খণ্ড, উহুদের শহীদেরা, হানযালা ইবন আবি আমীর: ফেরেশতারা গোসল দিল যাকে)

কার্টেসীঃ Rain Drops

#KnowYourHeroes

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)- একজন বীর যোদ্ধা

.

পর্বঃ আল্লাহ্ (সুবঃ) যাঁকে কখনো খালি হাতে ফেরান নি

.

গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহনের কাহিনী এবং তাঁর পরিবারের বিশেষ করে তাঁর মায়ের শত বাঁধার মুখেও ইসলামে টিকে থাকার লড়াই। আসলে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ছিলেন এমন একজন লোক যিনি একমাত্র সত্য দ্বীন ইসলামের জন্য তাঁর রবের জন্য পুরো পৃথিবীর বিপক্ষেও দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিলেন। একদিন সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট যেয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মায়ের জন্য দু'আ করুন যেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুহাত তুলে দু'আ করলেন। সা'দ (রাঃ)-এর নিজের মুখে এরপরের ঘটনা শোনা যাক। সা'দ (রাঃ) বলেন, "আমি আমার বাড়ীতে ফিরে গেলাম। আমি যেইমাত্র বাড়ীর দরজাটা খুলেছি ঠিক তখনই শুনতে পেলাম আমার মা কালিমা শাহাদাত পাঠ করছেন ... আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ...

.

বদরের যুদ্ধের সময় সা'দ (রাঃ) আল্লাহ্ (সুবঃ)'র নিকট দু'আ করেন , "ও আল্লাহ্! মক্কার পৌত্তলিকদেরকে দুর্বল করে দিন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সা'দ (রাঃ) এর দু'আর পর তিনি তৎক্ষণাৎ দু'আ করলেন , "ও আল্লাহ্! আপনি সা'দের দু'আ কবুল করুন। বলাই বাহুল্য যে সেদিন আল্লাহ্ (সুবঃ) সা'দ (রাঃ) এর দু'আ কবুল করেছিলেন। সা'দ (রাঃ) বলেন, যে এই ঘটনার পর থেকে কোন দিন এমন হয়নি যে আমি রহমান আল্লাহ্ (সুবঃ)-র নিকট হাত তুলে কিছু চেয়েছি আর তিনি খালি হাতে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আসলে সা'দ (রাঃ) এমন

একজন লোক ছিলেন যে তিনি মনে প্রানে চাইতেন যেন আল্লাহ্ (সুবঃ) তাঁর দু'আর উত্তর দেন।

.

দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হল হালাল উপার্জন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন , "বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে (হাজ্জ, উমারাহ ইত্যাদি পালন করার জন্য), তাদের দেহ ধূলি ধূসরিত এবং চুল গুলো এলোমেলো থাকে। তারা অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলে, হে আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! । কিন্তু তাদের পরিধেয় হারাম এবং তাদের বস্ত্র হারাম এমন অবস্থায় তাদের দু'আ কিভাবে কবুল হবে ? (সহীহ মুসলিম)

.

আমাদের সমাজে হারাম উপার্জনকে তেমন কোন পাপের কাজ মনেই করা হয় না। হয়তো একারনেই আল্লাহ্ (সুবঃ) আমাদের দু'আর জবাব দেন না।

সা'দ (রাঃ) হারাম উপার্জনের ব্যাপারে এতই সতর্ক ছিলেন যে কোন কিছু খাওয়ার আগে তিনি অবশ্যই জেনে নিতেন এটা কোথা থেকে এসেছে।

.

সাদ (রাঃ) কুফার গভর্নর থাকাকালীন সময়ের ঘটনা। তিনি একদিন দেখলেন একজন লোক একদল লোকের সামনে আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) কে অভিশাপ দিচ্ছে। তিনি সেই লোকটিকে বললেন, "ভাই আমার! আলীকে অভিশাপ দিও না, কারণ আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী (রাঃ) কে বলছেন, মুসার কাছে হারুন যেমন ছিল তুমিও আমার কাছে ঠিক তেমনটাই।" সেই লোকটি আলী (রাঃ) কে অভিশাপ দেওয়া বন্ধ করল না। বাধ্য হয়ে সা'দ (রাঃ) বললেন, "তুমি যদি আলীকে অভিশাপ দেওয়া বন্ধ না কর, তাহলে আমিও তোমাকে অভিশাপ দেব।" সেই

লোকটি এর পরেও অভিশাপ দিতে থাকলো। সা'দ (রাঃ) মসজিদে যেয়ে অজু করে দুই রাকাত সালাহ আদায় করে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠালেন সেই লোকটিকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য। তারপরে চোখের পলকে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। কোথা থেকে একটা বন্য উট এসে হাজির হলো। সে সোজা আলী (রাঃ) কে অভিশাপকারী সেই লোকটির কাছে যেয়ে তাকে আঘাত করতেই থাকলো যতক্ষণে না সে মারা যায়।

.

সা'দ (রাঃ) বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর কাছে অনেক অসুস্থ লোক এসে তাঁকে অনুরোধ করত তিনি যেন আল্লাহ্ (সুবঃ)'র কাছে তাদের আরোগ্যের জন্য দু'আ করেন। সা'দ (রাঃ) তাদের জন্য দু'আ করলে আল্লাহ্ (সুবঃ) তাদের আরোগ্য দান করতেন। যখন তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেললেন, তখন একজন এসে তাঁকে বলল, "ও সা'দ! আপনি আল্লাহ্ (সুবঃ)'র কাছে কেন নিজের আরোগ্যের জন্য দু'আ করছেন না। সা'দ (রাঃ)'এর উত্তর দিলেন, না আমি আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য কখনোই দু'আ করব না। আমার লজ্জা লাগে। আল্লাহ্ (সুবঃ) আমাকে এত বছর নিয়ামত ভোগ করতে দিয়েছেন। এখন তিনি তা কেড়ে নিতেই পারেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে দৃষ্টি শক্তি তুলে নেওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন তখন সে বান্দা যদি সবর করে তাহলে আল্লাহ্ (সুবঃ) সেই বান্দাকে জান্নাত পুরষ্কার দেন। কাজেই আমি সবর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

.

আর আমরা হালকা বালা মুসিবতে পড়লেই অস্থির হয়ে যাযই। অকৃতজ্ঞের মতো বলে ফেলি, সব সময় আমার সাথেই কেন এমনটা হয় .....

আল্লাহ্ (সুবঃ) আমাদের সা'দ (রাঃ) এর মতো হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকার এবং সবর করার তৌফিক দান করুক। (আমীন)

.

#KnowYourHeroes

#SaadRA

মক্কা জুড়ে হৈচৈ। আব্দুল্লাহর ছেলে নাকি নবী হয়ে গেছে, বলে বেড়াচ্ছে সে নাকি আল্লাহর রাসুল! মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চিত!

আরে না! না! জিনে ধরছে মনে হয়। এহেন শত অপবাদ, গুজব আর মিথ্যারোপ যখন রসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি চাপানো হচ্ছিল;

ঠিক সে সময়টাতে বিমর্ষ, ভারাক্রান্ত রাসুল ﷺ এর সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম বয়স্ক মানুষ হিসেবে যে মানুষটা নির্দ্বিধায়, সন্তুষ্টচিত্তে শাহাদার ঘোষণা দিয়েছিলেন, ছায়ার মত পাশে থেকে তাকে সাহাস জুগিয়ে গেছেন তিনিই হচ্ছেন -- আবু বাকর বিন আবু কুহাফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

.

একই সাথে কোমলতা আর দৃঢ়তার অসাধারণ সংমিশ্রণ ছিল আবু বাকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর চরিত্রে। রসুলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুতে সাহাবীগণ এমনকি কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী খোদ উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত মুষড়ে পড়ে তরবারি নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়লেন সেসময়টাতে প্রখর বুদ্ধি এবং বিচক্ষনতার সাথে সবকিছু নিয়ন্ত্রনে আনেন-- খলিফাতুর রসুলুল্লাহ (শুধুমাত্র তাঁকেই খলিফাতুর রসুলুল্লাহ উপাধিতে ডাকা হয়, বাকি তিন খলিফা আমিরুল মু'মিনুন নামে পরিচিত)।

.

তাঁর চরিত্রের অসাধারণ দৃঢ়তার আরেকটি ছাপ পাওয়া যায় মুতা অভিযানে শহীদ সাহাবিদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে যাওয়ার জন্য রসুলুল্লাহ ﷺ এর ঠিক করে যাওয়া বাহিনীর নেতৃত্বে রদবদল আনতে চাওয়া উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়ি মুট করে ধরে রাগান্বিত কণ্ঠস্বর-- "মুহাম্মাদ ﷺ যাকে নিয়োগ দিয়েছে তাকে আবু বাকর

অপসারণ করবে?" এছাড়াও যাকাত অস্বীকারকারিদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ ঘোষণার কাহিনি বোধ করি আর নতুন করে জানাবার কিছু নেই।

.

অপরদিকে কোমলতা ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাবুক যুদ্ধে তাঁর সর্বস্ব দান, অলিতে-গলিতে ঘুরে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের খোঁজ নেওয়া, খলিফা হয়েও মানুষের ঘর ঝাড়ু দিয়ে দেওয়া পর্যন্ত বিনয় আর সরলতা খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর জীবনীতে।

.

এই মানুষটার চরিত্রের গুণাবলী নিয়ে দিনের পর দিন, লেখার পর লেখা প্রচার করে গেলেও হয়তো আমরা তাঁর যথাযথ মর্যাদা দিতে পারবো না। আমরা কেন? খোদ রসুলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বলে গেছেন-- " আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি, কিন্তু আবু বাকরের ইহসানসমূহ এমন যে তাঁর ইহসান আমি পরিশোধ করতে অক্ষম। তাঁর প্রতিদান আল্লাহ দেবেন।"

.

আবু বাকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন বিনয়ী, কোমল, দানশীল, পরোপকারী,বিচক্ষণ ও সুবিচারক শাসক।

.

#KnowYourHeroes

#AbuBakrRa

সালমান আল-ফারেসী (রাঃ) যখন রোগশয্যায়, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তাকে দেখতে যান।

.

এক পর্যায়ে সালমান (রাঃ) কাঁদতে শুরু করলেন। সা'দ (রাঃ) বললেনঃ "হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কাঁদছেন কেন? রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাউজে কাওসারের নিকট তাঁর সাথে আপনি মিলিত হবেন। "

.

সালমান (রাঃ) বললেন, "আমি মরণ ভয়ে কাঁদছি না। কান্নার কারণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম যেন একজন মুসাফিরের সাজ-সরঞ্জাম থেকে বেশি না হয়। অথচ আমার কাছে এতগুলি জিনিসপত্র (এক বর্ণনাতে 'জিনিসপত্র'কে 'সাপ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) জমা হয়ে গেছে।"

সা'দ (রাঃ) বলেনঃ "সেই জিনিসগুলি 'একটি বড় পেয়ালা, তামার একটি থালা ও একটি পানির পাত্র' ছাড়া আর কিছুই নয়।"

পাঠককুল, আমরা কী অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি? নিজেদের

অবস্থা নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারি আমরা।

[সূত্র: আসহাবে রাসূলের জীবনকথা-১ , মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ]

Courtesy: Musanna Sobhan

ইবরাহীম (রহ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) রাোযা রেখেছিলেন। ইফতারের জন্য তার নিকট খাবার আনা হলে তা দেখে বললেন, হযরত মুসআব ইবন ওমায়ের (রা) আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তাকে শহীদ করা হয়েছে। তারপর তাকে যে কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে তা এত ছাোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা খুলে। যেত, আর পা ঢাকলে মাথা খুলে যেত। হযরত হামযা (রা) আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তাকেও শহীদ করা হয়েছে। তাদের পর আমাদের জন্য দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে। এবং আল্লাহ তা`আলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনেক বেশী দুনিয়া দান করা হয়েছে। এখন আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদেরকে আমাদের নেক কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই না দেয়া হয়ে গেছে। তারপর তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন এবং কান্নার কারণে সেই খানাও খেতে পারলেন না।

—

বুখারী

(হায়াতুস সাহাবা)

খাদিজার (রাঃ) মৃত্যুর পরও রাসূল ﷺ খাদিজার কবরের কাছে যেতেন। এমন এক সময়ে খাদিজার মৃত্যু হয়েছিল যখন রাসূল ﷺ খুব অসহায় বোধ করছিলেন। তিনি কাঁদতেন। খাদিজার (রাঃ) মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপহার পাঠাতেন। হঠাৎ খাদিজার (রাঃ) ব্যবহার্য কোন জিনিস সামনে পড়ে গেলে তিনি সাথে সাথে আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন, স্মৃতিচারণ করতেন। আইশা (রাঃ) বলতেন, আমি খাদিজাকে কখনো দেখিনি কিন্তু তাঁকেই সবচেয়ে বেশী ঈর্ষা করতাম, কারণ রাসূল ﷺ তাকে সবসময় স্মরণ করতেন।

.

এই ভালোবাসা এই কারণে না যে, তিনি অনেক সুন্দরী ছিলেন, বরং রাসূলের সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। এই অধিক বয়সী মহিলাকে রাসূল এতটা ভালোবাসতেন এই কারণে না যে তিনি অনেক ইন্টেলেকচুয়াল ছিলেন, এই কারণে না যে, তিনি বিদ্যা বুদ্ধির বহর ছিলেন, এই কারণেও না যে, তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। এমন না যে, উনার নামের সাথে দশ বারোটা ডিগ্রী ছিল। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এই অধিক বয়সী স্ত্রীকে এতটা ভালোবাসতেন, কারণ তিনি রাসূলের আশ্রয় ছিলেন, সুকুন ছিলেন। আইশা (রাঃ) যখন বলছিলেন, কেন আপনি একজন বৃদ্ধা মহিলার কথা চিন্তা করছেন তখন রাসূল ﷺ রাগত স্বরে বলেছিলেন, 'কক্ষনো না। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, সে তখন আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। সবাই যখন কাফির ছিল, তখন সে মুসলমান। কেউ যখন আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, তখন সে আমাকে সাহায্য করেছে। তাঁর গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে।'

.

তিনি আমাদের আম্মাজান, খাদিজা (রাঃ)। মারিয়াম (আঃ) এবং খাদিজা (রাঃ) কে দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে উত্তম রমণী বলা হয়েছে। তিনি খাদিজা (রাঃ), যাকে স্বয়ং আল্লাহ সালাম জানিয়েছেন। একবার জিবরীল (আঃ) আসলেন রাসূলের ﷺ কাছে। তখন খাদিজা (রাঃ) রাসূলের জন্য কিছু একটা নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। জিবরীল বললেন, 'তাঁকে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরী প্রাসাদের সুসংবাদ দিন।'

.

শুধু নারীদের নয় সমগ্র উম্মাহর আমাদের এই মা খাদিজাকে দেখে ঈর্ষা করা উচিত। কেন? কারণ সারা উম্মাহ যাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে সেই রাসূল ﷺ সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন এই মহিলাকে। সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছেন খাদিজার মৃত্যুতে। জান্নাতের বাগানে রাসূল ﷺ মা খাদিজাকে নিয়ে হাঁটছেন, এই দৃশ্য দেখার জন্য হলেও আল্লাহ যেন আমাদেরকে জান্নাতবাসী করেন।

.

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা

.

Courtesy @ Bujhtesina Bishoyta

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেনঃ "তোমাদের কেউ যদি কাউকে অনুসরণ করতে চাও। তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা (ঈমানের সহিত) গত হয়ে গেছেন। তাদেরকে অনুসরণ করো। কারন যারা জীবিত আছে তারা যেকোন সময় ফিতনায় পড়তে পারে।" তিনি কথাগুলো বলছিলেন তাবেঈদের উদ্দেশ্য করে। উনারা যেন রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদের (রা.) অনুসরণ করেন।

.

অথচ আমরা আজ নিজেদের পীর, শাইখ, বুজুর্গ বা মুরুব্বিদের ছাড়া অন্য কিছু বুঝি না। নিজেদের দলপতিরাই যেন হকের ঝাণ্ডাবাহী। আমার শাইখ /পীর ভুল হতেই পারে না।

মুসলিমরা যখন মাক্কা থেকে মাদীনাতে হিজরাত করা শুরু করলেন, তখন মাদীনার ইয়াহুদিরা গুজব ছড়াতে লাগলো যে তারা মুসলিমদের উপর জাদু করেছে যেন তাদের কোনো ছেলে সন্তান না হয়। কাকতালীয়ভাবে কিছু সময়ের জন্য মাদীনাতে আসা মুসলিমদের ঘরে শুধু মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করতে লাগলো আর ছেলে সন্তান হলেও মারা যেতে লাগলো। ফলে মুসলিমরা ইয়াহুদিদের এই গুজব বিশ্বাস করতে শুরু করলো।

.

এরই মধ্যে আসমা বিনত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা) হিজরাত করে মাদীনার দিকে আসছিলেন এবং যখন তিনি ক্বুবাতে পৌঁছালেন তিনি এক ছেলে সন্তান জন্ম দিলেন যার মৃত্যু হলো না। এই ছেলে সন্তানই হলেন 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু), জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত যুবাইর ইবন আওওয়ামের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) ছেলে, আবু বকরের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) নাতি। মুসলিমরা তার জন্মের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাকবীরে তাকবীরে মাদীনা মুখরিত করে তুললেন। আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) তার নাতিকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি খেঁজুর চিবিয়ে সেটির রস 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) মুখে দিলেন এবং তার নাম রাখলেন 'আব্দুল্লাহ।

'আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) জন্মের ঘটনাটি যত আনন্দদায়ক ছিল, তার শাহাদাতের ঘটনাটি তেমনই হৃদয়বিদারক। সেই ঘটনাটি আর এখানে না লিখি। তার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিচের কমেন্টে দিলাম।

কার্টেসি Brother Mohammad Zahidul Alam

#KnowYourHeroes

মহানবী সঃ বলেছেন-

"ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত হিসেবে এবং তা যেভাবে শুরু হয়েছিল সে অবস্থায় ফিরে যাবে। সুতরাং অপরিচিতদের (আগন্তুকদের) জন্য তুবা (সুসংবাদ/তুবা হচ্ছে জান্নাতের একটি বৃক্ষ)"

(সহীহ মুসলিম)

.

ইসলাম যখন মক্কায় প্রথমে এসেছিল তখন তা পুরোপুরি অপরিচিত ছিল। কারন তারা যা বিশ্বাস করত বা যে সকল ধ্যান ধারনা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল ইসলাম সবকিছুকে প্রত্যাখান করে সম্পূর্ন বিপরীত কিছু চিন্তা চেতনা বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল। আজকাল আমাদের সমাজেও ইসলামের শিক্ষাকে যেভাবে অবজ্ঞা করা হচ্ছে কাউকে যদি কোরআন এবং মুহাম্মদ (সঃ) এর সুন্নাহ এর দিকে ফিরে যেতে দেখা যায় তাকে অপরিচিতই মনে হয়।

.

মহানবী (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কারা এই (গুরাবা) অপরিচিত? তিনি উত্তরে বলেছিলেন "যারা ভাল কাজ করে যেখানে অন্যরা খারাপ কাজ করে।"

অন্য এক জায়গায় গুরাবা (আগন্তুকদের) পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন,

"যারা ইসলামের জন্যই তাদের সমাজের লোকজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।"

সমাজের লোকজন যেখানে প্রবৃত্তির দাসত্বে ব্যস্ত সেখানে এসকল আগন্তুকরা কেবল আল্লাহর দাসত্বই করবে। মুসলিম কিশোর যুবকদের মধ্যে কোথায় সেই "Trend setter" রা ? কোথায় ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কিংবা ইবনে আব্বাসরা (রাঃ) ?

.

মুসলিমরা তাদের রঙ ভুলে গেছে। কোন রঙে রঞ্জিত হওয়ার জন্য তাদের আগমন সে জ্ঞান হারাতে বসেছে বলে তারা আজ ধ্বংস খাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। মুসলিমদের কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে বলতে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম চিন্তাবিদ বলেছেন-

"আল্লাহর বিধান ভীরু কাপুরুষদের জন্য অবতীর্ন হয়নি। নফসের দাস ও দুনিয়ার গোলামদের জন্যে নাযিল হয়নি। বাতাসে উড়ে চলা খড়কুটো, পানির স্রোতে ভেসে চলা কীটপতঙ্গ এবং প্রতি রঙে রঙ্গিন হওয়া রঙহীনদের জন্য অবতীর্ন হয়নি। এমন দুঃসাহসী নর-শার্দুলের জন্যে অবতীর্ন হয়েছে যারা বাতাসের গতি বদলে দেবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষন করে, যারা নদীর তরঙ্গের সাথে লড়তে এবং তার স্রোতধারা ঘুরিয়ে দেবার মতো সৎ সাহস রাখে। যারা আল্লাহর রঙকে দুনিয়ার সকল রঙের চাইতে বেশি ভালবাসে এবং সে রঙেই যারা গোটা দুনিয়াকে রাঙিয়ে তুলবার আগ্রহ প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি মুসলমান তাকে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার জন্য পয়দা করা হয়নি। তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো জীবন নদীকে তার ঈমান ও প্রত্যয় নির্দেশিত সোজা ও সরল পথে চালিত করা।"

.

- মীর সাজ্জাদ ভাই

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রাহি.) হাত্তিনে জয়লাভ করেছিলেন পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং জেরুসালেমের মুক্তি নিয়ে সার্বক্ষনিক চিন্তা ফিকির থাকার কারণে। আর আজকে ইয়াহুদীদের সাথে আমরা পরাজিত হচ্ছি, কারণ-কেবল হুমকি-ধমকি আর কথার ফুলঝুরি দিয়েই আমরা ফিলিস্তিন উদ্ধার করে ফেলতে চাই। ফিলিস্তিন ইশ্যু যখন থেকে তৈরি হয়েছে তখন থেকেই জনগণের আবেগ উথলে তোলার জন্য প্রচুর বক্তৃতা-সমাবেশ করা হয়েছে। জনগণ সরল মনে হাত তালি দিয়ে তাদের কথা বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু পরে আর কোনো গঠনমূলক ও সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে ওঠে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা বলো কেন? যা করা হয় না, তা বলা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর অপরাধ। [সূরাহ আস-সফ ৬১:১-২]

.

কবি বলেন;

.

লায়লার সাথে নাকি তার প্রেম এমনটাই সবাই বলে

অথচ লায়লা নিজেই তো তাকে সদা এড়িয়ে চলে।

.

ফিলিস্তিন সমস্যা দিন দিন বাড়ছেই। আজ এটা সমাধান হয় তো কাল আরেক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এদিকে ইসরায়েল দিনকে দিন শক্তি-সামর্থ্যে বাড়িয়ে চলেছে। মুসলিম উম্মাহ কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেওয়ার মত সাহসই হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ হঠাৎ সমঝোতার কথা শোনা যায়। "রজার'স প্রজেক্ট", অমুক সম্মেলন, তমুক

সম্মেলন আরো কত কী! উদাহরণস্বরূপ, কিছু আরব রাষ্ট্র একসাথে কিছু পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে। ফিলিস্তিনি ফিদায়ীনকে নির্মূল করার মতো বিভিন্ন ইশ্যু সামনে এনে মূল সমস্যাকে একপাশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এসব পদক্ষেপ আখেরে ইসরায়েলী আগ্রাসনের পক্ষেই সুফল বয়ে আনবে।

.

ইসরায়েলের জন্মলগ্ন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বেশিরভাগ আরব শাসকই ফিলিস্তিন সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে গেছে এবং এর জন্য যথাযথ কুরবানি করেনি। যদি সত্যিই তাদের এ ব্যাপারে আগ্রহ থাকতো, তাহলে দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধের দ্য গলের মতো করে সব পতিতালয়, ড্যান্স হল আর মদের বারগুল বন্ধ করে দিতো। টেলিভিশনে অশ্লীল নাটক-সিনেমা ও গান-বাজনার প্রচার নিষিদ্ধ করতো। পাশাপাশি যুবসমাজকে সবরকম নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে সচেতন করে তুলতো।

.

আমোদ-ফূর্তিতে ডুবে থাকা মুসলিম উম্মাহ আজ ভুলে গেছে আল আকসার সম্মানে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে। এই পৌরুষহীন জাতি কী করে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য আশা করে!

.

কার্টেসিঃ সাজিদ ইসলাম ভাই

“আবু বাকর জান্নাতী,

এবং ‘উমার জান্নাতী,

এবং ‘উসমান জান্নাতী,

এবং ‘আলী জান্নাতী,

এবং ত্বালহা জান্নাতী,

এবং যুবাইর জান্নাতী,

এবং 'আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ জান্নাতী,

এবং সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস জান্নাতী,

এবং সা’ঈদ জান্নাতী এবং

আবু ‘উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ জান্নাতী”

(জামে’ আত-তিরমিযী।

তাহক্বীকঃ সহীহ)

আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) আমাদেরকে তাঁদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) জীবনী জানার তাওফীক্ব দিন এবং জান্নাতে তাঁদের সাথে একত্রিত করুন আমাদেরকে।

courtesy Brother Javed kaisar

কুরআনের সত্যিকার পতাকাবাহী

.

হযরত সালেম মাওলা আবী হোযায়ফা (রা.) একজন প্রথম সারির মুহাজির সাহাবী। তিনি ছিলেন কুরআন ধারণকারী ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের একজন। তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চারজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের থেকে কুরআন শিক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন, তিনি তাঁদেরই একজন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯৯৯

.

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফতকালে ইয়ামামার প্রসিদ্ধ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মুহাজিরদের ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে কেউ তাঁকে বলল, আপনার ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা হয়। তাই ঝাণ্ডা অন্য কারো কাছে দিয়ে দিন। তিনি তখন বললেন, (যুদ্ধক্ষেত্রে আমি যদি দুর্বলতা প্রদর্শন করি), তাহলে তো আমি অতি নিকৃষ্ট কুরআন ধারণকারী। এ কথা বলেই তিনি সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। যুদ্ধ করতে করতে তাঁর ডান হাত কেটে গেলে বাম হাতে ঝাণ্ডা তুলে নেন। বাম হাতও কেটে গেলে ঝাণ্ডা ঘাড় দিয়ে আঁকড়ে ধরেন, তবুও তা মাটিতে পড়তে দেননি। আর এ অবস্থায় তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল কুরআনের এ আয়াত-

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ

আর কত নবী রয়েছেন, যাদের সঙ্গী হয়ে বহু আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ করেছেন। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৪৬

.

অবশেষে তিনি এ যুদ্ধেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

.

-উসদুল গাবাহ ২/২৬১; আলইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবা ৩/১৬

আরো দেখুন : ফাযায়েলে কুরআন, আবী উবায়দ ১/২৯১; তারিখে তাবারী ৫১৬; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬/৩২৯

.

তথ্যসূত্রঃ http://www.alkawsar.com/article/2020

.

#KnowYourHeroes

আয়াত নাযিল হলো,

.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

"তোমরা যা ভালবাসো তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করবে না"

.

সাহাবিদের (রা.) মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। সকলেই তাঁদের প্রিয় বস্তু তালাশ করতে লাগলেন। যায়িদ ইবনু হারিছা তার প্রিয় "শিবলি" ঘোড়া নিয়ে এলেন। এই ঘোড়াটি থেকে প্রিয় তাঁর কাছে আর কিছুই ছিলো না। রাসুলাল্লাহ (সা.) সেটিকে নিলেন। যায়িদের চেহারায় দুঃখের ছাপ ফুটে উঠলো। রাসুলাল্লাহ বললেন, আল্লাহ্ তোমার ঘোড়াটি কবুল করেছেন যায়িদ। সাহাবিরা যখনই কোনো আয়াত নাযিল হত তার উপর নিজের সবটুকু দিয়ে আমল করতেন। তাঁরাও মানুষ ছিলেন। তাঁদেরও শখ, আহ্লাদ, একটু আরাম কিংবা ভালো খাওয়া, পরার ইচ্ছা জাগতো। কিন্তু তাঁরা তাঁদের জীবনকে সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্র কাছে সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁরা ইমান এনেছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের উপর। আকাবার প্রান্তরে রাসুলাল্লাহ যখন বাইয়াত গ্রহণের জন্য তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা এক মুহূর্তও দেরী করেন নি। আসআদ ইবনু জুররা দাড়িয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের শেষবারের মতো স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এর ফলে সমস্ত গোত্র তাদের বিরোধিতা করবে। কিন্তু তাঁরা তাকে থামিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, এর বদলে আমরা কি পাব ইয়া রাসুলাল্লাহ?! রাসুলাল্লাহ শুধু বললেন, "জান্নাত!"। সাহাবিরা ছুটে এলেন। প্রিয় রাসুলাল্লাহর হাতে হাত রেখে জীবন বাজি রেখে আনুগত্যের শপথ করলেন, নিজেদের স্ত্রী সন্তানের মতো তাঁকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। নাহ, তারা দুনিয়া সাজাতে চান নি। তাঁরা শুধু তাঁদের গন্তব্যে এগিয়ে যাবার সামানটুকু সাথে

নিয়েছিলেন। দুনিয়ার আরাম আয়েশের বদলে সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ জান্নাতের আশা করেছিলেন। হাজার হাজার দিনার মুহূর্তের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন, পাতলা চাদর গায়ে শীতে কেঁপেছেন, তালি দেয়া একটামাত্র জামা পড়ে বছর পার করেছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরাও দুবেলা না খেয়ে থেকেছে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় তারা পেটে পাথর বেধেছেন, সারা জাহানের নেতা রাসুলুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর যুহদের কথা মনে করে অঝোরে কেঁদেছেন। না, দুনিয়াতে তাঁরা নিজের জন্য কিছুই করেন নি। বেড়াতে যাবার জন্য নতুন পোশাক বানান নি, মাথা গোজার জন্য প্রাসাদ কিংবা অট্টালিকা বানান নি, বিকালের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য ব্যালকনিতে বসে ইজি চেয়ারে দোল খান নি, সুন্দর ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্বর্ণ অলংকার আর কাড়ি কাড়ি টাকা জমিয়ে রাখেন নি, 'সহজ করো, কঠিন কোরো না' এর উপর আমল করতে গিয়ে তাঁরা দুনিয়াকে সহজ করেন নি, তাঁদের দ্বীনকে কাটছাঁট করেন নি। তাঁরা স্রেফ দুনিয়াকে বর্জন করেছেন। কাফির, মুশরিকদের মত জন্তু জানোয়ারের জীবনকে তাঁরা বেছে নেন নি। তাঁরা ইসলামকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরাই জীবনের অর্থ বুঝেছিলেন। আত-তাওহিদের উপর আমল করেছিলেন, এছাড়া বাদবাকি সবকিছুকে তাঁরা পায়ের তলায় মুড়িয়েছেন। আর তাই তো আল্লাহ্ তাঁদের দুনিয়াতে যেমন সম্মানিত করেছেন, তেমনি জান্নাতেও তাদের মর্যাদা হবে সবার শীর্ষে। তাই কাফিরদের খড়কুটো আঁকড়ে ধরা জমহুর, দরবারি, ভুঁড়িওয়ালা, চিপসখোর (আধুনিক খেজুর!) বিনোদনপ্রেমী কোনো আলিম বা ইসলামি ব্যক্তিত্ব না, বরং এঁরাই হলেন আমাদের আদর্শ, আমাদের পথিকৃৎ।

.

[سبرينا نورين]

#Ummah

গাতফানের নেতাদের প্রস্তাব করা হলো, যদি তারা কুরাইশ-ইহুদির সম্মিলিত জোট ভেঙে চলে যায় আর মুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তি করে তাহলে মদীনার এক বছরে যত ফসল হয় তার তিন ভাগের এক ভাগ তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। যুদ্ধ না করেই এতগুলো শস্য পেয়ে যাওয়া কম কথা নয়! তারা অনায়াসে রাজি হয়ে গেল। চুক্তিপত্র লেখা হলো, বাকি থাকলো স্বাক্ষর করে চূড়ান্ত করা।

.

কিন্তু চুক্তি সাক্ষরের আগে রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের সাথে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা মদীনার সিংহভাগ ফসলের মালিক ছিল এই আনসাররাই। তিনি আনসারদের দুই নেতা, সাদ ইবন মুআয (রা) এবং সাদ ইবন উবাদাহকে (রা) গাতফানের সাথে সম্ভাব্য চুক্তির বিষয়টি জানালেন।

.

সাদ ইবন মুআয মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। এরপর বললেন,

.

- হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন এই চুক্তি করতে চান? এটা কি আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা নাকি আল্লাহর আদেশ? আল্লাহ তাআলার আদেশ হলে তো মানা অবশ্য কর্তব্য, আর আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা হলেও আমরা মাথা পেতে নেব। তবে আপনি যদি আমাদের ভালোর কথা ভেবে এই চুক্তি করতে চেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি আছে।

.

রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দিলেন,

.

- আমি তোমাদের স্বার্থেই এই চুক্তিটি করতে চাই। আরবরা সবাই তোমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে, সবদিক থেকে তোমার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এই চুক্তি করা হলে তোমাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে বলে আমি মনে করি।

.

কঠিন এক মুহূর্ত। দীর্ঘ বিশ দিন ধরে শত্রুরা মদীনা অবরোধ করে রেখেছে। মুসলিমরা ক্লান্ত। এ অবস্থায় কতদিন নিজেদের মনোবল ধরে রাখা সম্ভব, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। দশ হাজার সেনাদল যদি মদীনায় ঢুকে পড়ে, হয়তো মৃত্যুই হবে মুসলিমদের পরিণতি। অন্যদিকে এই ধরনের একটা চুক্তিতে নিশ্চিতভাবে মুসলিমরা উপকৃত হবে। তবু সেই বিপদের ঘনঘটায় অবিচল সাদ দৃঢ়তার সাথে বলে উঠলেন,

.

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা একটা সময় মুশরিক ছিলাম। গাতফানরাও মুশরিক। আমরা আল্লাহর ইবাদত করতাম না, মূর্তিপূজা করতাম। আল্লাহ যে কে -- সেটাই তখন জানতাম না। সেই (জাহিলিয়াতের) সময়ের কথা বলছি, এই গাতফানের লোকেরা আমাদের কাছ থেকে একটা খেজুর কেড়ে নেবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। হয় তারা আমাদের অতিথি হিসেবে এসে আমাদের খেজুর খেতে পেরেছে, নয়ত নিজের পয়সা দিয়ে কিনে খেয়েছে। আর আজকে আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলাম দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন, আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন, আপনাকে আমাদের মাঝে পাঠিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন -- আজ কিনা আমরা আমাদের সম্পত্তি ওদের হাতে তুলে দেবো? এমন চুক্তির আমাদের প্রয়োজন নেই, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম করে বলছি, ওদের আমরা কিচ্ছু দেবো না। ওদের জন্য আমাদের তরবারিগুলো উঁচিয়ে ধরবো -- যতক্ষণ না মহান আল্লাহ আমাদের আর ওদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।'

.

উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যা ভালো মনে করো। সাদ ইবন মুয়াজ (রা) তখন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছ থেকে চুক্তিপত্রের দলিল নিয়ে লেখাগুলো মুছে ফেললেন। বললেন, 'এবার তারা আমার সাথে লড়াই করুক।'

.

রাসূল (সা) সমঝোতা করতে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু আনসাররা যুদ্ধ করতেই আগ্রহী ছিলেন। তাদের ঈমান দৃঢ় ছিল। তারা ছিলেন মর্যাদাবান মানুষ। যে গাতফান গোত্র জাহিলিয়াতের যুগে তাদের সমীহ করে চলত, ইসলামের যুগে এসে সেই গাতফানের সাথে সমঝোতা করতে তাদের আত্মমর্যাদায় বাধে। মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত কারো সাথে কিছুমাত্র আপস করতে তারা রাজি ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা এই অসাধারণ মানুষগুলোর উপর রহম করুন।

.

(সীরাহ, ২য় (শেষ) খণ্ড, খন্দক্বের যুদ্ধ)

.

Courtesy Rain Drops

দুনিয়ার সেলিব্রেটিদের নিয়ে সকলেই মাতামতি করে। হয়ত কিছু ভালো মানুষ, কিছু খারাপ মানুষ। দুনিয়ার সেলিব্রেটিদের জন্য যতক্ষণ তার সাফল্য থাকে মানুষ তাদের মাথায় তুলে রাখে। অথচ যখন দুনিয়ার কিছু থাকে না, তখন মানুষ তাকে ভুলে যায়। দুধের মাছিরা তাকে ছেড়ে চলে যায়।

পক্ষান্তরে আখিরাতের সেলিব্রেটিদের নিয়ে দুনিয়ার মানুষদের মাতামাতি খুব কমই থাকে। তারা নিভৃতি আখিরাতের কাজ করে যাবে এবং দুনিয়ার কাছে কোন বিনিময় প্রত্যাশা করবে না। কারণ মহান রব্বুল আলামীন নিজে তাদের প্রতিদান দেয়ার ওয়াদা করেছেন। দুধের মাছিরা তাদের ফ্যান হয় না। ফেরেশতারা তাদের ফ্যান।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষদের পরীক্ষা করবেন। কারা যোগ্য আখিরাতের সেলিব্রেটি তাদের তিনি বের করে আনবেন। তাদের তিনি দুধের মাছিদের থেকে হিফাযাত করবেন। যারা দুধের মাছিদের প্রতারণায় পড়বে, তারা পথ হারাবে। আল্লাহ যেন আমাদের আখিরাতের সেলিব্রেটিদের ফ্যান হিসেবে কবুল করেন। অন্তত আমরা যেন বলতে পারি, হে রব্বুল আ'লামীন! তুমি যাদের ভালোবাসো, আমরাও তাদের ভালোবাসতাম, তবুও আমাদের ক্ষমা করো।

Courtesy Brother Ibn Mazhar

#KnowYourHeroes

Saad Bin Muaz (RadiAllahu 'Anhu) became Muslim at 30 years old,

He died at 36 years old,

70000 angels attended his funeral!

The Throne of Allah subhanahu wa ta'ala shook at His death!

All for just 6 years!!

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!

#Level_of_Imaan

#KnowYourHeroes

.

From the timeline of Brother Minhajul I. Mahim

বদরের প্রান্তর। এই প্রথম বারের মত হক্ব আর বাতিল দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি। তুমুল লড়াই শুরুর আগে এক সাহাবী প্রস্তাব রাখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যেন আলাদা একটা জায়গা বানিয়ে রাখা হয় এবং রাসূলকে পাহারা দেওয়ার জন্য যেন একজন নিয়োজিত থাকে। সেদিন যখন ডাক দেওয়া হল কে আছো যে প্রিয় নবীকে পাহারা দিবে? আলী (রাঃ) বলেন, সেদিন এক আবু বকর (রাঃ) ছাড়া এই সাহস কেউ দেখাতে পারেনি। যুদ্ধ চলছে। আবু বকর কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেন আবার এসে রাসূলকে পাহারা দেন। যুদ্ধের মধ্যে একবার তিনি দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতর কণ্ঠে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, কান্নাকাটি করছেন। এর মধ্যে রাসূলের কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যাচ্ছিল। আবু বকর যুদ্ধের ময়দান থেকে ছুটে গেলেন। চাদরটা ঠিকঠাক করে দিলেন। আর রাসূলকে বললেন, আপনি কেন এত পেরেশানি হচ্ছেন, নিশ্চয় আপনার দুয়া ব্যর্থ হবে না।

.

ইনি আমাদের আবু বকর, যুদ্ধের ময়দানে বাঁচবে কি মরবে তার ঠিক নেই, এই সময়ও রাসূলের কাঁধ মুবারক থেকে চাদর পড়ে যাচ্ছে এটা তিনি সহ্য করেননি। আর আজ সেই রাসূলের শানে আঘাত হয়, সেই রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ হয়, গালিগালাজ হয়, সেই রাসূলের চরিত্র হনন করা হয়, আর আমরা...!

.

সবাই হিজরত করে ফেলেছে, আবু বকর (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন কিন্তু রাসূল বললেন, তুমি তাড়াহুড়া করো না, আল্লাহ হয়তো তোমার জন্য একজন সঙ্গী ব্যবস্থা করে দিবেন। সেই থেকে আবু বকর ধারণা করলেন রাসূল হয়তো তাকেই নিবেন সঙ্গী হিসেবে। তিনি দুটো উট কিনলেন, খাইয়ে দাইয়ে মোটাতাজা করলেন, আর অপেক্ষায় থাকতেন কবে আসবে সেই ডাক। যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে আবু

বকরকে হিজরতের সঙ্গী হওয়ার সুসংবাদ দিলেন সেদিন আবু বকর (রাঃ) ছোট বাচ্চার মত অঝোরে কাঁদছিলেন। মা আইশা (রাঃ) বলেন, এর আগে আমি জানতাম না আনন্দের আতিশয্যে মানুষ এভাবে কাঁদতে পারে।

.

ইনি আমাদের আবু বকর, রাসূলের সাথে কঠিন পথের সাথী হতে পেরে, রাসূলের সবচেয়ে কঠিন সময়ে তার পাশে থাকতে পেরে, তার সেবা করার সুযোগ পেয়ে তিনি কাঁদছিলেন।

.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সকল ঘোড়াই কোন না কোন সময় স্লিপ করে, সেটা যত ভালো ঘোড়াই হোক না কেন। কিন্তু আবু বকর এমন এক ঘোড়া যে কখনো স্লিপ করেনি, অর্থাৎ সে কখনো দ্বিধাগ্রস্থ হয়নি। রাসূল বলেন, আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, সবাই একটু না একটু দিধাগ্রস্থ হয়েছে, কিন্তু যখনই আমি আবু বকরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি সে সাথে সাথেই বলেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

.

উসামার বাহিনী মদিনা ত্যাগ করার আগেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন। এরপর অনেকেই আবু বকর (রাঃ) কে উসামার বাহিনীকে ফেরত আনার পক্ষে মত দেন। হযরত উমার (রাঃ)এর মত বজ্রকঠোর মানুষটি পর্যন্ত বলেন, "হে খলিফাতুল মুসলেমীন! এখন জোর জবরদস্তির সময় নয়, যতদূর সম্ভব নম্রতা দেখিয়ে অন্তর জয় করার সময়"। জবাবে আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন্ "ওমর!ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তুমি কঠোর প্রকৃতির ছিলে। ইসলাম গ্রহণের পর এতই নম্র হয়ে গেলে? মনে রেখো, ইসলাম সম্পূর্ন হয়েছে এবং আলাহর ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। আমার জীবনে ইসলাম পঙ্গু হয়ে যাবে এটা আমি কোনমতেই সহ্য

করব না। আল্লাহর কসম! আমার গোশত যদিপশু পক্ষীরাও খেয়ে ফেলে, তবুও আমি সেই বাহিনীকে নিশ্চয়ই প্রেরণ করব, যাদেরকে রওনা দেওয়ার জন্য স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন"।

উসামার বাহিনী রওনা হওয়ার সময় আবু বকর (রাঃ) উসামা ইবনে যাইদ (রাঃ) কে অনেক উপদেশ দিলেন। তিনি উসামার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। উসামা (রাঃ)আরয করলেন, "হে খলিফাতুল মুসলেমীন! আপনি পায়ে হেঁটে আমাকে লজ্জিত করবেন না। আপনিও সওয়ারিতে আরোহণ করুন, নইলে আমিও নীচে নেমে আসব"। জবাবে তিনি উসামা (রাঃ) কে ঘোড়ায় বসে থাকার আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, " আল্লাহর রাস্তায় কিছুদূর পর্যন্ত আমার পায়েও ধুলোবালি লাগতে দাও। কেননা, গাযীদের প্রত্যেক কদমে সাত শত নেকী লেখা হয়"।

.

ইনি আমাদের আবু বকর, তিনি যেমন কোমল ছিলেন তেমনি আল্লাহর দ্বীনের উপর কোন আঘাত আসলে সেখানে ছিলেন ইস্পাতের মত কঠিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যখন অনেকেই যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তখন বলেছিলেন, আল্লাহর রাসূলের সময় যারা একটা বাছুরও যাকাত দিত আজ যদি কেউ সেটাও দিতে অস্বীকার করে আমি আবু বকর তার বিরুদ্ধে জিহাদ করব।

.

তাবুক যুদ্ধে যখন সবাই একে একে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় দিচ্ছিল উমার (রাঃ) নিজের সম্পদের অর্ধেক দিয়ে ভাবছিল যাক, আজকে অন্তত আবু বকরকে আল্লাহর সাথে ব্যবসায় পেছনে ফেলতে পারলাম। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখল, আবু বকর এসে তার সমস্ত সম্পদই আল্লাহর রাসূলের সামনে হাজির

করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ? জবাবে আবু বকর বলেছিলেন, তাদের জন্য আল্লাহ এবং তার রাসূলই যথেষ্ট।

.

আবু বকর (রাঃ) অনেক ধন সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছিলেন। অত্যন্ত হত দরিদ্র এবং সাধারণ জীবন যাপন করতেন। একবার আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রাঃ) এর স্ত্রীর মিষ্টিখাওয়ার খুব ইচ্ছে হল। তিনি স্বামীকে মিষ্টি কিনে আনতে বললেন। সারা মুসলিম জাহানের আমীর আবু বকর জানালেন তার মিষ্টি কেনার সামর্থ নেই। আমীরুল মুমিনীনের স্ত্রী এরপর প্রত্যেক দিনের খরচ থেকে টাকা বাঁচিয়ে জমা করা শুরু করলেন। কিছু অর্থ জমা হওয়ার পর তা স্বামীকে দিয়ে বললেন মিষ্টি কিনে আনতে। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন এই অর্থ কোথা থেকে এসেছে। স্ত্রী বললেন প্রতিদিনের খরচ থেকে বাঁচিয়ে তিনি এই অর্থ জমা করেছেন। আবুবকর (রাঃ) তখন বললেন,এই পরিমাণ অর্থ তাহলে আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অতিরিক্ত নিচ্ছি?এটার তো তাহলে আমার আর দরকার নেই! এরপর তিনি সেই অর্থ স্ত্রীর জন্য মিষ্টি কেনার বদলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে আসেন। ইনিই আমাদের আবু বকর। রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

.

মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন, আল্লাহ তার এক বান্দাকে দুনিয়া দিয়েছেন আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহর সেই বান্দা দুনিয়ার বদলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে বেছে নিয়েছে। আবু বকর ছোট বাচ্চার মত অঝোরে কাঁদছিলেন। কেউ কিছু বুঝতে না

পারলেও, সামনে বসে থাকা আবু বকর বুঝেছিলেন, সেই আল্লাহর বান্দা আর কেউ নয় রাসূল নিজে।

.

রাসূলের মৃত্যুর পর সবাই পাগলপ্রায় হয়ে গেল। উমার (রাঃ) তরবারি নিয়ে ছোটাছুটি করছিল। উসমান (রাঃ) কথা বলতে পারছিলেন না। আলী (রাঃ) ফাতিমার ঘরে ঢুকে রইলেন। চারদিকে পাগলপ্রায় অবস্থা। সেদিনও একজন আবু বকর ধীর পায়ে হেঁটে মানুষের সামনে আসলেন, শীলত কণ্ঠে তিলাওয়াত করলেন আল্লাহর কিতাব,

.

"আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসুল। তাঁর পূর্বেও নিশ্চয় অনেক রাসুল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে?? আর যেব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারেনা। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন। " [সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৪]

.

ইনি আমাদের আবু বকর। সমস্ত উম্মাহ যেদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল, আবু বকর সেদিন শোককে এক পাশে রেখে নিজেই একটি উম্মাহ হয়ে গিয়েছিলেন। ইনি আমাদের আবু বকর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার সম্পর্কে বলেছিলেন, এই পৃথিবীতে আমি সবার ইহসান পরিশোধ করেছি, কিন্তু আবু বকরের ইহসান পরিশোধ করতে পারিনি। কারণ তার ইহসানগুলো এমন তা আমার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়, তা স্বয়ং আল্লাহ পরিশোধ করবেন।

.

এজন্যই তিনি আবু বকর। আম্বিয়াদের পর সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এরকম একজন মর্যাদার মানুষ আল্লাহর ভয়ে বলতেন, হায় আমি যদি ঘাস হতাম আর কোন বকরি এসে আমায় খেয়ে নিত। একই দ্বীন, একই রাসূলের উম্মত, তারপরও আবু বকর ছিলেন আবু বকর। কেউ তার সমকক্ষ হতে পারেনি। আল্লাহর সাথে ব্যবসায় কেউ কোনদিন তাকে হারাতে পারেনি। জান্নাতের বাগানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও আসাল্লাম আবু বকরের সাথে হাঁটছেন এই দৃশ্য দেখার জন্য হলেও একবার জান্নাতে যেতে চাই, তাদের সাথে জান্নাতের বাগানে হাঁটতে চাই, একবার গিয়ে বলতে চাই, আমি আপনাদের দুজনকে কোনদিন দেখিনি, কিন্তু আমি আপনাদের ভালোবাসতাম, আর জান্নাতে এসে আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম।

.

আল্লাহ যেন কবুল করেন

.

[সংগৃহীত]

ইসলাম গ্রহণের পরদিন।

.

আবু জাহেলের দরজায় উমার(রা:)। সজোরে থাবা পড়লো দরজায়। ভেতর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসু আবু জাহেল-- কি মনে করে?

.

দৃঢ় কণ্ঠে মক্কার অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে উমার (রা:) ঘোষণা করলেন-- "আপনাকে এ কথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর নিয়ে আসা বিধান মেনে নিয়েছি।"

.

এ কথা শোনামাত্র সজোরে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে আবু জাহেল গুঙিয়ে উঠল-- "আল্লাহ তোকে কলংকিত করুক এবং যে খবর নিয়ে তুই এসছিস তাকেও কলংকিত করুক।"

.

আল্লাহ সুবহানাহুতা'য়ালা আল আ'দল-পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারক। ন্যায়বিচার তিনি করেছেন। তিনি কলংকিত উমারকে করেননি, করেছেন আবু জাহেলকে। ১৪০০ বছর থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত তাকে মানুষ ডেকে যাবে আবু জাহেল অর্থাৎ মূর্খের আব্বা বলে। আর উমারকে ডেকে যাবে 'ফারুক' নামে।

.

উমার(রা:) এর ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত মক্কায় সালাত তো বহুত দূর কি বাত ঈমানের ঘোষণাটা পর্যন্ত প্রকাশ্যে দিতে কেউ সাহস করতো না, যদিও হামযা(রা:) এর মতো সাহসী ব্যক্তিত্বও সেসময় তাঁদের মাঝে উপস্থিত ছিল। উমার ছিলেন

প্রবল একরোখা ও ফোকাসড একজন মানুষ। প্রকাশ্য ইসলামের ঘোষণা দিয়েই তিনি বসে থাকবেন এটা ভাবার কোন কারণ নেই। তিনি ঘোষণা দেওয়ার পর লোকজন, দলবল নিয়ে কাবায় চলে গেলেন। চারপাশে কিলবিল করতে থাকা ভয়াবহ সব কাফিরদের নাকের ডগায় বসে সালাত আদায় করে ছাড়লেন।

.

পুরানো চাল নাকি ভাতে বাড়ে। আর আমার বাড়ে শিউরে উঠা পরিমাণ। যতবার উমার (রা:) এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা আর সাহসিকতার পুরানো গল্পগুলো শুনি ততবার। নিজের মাঝে একই সাথে চাপা উত্তেজনা আর আফসোস অনুভব করতে থাকি।

ইসস! যদি একটু তাঁর মতো নায়ক টাইপ হতে পারতাম। আমাকে দেখেও যদি শয়তান রাস্তা বদলে পালাতো। শ'খানেক যুদ্ধ জয় করতে পারতাম নিমিষেই। কাফির নেতাদের সামনে বুকটা ফুলিয়ে বলে আসতে পারতাম -- "মদিনা চলছি। কেউ যদি তার মাকে পুত্র শোক দিতে চায় সে যেন এ উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়।"

.

ইসস যদি পারতাম!

.

#KnowYourHeroes #UmarRA

- Brother Armaan

উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তখন মুসলিম জাহানের খলীফা। আমিরুল মু'মিনীন। তার ছিলো না কোন বালাখানা। ছিল খেজুর পাতার প্রাসাদ। বায়তুল মাল থেকে একটা অতিরিক্ত দিরহামও যাতে নিজ কাজে ব্যবহৃত না হয় তিনি ছিলেন খুব সচেতন।

-

একদিন 'উমার রাদিল্লাহু 'আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "তোমরা আওয়াজ নিচু করো যাতে আমার কথা শুনতে পারো।" বায়তুল মাল থেকে এক টুকরো করে কাপড় বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু দুই টুকরো পরা ছিলেন। সালমান ফারিসি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম! আমরা কিছু শুনবো না, কারণ আপনি আপনার লোকেদের চেয়ে নিজেকে বেশি সুবিধা দিয়েছেন।" "কীভাবে সেটা?" 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আপনার গায়ে দুটুকরো কাপড় যেখানে অন্য সবার গায়ে এক টুকরো।" 'উমার ডাকলেন, "হে আব্দুল্লাহ!" কেউ কোন সাড়া দিলো না। তিনি আবার ডাকলেন। "'উমারের পূত্র আব্দুল্লাহ!" আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু জবাব দিলেন, "আপনার খেদমতে উপস্থিত!" 'উমার বললেন, "আমি আল্লাহর নামে তোমায় জিজ্ঞেস করি, তুমি কি বলবে না যে দ্বিতীয় টুকরোটি তোমার?" আব্দুল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ!" সালমান বললেন, "এবার আমরা আপনার কথা শুনবো।" [1]

-

আরেকটা ঘটনা- একদিন 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একটি সুন্দর ও মোটাতাজা উট দেখতে পেয়ে লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, "এ উট কার?" লোকেরা উত্তর দিলো, "এটি তো আব্দুল্লাহ বিন উমারের ('উমারের ছেলে)।" সাথে সাথে সায়্যিদিনা 'উমার আব্দুল্লাহকে ডেকে পাঠালেন। 'আব্দুল্লাহ যখন এলেন সায়্যিদিনা 'উমার তাকে বললেন, "রহমতপ্রাপ্ত হও, হে 'আমিরুল মু'মিনীনের ছেলে! এ কোন উট?" আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন, "আমি আমার নিজের টাকায় একে কিনেছিলাম। এটি ছিল

রোগা। আমি উটটাকে সরকারী মাঠে ছেড়ে দিতাম। ফলে এটি মোটাতাজা হয়েছে এবং এটি বিক্রি করে আমি লাভবান হবো যেভাবে লোকেরা তা করে থাকে।"
'উমার বললেন, "লোকেরা এ উটকে দেখে হয়ত বলেছে, এটা খলীফার ছেলের উট। একে যত্ন করো। একে পানি খাওয়াও কেননা এটা খলীফার ছেলের উট। ফলে এটা মোটাতাজা হয়েছে যা তোমার জন্য বেশি লাভজনক হয়েছে, হে খলীফার পূত্র! হে আব্দুল্লাহ বিন 'উমার, উটটিকে বিক্রি করে দাও এবং তোমার কেনা দাম রেখে বাকী টাকা বায়তুল মালে রেখে দাও।" [2]

-

আজ মুসলিমদের তথাকথিত নেতারা কাফিরদের কাছে অপমানিত হয় তাদের বিলাসিতার জন্য। আজ তারা শান্তি খুঁজে পায় দুনিয়ায় লোক দেখানো বড়ত্বের মাঝে, লোপাটের মাঝে, দুর্নীতির মাঝে আর কাফিরদের চাটুকার হওয়ার মাঝে। মুসলিমরা এমন জাতি যাদের আল্লাহ সম্মানিত করেছেন দুনিয়া ছাড়ার মাঝে। দুনিয়ার মধ্যে ডুবে গেলে আল্লাহ তাদের অপদস্ত করেন। আর সেটা হতে পারে কাফেরদের দ্বারাও।

-

জেরুজালেম যাওয়ার পথে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন শহরের একদম দ্বারপ্রান্তে, তাঁর হাটে উটের দড়ি, উটের উপর বসে আছেন তার ভৃত্য, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর গায়ে একটি অতি সাধারণ জামা যাতে রয়েছে চৌদ্দটি 'তালি'! মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) আগেই বের হয়ে এসেছেন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর সাথে দেখা করার জন্যে। আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর অতি সাধারণ, চৌদ্দটি তালিযুক্ত জামা, আর উটের দড়ি ধরে আসছেন আর ভৃত্য বসে আছেন উটের উপর এটা দেখে রোমানরা কি মনে করবে তা ভেবে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন!

আমরা এমন এক জায়গায় আছি যেখানকার মানুষজন চাকচিক্য পছন্দ করে, তারা মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখে মানুষকে বিচার করে, সম্মান করে তাই আপনি যদি একটু ভালো পোষাক পড়তেন তাহলে তা খুবই উত্তম হতো।" উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কথায় খুশি হতে পারলেন না, তিনি আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বুকে আঘাত করলেন, আর বললেন, আমি ধারনা করেছিলাম কেউ একজন এই কথাগুলো আমাকে বলবে, কিন্তু আমি তোমার পক্ষ থেকে এই কথাগুলো আশা করিনি।

এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন,

"আমরা হচ্ছি সেই জাতি যাদের আল্লাহ তা'আলা ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, আমরা যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সম্মান খুজি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের অসম্মানিত করবেন।"

[1] The Judgement Against Imperialism, Fascism and Racism and Racism against Caliphate and Islam

[2] Islamic Politics, Politics of Love and Fraternity, Page- 131-132

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন ইয়েমেন থেকে আগত দলটির সামনে। এই দলটি ইয়েমেন থেকে মদিনা হয়ে যাবে ইরাক ও আশ-শাম (বর্তমান সিরিয়া) এর দিকে।

.

ভদ্রলোকটির নাম আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।

.

উমর (রাঃ) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেনঃ

" হে ইয়েমেন বাসি!! তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যার নাম ওয়াইস? "

.

প্রশ্নটি করে উমর (রাঃ) অপেক্ষা করছেন। অনেক দিন থেকেই ইয়েমেনের এই ব্যক্তিটিকে খুঁজছেন তিনি(রাঃ)। প্রতিবারই ইয়েমেন থেকে কোন কাফেলা আসলে উমর (রাঃ) তাদেরকে ওয়াইস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ কোন তথ্য দিতে পারে না। প্রায় প্রতিবারই তাকে হতাশ হতে হয়।

আজকে অবশ্য খালিফা উমর (রাঃ)এর প্রশ্ন শুনে একজন দাঁড়ালেন। বয়সে বৃদ্ধ, বিশাল দাড়ি। তিনি উমর (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

.

" আপনি কোন ওয়াইস এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন সেটা তো জানি না, তবে আমার ভাইয়ের ছেলের নাম ওয়াইস। কিন্তু তার ব্যপারে তো জিজ্ঞেস করার প্রশ্নই আসে না, সে তো এমন বিশেষ কেউ না!! বরং সে এতই গরীব এবং এতই নিঃস্ব যে আপনার পরিচিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সে আমাদের উট গুলোর দেখাশোনা করে। এমনকি আমাদের মধ্যেও তার কোন বিশেষ স্থান নেই।

.

.

বৃদ্ধের কাছে উমর (রাঃ) ওয়াইস সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাইলেন।

বৃদ্ধ বললঃ ইয়া আমিরুল মুমিনীন কেন আপনি তাঁর সম্পর্কে এতকিছু জানতে চাচ্ছেন? আল্লাহর কসম! তার মত এত বোকা আর এত হতদরিদ্র আমাদের মধ্যে আর কেউ নেই।

বৃদ্ধের এই কথা শুনে উমর (রাঃ) তার চোখের পানি আটকাতে পারলেন না। অঝোরে কেঁদে দিলেন। তার কান্না গোপন রইল না। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ

.

" তুমি-ই হত দরিদ্র, সে নয়। কারন আমি প্রিয়নবী রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে- রাবিইয়া আর মুজার গোত্রের লোকদের সমপরিমাণ মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ওয়াইস-এর সুপারিশের উসিলায় মাফ করে দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এখন আমাকে বলো- কোথায় সে?"

বৃদ্ধ বললঃ সে এখন আরাফা'র চুড়ায় রয়েছে। (হজ্জের সময় যে আরাফা'র ময়দানের কথা বলা হয়)

.

.

উমর (রাঃ) তাঁর সাথে আলী (রাঃ) কে নিয়ে দ্রুত আরাফায় গেলেন।

ঐ তো একটা গাছের নিচে বসে ইবাদত করছেন ওয়াইস, আর তার চারপাশে অনেকগুলো উট বিচরণ করছে।

উমর (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) তাঁর সামনে গেলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

আসসালামু আলাইকুম।

ওয়াইস তাঁর ইবাদত শেষ করে তাদের দিকে ফিরে সালামের উত্তর দিলেন।

.

তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কে তুমি?

সে বললঃ আমি উট দেখাশোনা করি এবং একটি গোত্রের কাজের লোক।

তারা বললঃ আমরা তোমাকে তোমার পশু পালনের ব্যপারে জিজ্ঞেস করিনি, এমনকি তুমি কোন গোত্রের কাজের লোক কিনা সেটাও জানতে চাইনি। আমরা জানতে চাচ্ছি তোমার নাম কি?

সে বললঃ আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা)

তারা বললঃ এই আসমান এবং জমিনে যত আল্লাহর সৃষ্টি আছে সব -ই আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তোমার নাম কি? যেটা দিয়ে তোমার মা তোমাকে সম্বোধন করেন?

সে বললঃ তোমরা আমার কাছে কি চাও?

তারা বললঃ " রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আমাদেরকে ওয়াইস আল কারনি নামে এক ব্যক্তির কথা বলেছিলেন। তাঁর বর্ননা অনুযায়ী সেই ব্যক্তির থাকবে নিলাভ কালো চোখ এবং তাঁর বাম কাঁধের নিচে এক দিরহামের মত একটা সাদা দাগ থাকবে। "

তাই দয়া করে আমাদেরকে দেখতে দাও যে তোমার ঐ সাদা দাগটা আছে কিনা!! তাহলেই আমরা বুঝবো আমরা যাকে খুঁজছি সে তুমি কি না?

.

ওয়াইস তখন তাঁর বাম কাঁধ উন্মুক্ত করে দেখালেন। দেখা গেল, তাঁর বাম কাঁধের নিচের অংশে দিরহামের ন্যায় সেই সাদা দাগটা স্পষ্টভাবে ফুটে আছে। উমর (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এর বুঝতে অসুবিধা হল না যে এই সেই ওয়াইস আল কারনি। যার কথা অনেক অনেক বছর আগে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বলেছিলেন।

.

.

একটু পেছনে। তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত। তিনি একটি হাদিসে কুদসী বর্ননা করেছিলেন (আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত হয়েছে হাসিদটি)। যেখানে তিনি বলেন,

.

যে আল্লাহ বলেনঃ

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ভালোবাসেন তার সৃষ্টিকে-

যে মুত্তাকী (আল্লাহকে সীমাহীন ভয় করে ও প্রচন্ড ভালোবাসে) ও যার অন্তর পরিশুদ্ধ।

তাদেরকে যারা নিজেদের গোপন রাখে এবং তাদেরকে যারা নিরপরাধ।

যার মুখমন্ডল ধুলোয় মলিন, যার চুল এলোমেলো, যার পেট খালি।

আর সে যদি শাসকের সাথে দেখা করার অনুমতি চায়, তাহলে তাকে সে অনুমতি দেয়া হয় না।

আর সে যদি একটু সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বিয়ে করতে চায়, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

আর সে যদি দুনিয়ার কিছু ত্যাগ করে, সেটা কখন-ই তার অভাব বোধ করে না।

আর সে যদি কোথাও থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে তার বের হয়ে যাওয়া-ও কেউ খেয়াল করে না।

সে যদি অসুস্থ হয়, তাহলে তাকে কেউ দেখতে আসে না।

আর সে যদি মারা যায়, তাহলে তাকে কবর পর্যন্ত পৌছে দিতেও কেউ আসে না।"

.

এই হাদিস শুনে সাহাবারা তখন রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ

"ইয়া রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরকম একজন ব্যক্তিকে আমরা কিভাবে খুঁজে পাব?

রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ ওয়াইস আল কারনি হচ্ছে এমনই একজন ব্যক্তি।

তখন সাহাবারা জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ কে এই ওয়াইস আল কারনি?

রাসূলে কারীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ

.

তার শরীরের রং কালো, কাঁধ প্রশস্ত, উচ্চতা মাঝারি, তার দাড়ি তার বুক পর্যন্ত লম্বা।

তার চোখ সবসময় অবনমিত থাকে সিজদার স্থানে।

তার ডান হাত থাকে তার বাম হাতের ওপর।

সে একান্তে এমনভাবেই কাঁদে যে তার ঠোঁট স্ফীত হয়ে যায়।

সে একটা উলের পোশাক পরে এবং আসমানের সবাই তাকে চেনে।

যদি সে আল্লাহর নামে কোন শপথ করে, সে তা পালন করে।

তার ডান কাঁধের নিচে একটা সাদা দাগ রয়েছে।

.

যখন শেষ বিচারের দিন আসবে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ করো তখন ওয়াইসকে বলা হবে- 'দাঁড়াও এবং সুপারিশ কর।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তখন তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী মুজির এবং রাবিয়া (ওয়াইস আল কারনির দুই গোত্রের নাম) গোত্রের লোকসংখ্যার সমপরিমাণ লোককে ক্ষমা করে দেবেন।

সুতরাং হে উমর এবং আলী, তোমরা যদি কখনো তার দেখা পাও তাহলে তাকে বলবে- তোমাদের জন্যে যেন সে আল্লাহর কাছে ক্ষমার সুপারিশ করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন।"

.

রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়াইস সম্পর্কে আরো বলেছিলেন যেঃ

তার ঘরে বৃদ্ধা মা আছে। যার পুরো দেখা শোনা ওয়াইস করে এবং বৃদ্ধা মা -কে দেখা শোনার জন্যে সে ইসলাম গ্রহনের পর-ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে দেখা হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

.

[নোটঃ ওয়াইস আল কারনি তার মায়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী হওয়ার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। তাই রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় ইসলাম কবুল করলেও তিনি তাবেঈ রয়ে যান।]

.

.

এই ঘটনার পর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর তাঁদের মাঝে নেই। আবু বকর (রাঃ) ও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এর মধ্যে শত অনুসন্ধানের পরও ওয়াইস আল কারনিকে খুঁজে পাননি তারা। আর আজকে রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ননাকৃত সেই ওয়াইস আল কারনি তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

.

উমর (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) ওয়াইস আল কারনি কে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি-ই সেই ওয়াইস আল কারনি। সুতরাং আপনি

আল্লাহর কাছে আমাদের জন্যে ক্ষমার সুপারিশ করুন এবং আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করুন।

উত্তরে ওয়াইস বললেনঃ কোন আদম সন্তান বা নিজেকে আমি ক্ষমা করানোর ক্ষমতা রাখি না, তবে এই জমিনে ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার নারী রয়েছে। যাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।

তারা বললেনঃ সত্যিই তাই।

তখন তিনি বললেনঃ আপনারা দুজন আমার সম্পর্কে জানেন এবং আমি-ও আমার অবস্থান সম্পর্কে জানি। কিন্তু আপনারা কারা?

আলী (রাঃ) তখন উমর (রাঃ) কে দেখিয়ে বললেনঃ ইনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব এবং আমি হচ্ছি আলী বিন আবু তালিব।

ওয়াইস তাঁদের পরিচয় শুনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমিরুল মুমিনীন এবং আলী আপনাকেও। আল্লাহ আপনাদেরকে এই উম্মাহর খিদমাতের জন্যে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তারাও বললঃ আল্লাহ আপনাকেও উত্তম প্রতিদান দিন।

এর পর ওয়াইস আল কারনি তাঁদের জন্যে দোয়া করলেন।

উমর (রাঃ) ওয়াইস আল কারনিকে বললেনঃ "এখন থেকে তুমি দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য আমার বন্ধু।"

.

ওয়াইস আল কারনি জানেন দুনিয়ার জীবনে উমরের বন্ধু হওয়া মানে সুখ্যাতি এবং একটি সচ্ছল জীবন। তাই তিনি উমর (রাঃ) এর বন্ধুত্ব তো গ্রহন করলেন কিন্তু খুব বিনয়ের সাথে তাঁর সাথে আসা সচ্ছলতা এবং সুনাম যা উমর (রাঃ) এর মাধ্যমে তিনি পেতে পারতেন তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি যেমন আছেন ঠিক তেমনই থাকার ইচ্ছে পোষণ করলেন।

উমর (রাঃ) বললেনঃ তুমি কোথায় যেতে চাও এখন?

ওয়াইস আল কারনি বললেনঃ ইরাকের কুফায়।

উমর (রাঃ) বললেনঃ ঠিক আছে। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি কুফার গভর্নরকে। যেন সে তোমার দেখাশোনায় মনযোগী হয়।

ওয়াইস বললেনঃ দয়া করে এই কাজ করবেন না। কারন আমি নিজেকে এইভাবে অচেনা রাখতেই পছন্দ করি। আমি আল্লাহর রাস্তায় এভাবে-ই অপরিচিত হয়ে থাকতে চাই।

এরপর তিনি কুফায় চলে যান। সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। এইভাবে কেটে যায় আরও কিছু বছর।

.

.

একবার কুফা থেকে ওয়াইস আল কারনির গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মদিনায় আসেন। তার কাছে উমর(রাঃ) ওয়াইস আল কারনি কেমন আছেন তা জানতে চান। খলিফা ওয়াইস আল কারনির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন দেখে সে ব্যক্তি বেশ অবাক হয়!

সে খালিফা উমর (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেঃ আমি তাঁকে দারিদ্রতায় নিমজ্জিত দেখে এসেছি। তাঁর ঘরে কোন আসবাবপত্র-ও নেই। কিন্তু আপনি এই ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

উমর (রাঃ) সেই ব্যক্তিকে বললেনঃ যদি তুমি তাঁর দেখা পাও, তাঁকে বলবে তোমার জন্যে দোয়া করতে। কারণ রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা আমাদের বলেছিলেন।

.

সেই ব্যক্তি কুফায় ফিরে ওয়াইসের সাথে দেখা করে।

.

তাঁকে বলেঃ ওহে ওয়াইস! আপনি আমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

ওয়াইস বললেনঃ তুমি নিজে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কারন তুমি তো মাত্র সফর করে আসলে! আর মুসাফিরের দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন।

সে বললোঃ না না! আমি চাই আপনি-ই আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

ওয়াইস আল কারনি একটু চুপ থাকলেন, তারপর বললেনঃ তোমার সাথে কি উমরের দেখা হয়েছিল?

সে বললঃ হ্যাঁ।

ওয়াইস আল কারনি বুঝতে পারলেন সব ঘটনা। তিনি কিছু বললেন না। তিনি ঐ ব্যক্তির জন্যে দোয়া করলেন।

.

এই ঘটনা পুরো কুফায় আগুনের মত ছড়িয়ে পড়লো। সবাই জেনে গেল ওয়াইস আল কারনি সম্পর্কে।

নিজেদের আল্লাহর দরবারে মাফ করিয়ে নিতে মানুষজন যখন ওয়াইসের খোঁজে তাঁর বাড়ি এলো, তারা দেখতে পেল বাড়ি খালি পরে আছে। ওয়াইস সেখানে নেই।

নাম, যশ, খ্যাতি সবকিছুকে দু'হাত দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে একমাত্র আল্লাহর জন্যে জীবিত ছিলেন তিনি। তাঁর তাক্বওয়া, তাঁর মর্যাদা- তিনি কারো কাছে প্রকাশ করতে চান নি। একমাত্র আল্লাহর জন্যেই সব করেছেন এবং আল্লাহর কাছ থেকেই ইনশা আল্লাহ তিনি এর বিনিময় পাবেন।

সত্যি-ই। ওয়াইস আল কারনি একজন অপরিচিত সেলিব্রিটি।

আল্লাহ আমাদের সকল কথা এবং কাজকে পরিপুর্ণ ইখলাসের চাদর দিয়ে ঢেকে দিন। আমিন।

-

সংগৃহীত

ইসলাম গ্রহণের পরদিন।

.

আবু জাহেলের দরজায় উমার(রা:)। সজোরে থাবা পড়লো দরজায়। ভেতর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসু আবু জাহেল-- কি মনে করে?

.

দৃঢ় কণ্ঠে মক্কার অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে উমার (রা:) ঘোষণা করলেন-- "আপনাকে এ কথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর নিয়ে আসা বিধান মেনে নিয়েছি।"

.

এ কথা শোনামাত্র সজোরে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে আবু জাহেল গুঙিয়ে উঠল-- "আল্লাহ তোকে কলংকিত করুক এবং যে খবর নিয়ে তুই এসছিস তাকেও কলংকিত করুক।"

.

আল্লাহ সুবহানাহুতা'য়ালা আল আ'দল-পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারক। ন্যায়বিচার তিনি করেছেন। তিনি কলংকিত উমারকে করেননি, করেছেন আবু জাহেলকে। ১৪০০ বছর থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত তাকে মানুষ ডেকে যাবে আবু জাহেল অর্থাৎ মূর্খের আব্বা বলে। আর উমারকে ডেকে যাবে 'ফারুক' নামে।

.

উমার(রা:) এর ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত মক্কায় সালাত তো বহুত দূর কি বাত ঈমানের ঘোষণাটা পর্যন্ত প্রকাশ্যে দিতে কেউ সাহস করতো না, যদিও হামযা(রা:) এর মতো সাহসী ব্যক্তিত্বও সেসময় তাঁদের মাঝে উপস্থিত ছিল। উমার ছিলেন

প্রবল একরোখা ও ফোকাসড একজন মানুষ। প্রকাশ্য ইসলামের ঘোষণা দিয়েই তিনি বসে থাকবেন এটা ভাবার কোন কারণ নেই। তিনি ঘোষণা দেওয়ার পর লোকজন, দলবল নিয়ে কাবায় চলে গেলেন। চারপাশে কিলবিল করতে থাকা ভয়াবহ সব কাফিরদের নাকের ডগায় বসে সালাত আদায় করে ছাড়লেন।

.

পুরানো চাল নাকি ভাতে বাড়ে। আর আমার বাড়ে শিউরে উঠা পরিমাণ। যতবার উমার (রা:) এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা আর সাহসিকতার পুরানো গল্পগুলো শুনি ততবার। নিজের মাঝে একই সাথে চাপা উত্তেজনা আর আফসোস অনুভব করতে থাকি।

ইসস! যদি একটু তাঁর মতো নায়ক টাইপ হতে পারতাম। আমাকে দেখেও যদি শয়তান রাস্তা বদলে পালাতো। শ'খানেক যুদ্ধ জয় করতে পারতাম নিমিষেই। কাফির নেতাদের সামনে বুকটা ফুলিয়ে বলে আসতে পারতাম -- "মদিনা চলছি। কেউ যদি তার মাকে পুত্র শোক দিতে চায় সে যেন এ উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়।"

.

ইসস যদি পারতাম!

.

#KnowYourHeroes #UmarRA

- Brother Armaan

সাহাবীগণ কেমন ছিলেন সে ব্যাপারে আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

"ওয়াল্লাহি! আমি নবিজীর ﷺ সাহাবীদের মত কাউকেই আজকের দিনে দেখিনি।

তারা যখন সকালে জাগ্রত হতেন তখন তাদের দেখে মনে হত তারা বুঝি সারারাত ছাগল চরিয়েছেন। তাদের কাপড় আর চুলগুলো থাকতো অগোছালো। তারা তো রাত পার করতেন আল্লাহকে রুকু-সিজদা আর কুরআন তিলাওয়াত করে করে। কপাল আর পায়ের অদলবদলেই তো তাদের রাত কেটে যেতো।

আবার যখন তারা সকালে জেগে উঠতেন তখন আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন হতেন। তাদের দেখে মনে হতো তারা যেন সেই গাছের মতো যার শাখা-মঞ্জুরি বাতাসে ঘন ঘন দোল খাচ্ছে।

তাদের চোখ থেকে এত অবিরল পানি পড়তো যে তাদের কাপড় ভিজে যেতো। আর এখন তো মনে হয় লোকেরা অজ্ঞানতা আর গাফিলতির মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে।'

বইঃ Winning The Heart of Your Wife.

#Know_Your_Heroes

কাশ্মীরের ওই উপত্যকাগুলোও জেরুজালেমের সেই পর্বতমালা চিনে।

.

সমরকন্দের সুউচ্চ মিনারগুলো তো আজও ডাকছে ইস্তাম্বুলের সেই গম্বুজগুলোকে।

.

ইরাকের প্রবহমান নদীগুলো অভ্যর্থনা জানায়, বসনিয়ার চিরচেনা সেই সেতুগুলোকে।

.

মৌরিতানিয়ার ওই তাঁবুগুলো চেয়ে থাকে দিমাশকের সেই প্রাসাদগুলোর দিকে।

.

ইন্দোনেশিয়ার ওই বনরাজির একটুও সময় লাগে না, আরবের বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িকে চিনে নিতে।

.

কায়রোর বাজারগুলো মুগ্ধ হয়ে যায়, লাহোরের সেই বাগানগুলোর ঘ্রাণে।

.

আমরা সবাই আন্দালুসিয়ার ঝর্ণাধারা থেকে পান করেছি। আমরা হেঁটেছি আগ্রার সেই মার্বেলের উপর দিয়ে। সবাই মিলে গড়ে তুলেছি সর্বশ্রেষ্ঠ এ জাতিকে। আজও আমরা বসবাস করি এ উম্মাতের সুবিশাল ছায়াতলে।

.

আমরা সবাই পবিত্র সেই কা'বার দিকেই প্রার্থনা করি, প্রিয়জনদের কল্যাণ কামনায় রত থাকি। আমরা প্রার্থনা করি সুমহান সে রবের কবুলিয়্যাতের তরে, এই দুনিয়ায় এবং পরকালেও।

.

এই উম্মাহ্ নিজেকে চিনে। এই উম্মাহর আছে গৌরবময় ইতিহাস, যা সে স্মরণ করিয়ে দেয় অবিরাম।

.

এই উম্মাহ তো একই ঝর্ণাধারা থেকে প্রবাহিত হয়ে বিস্তৃত হয়েছে জগৎময়।

.

এই উম্মাহ্ ঘোষণা দেয় এক ও অভিন্ন বাক্যের--লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

.

এই উম্মাহর গন্তব্য চিরসুখের জান্নাত। আর সেই অভিন্ন গন্তব্যে এসেই আমরা স্থির হবো।

.

শুধু প্রয়োজন উম্মাহকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার, ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়ার...

.

[একটি ইংরেজি পোস্টের ভাবানুবাদ]

{The Greatest Ummah পেইজ থেকে সংগৃহীত}

#KnowYourUmmah

কিছু কিছু ঘটনা মাঝে মাঝে এত নাড়া দিয়ে যায়, মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। কিছুই আর ভালো লাগে না তখন। নিজেকে অনেক সামান্য, অনেক বেশি দুর্বল, অনেক বেশি অসম্পূর্ণ মনে হয়।

.

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফাহ 'উমার রাতে টহল দিতেন–এ কথা সবাই জানি কমবেশি। অনেক প্রবাদতূল্য ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে ইতিহাস। এরকমই একটা ঘটনা আজ এই শীতের প্রকোপে আরও বেশি ঠাণ্ডা ধরিয়ে দিল মেরুদণ্ডে।

.

খালীফাহ 'উমারের মুক্তদাস আসলাম বলেছেন, "'উমার একদিন কালো আগ্নেয় পাথুরে এক এলাকায় গেলেন। আমিও তার সাথে গেলাম। (মাদীনা থেকে তিন মাইল দূরে) সারারে যেয়ে দেখি কিছু দূরে আগুন জ্বলছে। তিনি বললেন, 'আসলাম, মনে হচ্ছে কিছু সফরকারী রাত আর ঠাণ্ডার প্রকোপে এখানে যাত্রাবিরতি করেছেন। চলো দেখে আসি।'

.

দ্রুতপদে তাদের কাছে গিয়ে দেখলাম এক নারীর সঙ্গে কিছু শিশু। আগুনচুলোয় একটা হাঁড়ি বসানো। বাচ্চারা কাঁদছে। 'উমার বললেন, 'আস-সালামু 'আলাইকুম, আলোবাসী (তিনি আগুনবাসী বলতে চাননি)।'

.

নারীটি বললেন, 'ওয়া 'আলাইকুমুস-সালাম।'

.

'আমি কি কাছে আসতে পারি?'

.

'ভালো কিছুর উদ্দেশ্য থাকলে আসুন। নইলে চলে যান।'

.

তিনি কাছে এসে বললেন, 'কী হয়েছে আপনাদের?'

.

'রাত আর শীত আমাদের এখানে আটকে রেখেছে।'

.

'বাচ্চাদের কী হয়েছে? কাঁদছে কেন ওরা?'

.

'ক্ষিধে পেয়েছে ওদের।'

.

'হাঁড়িতে কী?'

.

'ওরা যাতে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এজন্য পানি চড়িয়েছি। আল্লাহ আমাদের আর 'উমারের মাঝে বিচার করবেন।'

.

'আল্লাহ আপনাকে দয়া করুক। 'উমার কীভাবে আপনাদের কথা জানবে?'

.

'সে আমাদের দায়িত্ব নিতে পারবে, আর আমাদের অবস্থা জানতে পারবে না?'

.

'উমার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'চলো।'

.

আমরা এক দৌড়ে মজুদঘরে ঢুকলাম। ওখানে গম রাখা ছিল। তিনি বড় দেখে একটা গমের বস্তা বের করে বললেন, 'এটা আমার পিঠে উঠিয়ে দাও।'

.

আমি বললাম, 'আমাকে দিন, আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

.

'বিচারদিনে কি তুমি আমার বোঝা বইবে?'

.

আমি তার পিঠে বস্তাটা উঠিয়ে দিলাম। তিনি খুব দ্রুত আবার সেই জায়গায় চলে এলেন। সাথে আমিও। ওদের কাছে পৌঁছে বস্তাটা নামিয়ে রাখলেন। বস্তা থেকে কিছু গম বের করে সেই নারীকে দিয়ে বললেন, 'এটা তৈরি করে দিন। আমি রান্না করে দিচ্ছি।'

.

তিনি হাঁড়ির নিচে ফুঁ দিতে লাগলেন। তার দাঁড়ির ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বের হতে লাগল। তিনি রান্না করে তার কাছে নিয়ে বললেন, 'কিছু একটা দিন।'

.

তিনি একটা পাত্র দিলে তিনি পুরোটা সেখানে ঢাললেন। এরপর বললেন, 'ওদের খাওয়ান। আমি এটা ছড়িয়ে (ঠাণ্ডা করে) দিচ্ছি।'

.

বাচ্চাগুলো পেট ভরে খেল। বাকি খাবারটা তাদের মায়ের জন্য রেখে দিলেন। তিনি উঠে গেলেন তারপর। আমিও। নারীটি বললেন, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান (আল্লাহ আপানাকে ভালো পুরস্কার দিক)। আমাদের আমীরুল-মু'মিনীনের চেয়ে আপনি খলীফাহ হওয়ার বেশি যোগ্য।'

.

তিনি বললেন, 'ভালো কিছু বলুন। আপনি আমীরুল-মু'মিনীনের কাছে গেলে, আল্লাহ চাইলে আমাকে সেখানে পাবেন।'

.

এরপর তিনি হেঁটে তাদের থেকে কিছু দূর এসে আবার তাদের দিকে ফিরে বসলেন। আমি বললাম, 'আরও কিছু বাকি আছে?'

.

তিনি আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না। আমরা দেখলাম বাচ্চাগুলো একে অন্যের সঙ্গে খেলা করে এক সময় শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আসলাম, পেটের ক্ষিধায় ওরা জেগে ছিল, কান্না করছিল। শেষের দৃশ্যটা না দেখা পর্যন্ত ফিরতে মন সায় দেয়নি।'"

.

[উদ্ধৃতিসূত্র: আল-কামিল ফীত-তারিখ, ২/২১৪, আত-তাবারি ৫/২০০

হযরত ওমর রা.- এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি একবার মসজিদে নবাবীতে খুৎবা দেয়ার জন্যে গেলেন। এ সময় তাঁর পরিধানে একটি দামী জামা ছিল। খুৎবা শেষে বাড়িতে গিয়ে জামা খুলে বললেনঃ আমি আর কখনো এ কাপড় পড়ব না। কারণ এ কাপড় পরিধান করার দ্বারা আমার মনে অহংকার ও বড়ত্বের অনুভূতি এসেছে। এ জন্যে ভবিষ্যতে আর কখনো এ কাপড় গায়ে দেব না।

.

আল্লাহ তা'আলা হযরত ওমর রা.-এর অন্তর আয়নার মতো পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, যার জন্যে এ সামান্য বস্তুও খারাপ লাগত। অথচ এ মূল্যবান জামা গায়ে দেয়া হারামের কিছুই ছিলনা।

.

এর উদাহরণ হলো, একটি দাগযুক্ত কাপড়। যে কাপড়ের জায়গায় জায়গায় দাগ লেগে আছে। যদি সে কাপড়ে আবার একটি নতুন দাগ লেগে যায় তাহলে কোন খারাপ অনুভূতি আসবেনা। আমাদেরও একই অবস্থা। অন্তর পাপাচারে ভরপুর। তাই সেগুলোর সাথে আরেকটি পাপকার্য করলে তার অনুভূতি মনে দাগ কাটে না। কিন্তু যাদের অন্তর আয়নার মত পরিষ্কার তাদের দৃষ্টান্ত হলো সাদা কাপড়ের মত। সাদা কাপড়ে যদি সামান্যও দাগ লাগে তাহলে তা বহুদূর থেকে দেখা যায়। আল্লাহওয়ালাদের অন্তরও তেমনি সাদা কাপড়ের মতো পরিষ্কার। তার মধ্যে যদি সামান্য গুনাহর ছোঁয়াও লাগে তাহলে এটাও তাদের সহ্য হয়না।

.

হযরত ওমর রা.-এর এ ঘটনার দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয় যে, পোশাকের প্রতিক্রিয়া মানুষের কাজ-কর্ম এবং চরিত্রের ওপরও আক্রমণ করে।

লোকদের মধ্যে রাসূল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে বেশী বাগ্মিতার অধিকারী, সুবক্তা। সবাই তার কথা শুনতে ভালোবাসত। তার কথা বলার ধরন ছিল অত্যন্ত সুন্দর। না তিনি অতি দ্রুত কথা বলতেন, না তিনি অতি ধীরে কথা বলতেন। প্রত্যেকটি শব্দ পরিস্কারভাবে উচ্চারণ করতেন। তাই কেউ যদি শুনতে চাইতেন কোন কথা রাসূল কয়বার বললেন, তিনি তা অনায়াসেই শুনতে পারতেন।

আয়িশাহ (রা) বলেন, "তোমরা যেভাবে কথা বলো, আল্লাহর রাসূল ﷺ সেভাবে কথা বলতেন না। তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতেন যাতে করে রাসূলের কাছে বসে কথা শুনছেন এমন কেউ রাসূলের কথা মুখস্থ করে নিতে পারেন।"

রাসূল ﷺ শুধু নিজেই কথা বলতেন না, প্রায়ই সাহাবীদের সাথে কথোপকথন করতেন। কখনো তিনি সাহাবীদের প্রশ্ন করতেন যাতে সাহাবীগণ উত্তর জানার ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করেন। একবার তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদের বলব সবচেয়ে বড় গুনাহ কী?" সাহাবীগণ বললেন, "দয়া করে আমাদের বলে দিন, হে আল্লাহর রাসূল!"। তখন রাসূল জবাব দিলেন, "আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া এবং ওয়াদা ভঙ্গ করা।"

আবার কখনো বা রাসূল ﷺ সাহাবীদের কাছে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন যাতে আরো গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারে সাহাবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।

উদাহারণস্বরুপ, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কী জান কে দেওলিয়া?"

সাহাবীগণ বললেন, "দেওলিয়া হচ্ছে সেই ব্যাক্তি যার কোন অর্থ বা সম্পত্তি নেই।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যাক্তি প্রকৃত দেওলিয়া, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাতের ভাল হিসাব নিয়ে আসবে; অথচ সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, অমুককে হত্যা করেছে ও আরেকজনকে প্রহার করেছে। এরপর ওইসব লোকদেরকে তার নেক আমল থেকে বদলা হিসেবে দিয়ে দেয়া হবে। এভাবে পাওনাদারদের হাক্ব এর ঋণ পরিশোধের আগেই তার নেক আমল নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের পাপের একাংশ তাদের কাছ থেকে নিয়ে ওই ব্যাক্তির প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। পরিশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

মাঝে মাঝে রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করতেন যাতে সাহাবীগণ উত্তরের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করেন। একবার রাসূল সাহাবীদের প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা বলতো কোন সে গাছ, যার প্রকৃতি মুসলিমদের মত। সে তার পাতা কখনো বিসর্জন দেয় না আর সারাবছরই ফল দান করে?"

সাহাবীগণ নানা প্রজাতির গাছের নাম বললেন যা বিভিন্ন স্থানে জন্মায়। কিন্তু প্রত্যেকবার রাসূল তাদের উত্তরকে নাকচ করে দিলেন। সেখানে যে দশজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা)। তিনি ভাবলেন এর উত্তর হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আশেপাশে তাকিয়ে তিনি আবু বকর আর নিজ পিতা, উমারের মত সাহাবীদের দেখে উত্তর দেয়ার সাহস পেলেন না। পরে রাসূলই বলে দিলেন, এটি হচ্ছে খেজুর গাছ।

একবার নবীজি ﷺ সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) এর সাথে দেখা করতে গেলেন। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন, "সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" (অর্থঃ তোমাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে শান্তি, রাহমাহ আর বারাকাহ বর্ষিত হোক)।

সা'দ সালাম শুনে মনে মনে জবাব দিলেন যাতে নবীজি ﷺ শুনতে না পান।

নবীজি ﷺ আবারও বললেন, "সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।"

সা'দ এবারও মনে মনে জবাব দিলেন।

এভাবে মোট তিনবার ঘটার পর নবীজি ﷺ চলে যেতে উদ্যত হলেন। সা'দ তাড়াতাড়ি নবীজির সামনে এসে বললেন,

"যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন সেই রবের শপথ, আমি প্রত্যেকবার আপনার সালামের জবাব দিচ্ছিলাম। আমি তো শুধু চাচ্ছিলাম, আপনি যাতে আল্লাহর রহমতের দোয়া আমাদের জন্য আরো বেশি করতে থাকেন (তাই চুপ ছিলাম)।"

বইঃ A day in the life of Muhammad ﷺ

একজনের বয়স ছিল ১৪, অপরজনের ১৩।

বদরের ময়দানে দুইজন আনসারী যোদ্ধা মু'আয ইবন আমর ইবন আল জামুহ এবং মু'আউইজ ইবন 'আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

ময়দানে হন্য হয়ে খুঁজছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর সবচেয়ে বড় দুশমনকে যাকে ওইসময়ের মুশরিকরা বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণ্য করতো। আব্দুর রাহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পেয়ে জানতে চাইলেন আবু জেহেলকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

আব্দুর রাহমান (রাঃ) কারণ জানতে চাইলে উত্তর এলো," আমি শুনেছি এই লোক আমাদের রাসুল(ﷺ) প্রতি গালাগাল দেয়। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর সত্ত্বার কসম যদি তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ে তাহলে হয় আমি মরব না হয় সে মরবে।"

আব্দুর রাহমান (রাঃ) চিহ্নিত করা মাত্রই তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুশরিকদের শিবিরে ঢুকে মু'আজ (রাঃ) আবু জেহেলের পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে ফেললেন এবং মু'আউইজ (রাঃ) আরেক আঘাতে মৃতপ্রায় করে দিলেন।

এই সংঘর্ষে মু'আজ (রাঃ) একটি হাত হারালেন, এবং অপর বীর মুজাহিদ বদরের যুদ্ধেই বড় ভাইয়ের সাথে শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

তারা ছিলেন এমন বয়সের যারা আমাদের যুগের ভাষ্যমতে বাচ্চা ছেলে যাদের জীবন কাটে ক্রিকেট খেলে, ভিডিও গেমস খেলে। তারা আবু জেহেলকে কুপোকাত করার পর আবু জেহেলকে হত্যার ক্রেডিট নেয়ার জন্য তর্ক শুরু করলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সামনে।

ভাবা যায়?

তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি এমন ভালোবাসা কিভাবে জন্মালো? কাদের প্রভাবে তারা এরকম ব্রেইনওয়াশড(!) হলেন? একটি বইয়ে পড়েছিলাম তাদের একজনের মা আদেশ করেছিলেন তারা যেন আবু জেহেলকে হত্যা করা ব্যতীত ঘরে না ফিরে।

আমাদের কারো এরকম ভালোবাসা কি আছে ওই মানুষটার জন্য যিনি আমাদের জন্য কেঁদে কেঁদে রাত কাটাতেন? কতটুকু চিনেছি আমরা তাঁকে?

•Brother Raihan Ibn Tahir

আপনাদের কি সুহাইল 'আমরের কথা মনে আছে? জানেন কী করেছিলেন উনি?

.

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে "বিসমিল্লাহ"র পর "আর-রাহমানির-রাহীম" লিখতে চরম আপত্তি জানিয়েছিলেন। 'আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তো সেই শব্দ দুটো কোনোভাবেই মুছতে চাইলেন না। পরে নবিজি ﷺ নিজ হাতে সে জায়গাটা মুছে দিলেন।

.

মজার ব্যাপার হলো বিদায়হাজ্জের দিন এই সুহাইল 'আম্‌র রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নবিজির কাছে কুরবানির পশুগুলো এনে দিতেন। আর নবিজি ﷺ কুরবানি করতেন। নবিজি যখন মাথামুণ্ডন করলেন সাহাবি সুহাইল তাঁর কল্যাণময় আশীর্বাদধন্য চুলগুলো তার চোখের কাছে রাখলেন বারাকাহ নিতে।

.

অষ্টম, নবম, দশম...–কত নাম্বার র‍্যাংকিং দেওয়া যায় এটাকে আশ্চর্জনক ঘটনা হিসেবে?

.

ইসলামের চরমতম শত্রুরা, নবিজির ঘোরবিরোধীরা এভাবে ইসলামকে এত আপন করে নিলেন। নবিজিকে এত ভালোবাসলেন। আর আমরা কী করছি দেখুন তো?

.

কার্টেসি- সিয়ান পাবলিকেশান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বা বাসমালাহ -তে আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল - এর তিনটি নামের উল্লেখ আছে। যার মধ্যে প্রথমটি হল রাব্বুল 'আলামীনের সর্বাধিক প্রচলিত, সর্বাধিক ব্যবহৃত নাম; "আল্লাহ"। প্রতিদিনই অনেক বার আমরা এ নামটি উচ্চারণ করি। নিজের অজান্তেই আমরা অনেক সময় নামটি উচ্চারণ করি। ভয়ের সময়, আতঙ্কের সময়, আনন্দের সময়। এ নামের মালিককে স্মরণ করি। একেবারে 'আবিদ মুসলিম থেকে শুরু করে হারামে নিমজ্জিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করা মুসলিম - কখনোই এ নামের সাথে একজন মুসলিমের সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। কিন্তু আমরা কি এ নামের তাৎপর্য সম্পর্কে জানি? জানি এর অর্থের গভীরতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে? ঠিক যেমন 'বাসমালাহ' - এর মধ্যে তাওহীদের মূল শিক্ষা অন্তর্নিহিত, তেমনিভাবে 'আল্লাহ' - এ নামের মাঝে নিহিত আছে তাওহীদের শিক্ষা।

বাসমালাহ নিয়ে আজকের আলোচনায় বাসমালাহর ব্যবহারের পাশপাশি আমরা শিখবো 'আল্লাহ' - এ নামের তাৎপর্য।

.

ডাউনলোড লিংকঃ

স্ট্রিমিং অডিও (রেকোমেন্ডেড) - https://audiomack.com/.../tawheed-series-by-shaykh-ahmad-musa...

(পুরা অ্যালবাম দেয়া আছে, এপিসোড - ৩ শুনুন)

আর্কাইভ - https://audiomack.com/.../tawheed-series-by-shaykh-ahmad-musa...

যুবকের মুখ ভর্তি দাড়ি। পাগড়ীটাও বেধেছে সুন্দর করে।

দেখলে কে বলবে যে এই যুবক একজন মাওলানা। মধ্যম গড়ন। না বেশ মোটা, আবার না পাতলা। উচ্চতা প্রায় ছয় ফিট ছয় ইঞ্চি।

হাতে রকেট প্রোপেল্ড গ্রেনেড (আরপিজি)।

উদ্দেশ্য - অন্তত শত্রুদের একটা গাড়িকে আরপিজি দিয়ে উড়িয়ে দেয়া।

গেরিলা যুদ্ধে, বিশেষ করে যখন বিশাল ট্যাংক আর গাড়ি বহরের বিপক্ষে পায়ে হেটে যুদ্ধ করতে হয় তখন এই আরপিজি খুব কাজে দেয়।

সব গেরিলা যোদ্ধাদেরই এটা একটা বিশ্বস্ত সাথী।

যুবকটির হাতের আরপিজিটা রাস্তার দিকে তাক করা।

শত্রু বাহিনী বেশ কিছু ট্যাংক, সাজোয়া গাড়িসহ বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে এগিয়ে আসছে।

যুবকটি শত্রু বাহিনীর একটা গাড়িকে লক্ষ্য করে তার হাতের আরপিজি থেকে ফায়ার করলো।

সাথে সাথে তার ছোড়া গ্রেনেড উড়িয়ে দিল শত্রু বহরের একটি গাড়ি।

এই আকস্মিক আক্রমনে শত্রু বাহিনী হতঃবিহবল হয়ে পড়ল।

তারা যুবকের দিকে এলোপাথারি গুলি করা শুরু করল।

যুবকটি তার কয়েকজন সাথীদের

নিয়ে রাস্তার পাশের

একটা মসজিদে আশ্রয় নিল।

শত্রুদের গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করল
মসজিদটির দেয়াল। যুবকটিও থামল না,
যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ শত্রুদের
একটা বুলেট তার ডান চোখকে ছুয়ে গেল।
শত্রুদের বুলেটের আঘাতে যুবকের ডান
চোখটা তার চোখের কোটর থেকে বের
হয়ে ঝুলতে থাকে। রক্ত ভিজিয়ে দেয়
তার পুরো শরীর। সে তবুও ক্ষান্ত হয় না।
অবিরাম শত্রুদের ওপর আক্রমন
চালিয়ে যেতে থাকে। তার আরপিজি,
তার অস্ত্রের গর্জন - কাপিয়ে দেয়
শত্রুদের সেই বিশাল সৈন্যবহরকে।
রাশিয়া-আফগান যুদ্ধের সময় এভাবেই
সহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি।
এই সাহসী নির্ভিক
যুবকটি হচ্ছে তালেবান নেতা মুহাম্মাদ
ওমর। মানুষ তাকে মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর
নামে চেনে,

তবে অনুসারীরা তাকে আমিরুল মু'মিনিন

(মুমিনদের আমির) বলেই সম্বোধন করে।

এই পৃথিবীর প্রায় সব ইসলামিক

লিডারগুলো বা দেশগুলো যখন

আমেরিকার দিকে রুকু অবস্থায়

বা সেজদা অবস্থায় আছে, ঠিক সেই সময়

এই ব্যক্তি এবং তার

অনুসারীরা আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্যাপক

সাহসিকতার সাথে মাথা উচু

করে দাঁড়িয়ে আছে। বুকের তাজা রক্ত

দিচ্ছেন আল্লাহর

দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। মুসলিম

উম্মাহ আবারও নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু

করেছে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের।

সত্যি কথা বলতে এই

সময়ে যাদেরকে দেখলে ১৪০০ বছর আগের

সেই সাহাবাদের

কথা মনে পড়ে তারা আর কেউ না।

তারা হলেন তালিবান।

জি আফগানিস্তানের সেই তালিবান।

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর

সম্বন্ধে মাওলানা ডক্টর শের আলি শাহ

বলেনঃ "যখন উলামাগণ তার (মুহাম্মাদ

ওমরের) ঈমান পরীক্ষা করলেন,

তারা কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন,

আল্লাহর কসম এই মানুষগুলো সাহাবাদের

সময়কার মানুষ।"

আর আল্লাহ মুমিনদের সম্পর্কে বলেনঃ

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না।

যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"

[সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৯]

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুক,

মুমিনদেরকে হেফাজত করুক এবং

তাদের বিজয় ত্বরান্বিত করুক। আমিন।

বিজয় দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

উহুদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

.

সাহাবীরা রক্তাক্ত প্রান্তর ঘুরে ঘুরে আহত এবং শহীদ মুসলিমদের দেহ উদ্ধার করে চলেছেন। এই প্রান্তরেই সাহাবীরা এমন একজন ব্যক্তিকে গুরুতর আহত অবস্থায় পেলেন যাঁর কিনা যুদ্ধক্ষেত্রেই যাবার কথা ছিল না। কারণ সেই ব্যক্তি ইসলাম থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে রেখেছিলেন!

.

তাঁর নাম উসাইরিম 'আমর ইবনে সাবিত ইবনে ওয়াকাশ (রাঃ)। বনী আব্দুল আশহাল গোত্রের এই ব্যক্তি উহুদের যুদ্ধের দিন সকাল পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি।

.

.

সেই মুমূর্ষু অবস্থায় বনু আবদুল আশহালের সাহাবীরা তাঁকে খুঁজে পেয়ে নিজেরা বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। হযরত উসাইরিম (রাঃ) কে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন,

- হে 'আমর, আপনি তো ইসলামকে অস্বীকার করতেন। আপনি কি কারণে এখানে লড়াই করতে এলেন?

.

উসাইরিম (রাঃ) উত্তরে জানালেন,

.

"আমি ইসলামের আকর্ষণে ছুটে এসেছি। মহান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এর প্রতি আমি ঈমান এনেছি এবং মুসলমান হয়েছি। তারপর তরবারী নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসেছি এবং কাফিরদের সাথে লড়াই করে আহত হয়েছি। তার পরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা।"

.

উহুদের রক্তাক্ত বুকে এর কিছুক্ষণ পরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন উসাইরিম 'আমর ইবনে সাবিত (রাঃ)।

.

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সব ঘটনা শুনে বললেন, ' هو من اهل الجنة ' [সে (উসাইরিম) জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হলো]।

.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "তিনি (উসাইরিম) জান্নাতবাসী, অথচ তিনি এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন নি (সালাত আদায় করতে পারেন নি; সালাতের ওয়াক্তের পূর্বেই তিনি শাহাদত লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন)।"

.

.

সুব'হানাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহি!

সুত্রঃ

• আর-রাহীকুল মাখতুম (পৃষ্ঠা ৩২১-৩২২)

- সীরাতে রাসুলুল্লাহ, ইবনু হিশামঃ খন্ড ০২, পৃষ্ঠা ৯০
- যাদুল মা'আদ, ইবনুল ক্বাইয়্যিমঃ খন্ড ০২, পৃষ্ঠা ৯৪

.

#KnowYourHeroes

Courtesy Brother Mohammad Javed Kaisar

ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। পাতায় পাতায় হুটোপুটির শব্দ। কংক্রিটের ছাদে আবার সেই শব্দ অনেকটাই গম্ভীর। থেমে থেমে মেঘের নিনাদ। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠা কালাশনিকভের গুলিতে নিথর মৃতদেহ। মৃত্যুর আগে শুধু অস্ফুট আর্তনাদ। আচমকা বারুদের এই গর্জনে ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে নিচের তলার শিশু। অস্ত্রের ধমককে বজ্রের হুঙ্কার ভেবে বাচ্চাকে অভয় দেন মা। ঘুমপাড়ানি গানের নেশালাগা গুনগুনে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয় ছোট্ট হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি। ওদিকে ঝমঝমিয়ে নেমে আসা বৃষ্টি আর নিঃশব্দে শরীরে বয়ে চলা উষ্ণ রক্ত লাশ থেকে বেরিয়ে আচমকাই এক হয়ে কলকল করে বয়ে যায় ঢাল বেয়ে। -- কত কাছাকাছি সব শব্দ, অথচ কত ভিন্ন তাদের অনুভূতি। কত দৃশ্যই না কল্পনায় তৈরি করে একেকটা শব্দ।

.

শব্দ, দৃশ্য, ঘ্রাণ, স্পর্শ - এটুকু দিয়েই তো মানুষ দুনিয়াটাকে নিজের ভেতর ধারণ করে। এসব ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়েই মানুষ গড়ে, মানুষ ভাঙে... বদলায়। আচ্ছা, এর মধ্যে কোনটা মানুষকে বেশি প্রভাবিত করে? মনে হয় শব্দ। শব্দেই দুমড়ে মুচড়ে যায় অন্তর। শব্দেই হৃদয় স্পন্দিত হয় শান্তির তরঙ্গে। শব্দেই মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করতে কিংবা শান্তি আনতে।

.

ইতিহাসও কিন্তু তাই বলে। শ্রবণেন্দ্রিয় পথেই একটা জাতির খোলনলচে পালটে দিয়েছিল কুরআন। ওয়াহির শব্দ সিজদায় ফেলে মুশরিকদের, পাথরসম অন্তর ভেঙে ফোয়ারা ছোটায় উমারের অন্তরে। যুগ থেকে যুগ যুগান্তরে, আজও মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়ে সেই শব্দে। এই শব্দে উঠে দাঁড়ায়, প্রাণ দেয় , প্রাণ নেয়। কই শব্দ তো আমরাও শুনি। নেতার মিথ্যাচার, উদ্ধতের আস্ফালন, আহতের চিৎকার, নিহতের নীরবতা। কিন্তু সেই শব্দ কোথায় যা জীবন্মৃতকে জাগাবে, অহংকারীকে

কাঁপাবে, ভীরুকে দিবে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আর মজলুমকে করবে শক্তিধর? সেই শব্দ খুঁজে পেতে তাই ফিরে যেতে হবে সেই মানুষের জীবনে, যার মুখনিঃসৃত শব্দ একদিন এনে দিয়েছিল এই সবই। আর এমন জীবনী উজ্জীবিত করতে শব্দের চেয়ে উত্তম মাধ্যম আর কি-ইবা হতে পারে?

.

তাই শব্দ দিয়েই বদলে দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন নিয়ে রেইনড্রপসের নতুন অডিও সিরিজ -- সীরাহ অডিও।

.

এই শব্দে বদলে গিয়ে আরও বলিষ্ঠ শব্দে একে ছড়িয়ে দিতে আপনি প্রস্তুত তো?

.

পর্ব ০১ - কেমন ছিলেন তিনি?

.

লিংক: http://bit.ly/2yjgKek

.

(ডাউনলোড করতে চাইলে ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করলে ফাইলটি আপনার পিসি বা মোবাইলে ডাউনলোড হয়ে যাবে)

.

Rain Drops

একদিন যোহরের সময় আকবারা শহরের কর্মকর্তা এল আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। দরজায় কোনো রক্ষী নেই। সে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পেল উবু হয়ে বসা। তাঁর সামনে ছিল একটা পেয়ালা ও পানিভর্তি জগ। তিনি একটা ছোট ব্যাগ বের করলেন।

.

লোকটি ধারণা করল- হয়তো আমানতদারীর দরুন তাকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা অথবা ভালো কিছু তিনি দেবেন।

.

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থলেটি খুললেন। তাতে ছিল রুটির টুকরো। টুকরোগুলো পেয়ালায় রাখলেন। তারপর পেয়ালায় অল্প পানি ঢাললেন। লোকটিকে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন।

.

লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল- আপনি ইরাকে থেকে এ কী করছেন? ইরাকে তো খাবারের অভাব নেই।

.

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ! এ টুকরাগুলো আমার কাছে মদীনা থেকে এসেছে। হালাল ছাড়া অন্যকিছু আমার পেটে পড়ুক তা আমি অপছন্দ করি।

.

আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ক্ষুধা দূর করতেন কয়েক লোকমা শুকনো খাবার দিয়ে। উত্তম ও ভালো খাবার পরিহার করে চলতেন। তাক্বওয়ার স্তরটা ছিলো এমনই।

.

তিনি বলতেন, আমি জাহান্নামকে না দেখে ঠিক ততোটাই ভয় করি যতোটা ভয় আমি একে দেখলে করতাম। তেমনিভাবে আমি জান্নাতকে ঠিক ততটাই কামনা করি যেমনটা জান্নাতকে দেখলে করতাম।

.

এই সেই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। একদিন ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বারের পাশে চাদর গায়ে বসেছিলেন। তিনি মনে মনে কুর'আন তিলাওয়াত করছিলেন। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, কার সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে:

.

"যারা তাদের সম্পদ খরচ করে প্রকাশ্যে ও গোপনে।" সূরা বাকারা: ২৭৪

.

তিনি উত্তর দিলেন- আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে। তাঁর নিকট চার দিরহাম ছিল, তিনি রাতে এক দিরহাম, দিনে এক দিরহাম, প্রকাশ্যে এক দিরহাম, গোপনে এক দিরহাম দান করতেন।

.

তথ্যসূত্র: দুনিয়াবিমুখ শত মনীষী ~ মুহাম্মদ সিদ্দিক আল-মিনশাভী

.

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

- উমার ইবনুল খাত্তাব এবং হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহনের পরেই মুসলিমরা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিতে সমর্থ হয়েছিল,

- উমার ইবনুল খাত্তাবই একমাত্র সাহাবী যিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেছেন,

- তিনি যখন হাঁটতেন দ্রুত হাঁটতেন, যখন বলতেন দরাজ কণ্ঠে বলতেন আর যখন আঘাত করতেন সজোরে আঘাত করতেন;

- তার সাহাবী আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহকে বাইতিল মাকদিস সফরে বলেছিলেন, "আমরা ছিলাম অপদস্থ জাতি, আল্লাহ্ আমাদের ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, আমরা যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা সম্মান খুঁজি তিনি আমাদের অপদস্থ করবেন",

- এই উম্মাহর অন্যতম গাইরত (গিরাহ - আগলে রাখার ঈর্ষা) সম্পন্ন ব্যক্তি, জান্নাতে যার প্রাসাদে উঁকি দিতে খোদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লজ্জাবোধ করেছেন,

- রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে উমার রাদিয়াল্লাহু লম্বা থোব হেচড়িয়ে চলতে দেখেছেন, যার তাবির করেছেন দ্বীনদারি,

- উমার ইবনুল খাত্তাব যিনি বার বার হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানের কাছে জানতে চাইতেন মুনাফিকদের তালিকায় তার নাম আছে কিনা?

- সুরা তুরের আয়াত শুনে তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন,

- আর তিনি বলতেন, প্রতিদান চাই না, পাপ আর পুণ্য সমান রেখে নিস্তার চাই, নিজের হিসাব গ্রহন কর, হিসাব গ্রহনের পূর্বেই,

- আল্লাহর পথে রাসুলের শহরে শাহাদাহ বরণকারী,

- এই উম্মাহর শাইখানদের একজন (অপরজন আবু বকর আস-সিদ্দিক),

- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "আমার পরে কেউ নবী হলে উমার ইবনুল খাত্তাব নবী হতেন।" (সুনান তিরমিযী হাদীস নং-৩৬১৯)

- উমার যে পথে হাঁটেন শয়তান সে পথ মাড়ায় না,

- তিনি ছিলেন ফিতনা পূর্ববর্তী রুদ্ধদ্বার, তার শাহাদার পরেই ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে,

- তিনি আল-ফারুক,

- তিনি এই উম্মাহর মুহাদ্দিস,

- তার মুখে এবং অন্তরে আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জাল সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন; তাই বদরের যুদ্ধবন্দী , পর্দার বিধান, মদের চূড়ান্ত নিষিদ্ধকরণ এমন বেশকিছু ক্ষেত্রে উমার ইবনুল খাত্তাবের মত আল্লাহ্ আজ্জা ওয়াজালের ঐশী বিধানের সাথে মিলে যায়,

- তিনি বাইতিল মাকদিসের উন্মুক্তকারী,

- রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবু বাকর এবং উমারের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশনা,

- তাকে ফোরাতের তীরের কুকুকের ক্ষুধা যেমন তাকে পীড়া দিত, মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় টাখনুর নিচের ইজার তাকে পীড়া দিত, তার যুহুদ দেখে বাইতিল

মাকদিসের ইহুদিরা যেমন কান্না করেছে তেমনি রোমান ডেলিগেটসরা তাকে গাছের নিচে বিশ্রামরত দেখে অবাক হয়েছেন,

- রাসুলুল্লাহর বিচারকে অমান্য করা, এক মুনাফিককে হত্যার কারনেই সপ্ত আসমানের উপর থেকে নাজিল হয়েছে, "ফালা ওয়া রাব্বুকা ",

তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব ... ধুলার তখতে বসে যিনি অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন। আল ইমামুন আদিল।

"Those among you who were best in Jahiliyyah, are the best among you in Islam, if they attain religious understanding." [Al-Bukhari collected this Hadith in several places of his Sahih, An-Nasa'i did as well in the Tafsir section of his Sunan.]

এই হাদিসের প্রতিচ্ছবিই যেন আবু হাফস উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু !

#KnowYourHeroes #UmarRA

.

Courtesy Brother Minhajul I. Mahim

বদরের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করা হয়েছে প্রায় ৭০ জন কাফিরকে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের আদেশ করলেন, "বন্দীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।"

.

আবু আযীয ইবনে উমা'ইর (মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ) এর ভাই) যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক ছিলেন। তিনি বলতেন -

.

"যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকলকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার আদেশ দেন, তারপর থেকে তাঁরা (সাহাবীরা) আমাদের রুটি খেতে দিতেন; অথচ তাঁরা নিজেরা সামান্য খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন ! তাঁদের হাতে আসা প্রত্যেকটি রুটির টুকরো আমাদের দেয়া হতো খাদ্য হিসেবে। আমি বিব্রত বোধ করতে শুরু করলাম একসময়। আমি রুটি তাঁদের কাছে ফেরত পাঠালেও তাঁরা তা স্পর্শ না করেই আবার ফেরত পাঠাতেন আমাদের খাবার জন্য!"

.

বলা বাহুল্য, রুটি সেই সময়ে খেজুর থেকে উত্তম খাদ্য হিসেব সমাদৃত ছিল। উপরন্তু আবু আযীয ইবনে উমা'ইর কোন সাধারণ কাফির শত্রু ছিলেন না। বরং নাযর বিন হারিস বন্দী হওয়ার পরে তিনি-ই কাফির বাহিনীর মূল পতাকা বহন করেছেন বদরের যুদ্ধে।

.

.

আরেক যুদ্ধবন্দী আবুল 'আস ইবনে রাবী'আহ থেকেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

.

আরেক বন্দী আল ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা বলতেন -

.

"মুসলিমরা পায়ে হেঁটে চলতেন। পক্ষান্তরে আমাদেরকে তাঁদেরই বাহনের পিঠে করে পথ পাড়ি দেয়ার ব্যবস্থা করতেন মুসলিমরা।"

.

.

সুবহা'নাল্লাহ; এই ছিল "৬২৩ সালে" রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক কাফির-মুশরিক যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধপীড়িতদের সাথে আচরণের নমুনা!

.

প্রসঙ্গঃ #জেনেভা_কনভেনশন - বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধপীড়িতদের সাথে আচরণের সার্বিক নীতিমালা "জেনেভা কনভেনশন" ১৮৬৪ সালে প্রথম নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে তা বিভিন্ন সময়ে হালনাগাদ করা হয়।

.

পরিশেষে চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের (১৯৪৯ সালে) বিভিন্ন অনুচ্ছেদে যুদ্ধকালীন সময়ে বা সামরিক সংঘাতে ধৃত ব্যক্তির মৌলিক অধিকারসমূহ নির্দিষ্টভাবে ও বিশদ ভাষায় নিরূপণ করা হয়েছে।

.

এবং সত্য হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জেনেভা কনভেনশন অনুসরণ করা হয় না!

.

#KnowYourHeroes

.

Courtesy Brother Mohammad Javed Kaisar

দিনটা উহুদ যুদ্ধের।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ময়দানে আছেন এমন সময় আরেক প্রথম যুগের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উনার কাছে এসে বললেন, 'তুমি কি আল্লাহর নিকট দু'আ করবে না? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ।'

.

সাথে সাথেই তাঁরা এক নির্জন স্থানে গেলেন। প্রথমে দু'আ করলেন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন,

"হে আমার রব! আমি যখন শত্রুর মুখোমুখি হই, তখন আমি যেন প্রচন্ড শক্তিশালী, অত্যন্ত ক্ষিপ্ত এক যোদ্ধার মুখোমুখি হই। আমি তার সাথে যুদ্ধ করব। সে আমার সাথে যুদ্ধ করবে। তারপর আপনি আমাকে তার বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন। যেন আমি তাকে হত্যা করি এবং তার যুদ্ধাস্ত্র ছিনিয়ে নেই।" পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে সাথে বললেন "আমীন" "আমীন"
।

.

অতঃপর দু'আ করলেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। দু'আতে বললেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওফীক দিন, আমি যেন প্রচন্ড শক্তিশালী দারুন ক্ষিপ্ত যোদ্ধার মুকাবিলা করি। আপনার সন্তুষ্টির আশায় আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সে আমাকে ধরে ফেলবে। আমার নাক কান কেটে ফেলবে। তারপর যখন আগামীকাল আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব তখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন-

তোমার নাক ও কান কেন কাটা হয়েছে?

তখন আমি বলব, আপনার ও আপনার সন্তুষ্টির জন্য।

তখন আপনি বলবেন, তুমি সত্য বলেছো।"

আল্লাহু আকবার!

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় বলেছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের দু'আ আমাদের দু'আ থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। দিবসের শেষ লগ্নে আমি তাকে দেখলাম, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর দেহ বিকৃত করা হয়েছে। তাঁর নাক ও কান সুতা দিয়ে একটা গাছের সাথে লটকে দেয়া হয়েছে।

.

আল্লাহ তা'আলা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দু'আ কবুল করলেন। তাই তিনি তাঁকে শাহাদাতের সম্মান দান করেন যেমনিভাবে তাঁর মামা শহীদের সর্দার হামযা ইবনে আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মানীত করেছেন।

.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি যখন তাদের দুজনকে একি কবরে সমাধিস্থ করলেন তাঁর অশ্রু, শাহাদাতের সুগন্ধে সুভাসিত তাদের কবরকে সিক্ত করল।

.

#KnowYourHeores

#AbdullahIbnJahashRA

#Priority

#WhoKnowsWhatToAsk

একজন 'হাওয়ারী' সুপারহিরো ~*

-

মায়ের হাতে একটু আধটু পিটুনি খাওয়ার অভিজ্ঞতা কমবেশি সবারই আছে। তবে এই ছেলেটির ক্ষেত্রে তা একটু বেশিই। মারধোর তাঁকে ছেলেবেলা থেকে হজম করে আসতে হয়েছে। জন্মদাত্রী মা তাঁকে এতো বেশি মারধোর করতেন যে, একদিন তাঁর চাচা নাওফিল বিন খুওয়াইলিদ তাঁর মা সাফিয়্যার উপর ভীষণভাবে ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "এভাবে মারতে মারতে ছেলেটাকে তুমি মেরেই ফেলবে।" বনু হাশীমের লোকদের ডেকে বললেন, "তোমরা সাফিয়্যাকে বুঝাও না কেন?"।

সাফিয়্যার জবাব, "যারা বলে আমি তাকে দেখতে পারিনা, তারা মিথ্যা বলে। আমি তাকে এজন্য মারধোর করি যাতে সে বুদ্ধিমান হয় এবং পরবর্তী জীবনে শত্রুসৈন্য পরাজিত করে গনিমাতের মাল লাভে সক্ষম হয়।"

-

তীব্র প্রহারের প্রভাবে বেড়ে ওঠা এই বালক অল্প বয়স থেকেই বড়ো বড়ো পাহলোয়ান ও শক্তিশালী লোকদের সাথে লড়াই করতো। একবার মক্কায় এক তাগড়া জোয়ানের সাথে তাঁর ধরাধরি হয়ে গেলো। সে লোকটিকে এমন মারই না মারলো যে, লোকটির হাত ভেঙে গেলো। লোকেরা তাঁকে ধরে তাঁর মা সাফিয়্যার নিকট নিয়ে এসে অভিযোগ করলো। তিনি পুত্রের কাজে অনুতপ্ত হওয়া বা ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে সর্বপ্রথম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা যুবাইরকে কেমন দেখলে সাহসী না ভীরু?"

-

হ্যা, সেই বালকটি কোনো সাধারণ বালক নয়। তিনি হলেন মহান সাহাবী হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

-

চারিদিকে অজ্ঞতার ছড়াছড়ি। মজলুমের হাহাকারে কেঁপে উঠছে আল্লাহর যমীন। সৃষ্টির গোলামী করছে মানবতা। মিথ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেছে পুরো পৃথিবী। ঠিক তখনই আলোর সন্ধান পেলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। মাত্র ষোল বছর বয়সেই সত্য দ্বীন- ইসলামের ছায়াতলে এসে তিনি উপস্থিত। বয়সের ক্ষুদ্রতা তাঁর দৃঢ়তা এবং সাহসিকতাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

-

একবার কে জানি রটিয়ে দিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকরা বন্দী অথবা হত্যা করে ফেলেছে। একথা শুনে আবেগ ও উত্তেজনা যুবাইরের শিরা - উপশিরায় বয়ে গেলো। একটানে তরবারি কোষমুক্ত করে মানুষের ভীড় ঠেলেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে গেলেন।

রাসূল সা. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে যুবাইর?"

যুবাইর বললেন, "শুনেছিলাম আপনি বন্দী অথবা নিহত হয়েছেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁর জন্য দু'আ করেন। সীরাত লেখকদের মতে, এটাই ছিলো প্রথম তলোয়ার যা আত্মোৎসর্গের উদ্দেশ্যে একজন বালক উন্মুক্ত করেছিলো।

-

তাঁর চাচা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরানোর জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। কিন্তু তাওহীদ যুবাইরের অন্তরে গেঁথে গিয়েছিলো, যা মুছে ফেলা অসম্ভব। ক্ষেপে গিয়ে তাঁর চাচা তাঁকে উত্তপ্ত পাথরের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে

মারতেন। তবুও যুবাইর বলতেন, "যত কিছুই করুন না কেন আমি আবার কাফির হতে পারিনা।"

-

বদরের প্রান্তরে তিনি মুশরিকের প্রতিরোধ বুহ্য ভেঙ্গে তছনছ করে দেন। একজন মুশরিক সৈন্য একটি টিলার উপর উঠে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালে যুবাইর তাকে মুহূর্তের মধ্যে এমনভাবে জাপ্টে ধরেন যে দু'জনেই গড়িয়ে নীচের দিকে আসতে থাকেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ওঠলেন, "এদের মধ্যে যে প্রথম ভূমিতে পড়বে, সে নিহত হবে।" সত্যি তা-ই হয়েছিলো। মুশরিকটি প্রথম মাটিতে পড়ে এবং যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তরবারির এক আঘাতে তাকে হত্যা করেন। এমনিভাবে তিনি উবাইদা ইবনে সাঈদের মুখোমুখি হলেন। সে ছিলো আপাদমস্তক এমনভাবে বর্মাচ্ছাদিত যে কেবল দুটি চোখই তার দেখা যাচ্ছিলো। যুবাইর খুব তাক করে উবাইদের চোখ লক্ষ্য করে তীর ছুড়লেন। নিশানা নির্ভুল হলো। তীরের ফলা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো। অতি কষ্টে তিনি তার লাশের উপর বসে ফলাটি বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তা কিছুটা বেঁকে গিয়েছিলো। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তীরটি নিজেই নিয়ে নেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তৃতীয় খলিফা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত এ তীরটি বিভিন্ন খলিফার নিকট রক্ষিত ছিলো। উসমানের শাহাদাতের পর আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর তীরটি গ্রহণ করেন এবং তাঁর শাহাদত পর্যন্ত এটি তাঁর নিকট ছিলো।

-

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু! বদরে যিনি এতো সাংঘাতিকভাবে লড়ছিলেন যে তাঁর তরবারি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো এবং আঘাতে আঘাতে তাঁর সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। এ দিনের একটি ক্ষত এতো গভীর ছিলো যে, চিরদিনের জন্য তা একটি গর্তের মতো হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর পুত্র হযরত

উরওয়াহ বলেন, "আমরা সেই গর্তে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।" এ যুদ্ধে তিনি হলুদ রঙের পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আজ ফিরিশতাগণও এ বেশে এসেছে।"

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর লকব বা উপাধি ছিলো - "হাওয়ারিয়্যু রাসূলিল্লাহ"। এ উপাধি তিনি তখন পেয়েছিলেন, যখন খন্দকের যুদ্ধে মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বানু কুরাইযা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অবস্থা জানার জন্যে কাউকে তাদের কাছে পাঠাতে চাইলেন। তিনবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাদের সংবাদ নিয়ে আসতে পারো?" প্রত্যেকবারই হযরত যুবাইর বলে ওঠলেন, "আমি"। রাসূল সা. তাঁর আগ্রহে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "প্রত্যেক নবীরই থাকে হাওয়ারী। আমার হাওয়ারী যুবাইর।"

-

ইয়াহুদী নেতা মুরাহহিব খাইবারের যুদ্ধে নিহত হলো। তার ভাই ছিলো বিশাল দেহ ও বিপুল শক্তির অধিকারী। সে ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে হুঙ্কার ছেড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাতে লাগলো। আল্লাহর বান্দা যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লাফিয়ে পড়লেন। তাঁর মা হযরত সাফিয়্যা বলে ওঠলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আজ আমার কলিজার টুকরা শহীদ হবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "না। যুবাইরই তাকে হত্যা করবে।" সত্যি সত্যি অল্পক্ষণের মধ্যে যুবাইর তাকে হত্যা করলেন।

-

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সেনাবাহিনীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করেন। সর্বশেষ ও ক্ষুদ্রতম বাহিনীতে ছিলেন

রাসূল সা. নিজে। আর এ দলটির পতাকাবাহী ছিলেন হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

-

আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খিলাফতকাল চলছে। হযরত আমর ইবনুল আস' মিশরে আক্রমণ করে ফুসতাতের কিল্লা অবরোধ করে রেখেছেন। খলিফা উমর তাঁর সাহায্যে দশ হাজার সিপাহী ও চার হাজার অফিসার পাঠালেন। আর চিঠিতে লিখলেন, "এসব অফিসারের এক একজন এক হাজার অশ্বারোহীর সমান।" হযরত যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এ চার হাজার অফিসারের একজন। মুসলিম সৈন্যরা সাত মাস ধরে কিল্লা অবরোধ করে আছে। জয় - পরাজয়ের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা। বিরক্ত হয়ে হযরত যুবাইর একদিন বলে ওঠলেন, "আজ আমি মুসলিমদের জন্য আমার জীবন কুরবান করবো।" এ কথা বলে উন্মুক্ত তরবারি হাতে সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লা প্রাচীরের মাথার ওপর উঠে পড়লেন। আরও কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গী হলেন। প্রাচীরের ওপর থেকে অকস্মাৎ তাঁরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে শুরু করলেন। এ দিকে নিচ থেকে সকল মুসলিম সৈনিক এক যোগে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন। খ্রিষ্টান সৈন্যরা মনে করলো, মুসলিমগণ কিল্লায় ঢুকে পড়েছে। তারা ভীত - বিহ্বল হয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে আল্লাহর এক সাহসী সৈনিক কিল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। তিনি হলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। ভেতরে প্রবেশ করেই তিনি ফটক উন্মুক্ত করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উপায়ান্তর না দেখে মিসরের শাসক মাকুকাস সন্ধির প্রস্তাব দেয় এবং তা গৃহীত হয়। সকলকে আমান দেয়া হয়।

-

ইসলামের ইতিহাসে একটি দুঃখজনক অধ্যায় রয়ে গেছে। যখন বসরার অনতিদূরে 'যিকার' নামক দুই মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হয়। নিজেদের মধ্যকার এই যুদ্ধ আসলেই খুব কষ্টদায়ক এক সময়। এক বাহিনী আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ছিলো অপর বাহিনী। একদিন যাঁরা ছিলেন ভাই ভাই, আজ তাঁরা একে অপরের খুনের পিপাসায় কাতর। ব্যাপারটি যা -ই হোক না কেন, এটা যে তাঁদের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে হয় নি, তা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। সত্য - সততার আবেগ ও উদ্দীপনায় তারা এমনটি করেছিলেন। হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আয়েশা রা. এর বাহিনীতে। হযরত আলী রা. একাকী ঘোড়ায় চড়ে রণাঙ্গনের মাঝখানে এসে হযরত যুবাইরকে ডেকে বললেন, "আবু আব্দুল্লাহ! তোমার কী সেই দিনটির কথা মনে আছে, যেদিন আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে রাসূলুল্লাহ সা. এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সা. তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী আলীকে মুহব্বত করো?' তুমি বলেছিলে: 'হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'। স্মরণ করো, তখন রাসূল সা. বলেছিলেন, 'একদিন তুমি অন্যায়ভাবে তার সাথে লড়বে।'

হযরত যুবাইর জবাব দিলেন, 'হ্যা! এখন আমার স্মরণ হচ্ছে।'

-

যুবাইরের অন্তরে ঘটে গেলো এক বিপ্লব। তাঁর সকল সংকল্প ও দৃঢ়তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. কে তিনি আলীর সাথে হওয়া কথোপকথন এর কথা উল্লেখ করে এই ঝগড়া থেকে দূরে সরে গেলেন। একাকী হেঁটে চললেন বসরার দিকে রওয়ানা হলেন।

-

হযরত যুবাইরকে যেতে দেখে আহনাফ বিন কায়েস বললেন যে, কেউ যাতে দেখে তিনি কেন যাচ্ছেন। আমর ইবন জারমুয 'আমি যাচ্ছি' বলে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ঘোড়া

ছুটিয়ে হযরত যুবাইরের সঙ্গে মিলিত হলো। তখন তিনি বসরা ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে পৌঁছেছেন। কাছে এসে ইবন জারমুয বললেন- "আবু আব্দুল্লাহ! জাতিকে আপনি কী অবস্থায় ছেড়ে এলেন?"

- "তারা সবাই একে অপরের গলা কাটছে।"

- "আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। এ কারণে এ ঝগড়া থেকে দূরে থাকার জন্যে অন্য কোথাও যেতে চাই।"

ইবন জারমুয বললো, "চলুন, আমাকেও এদিকে কিছুদূর যেতে হবে।"

-

যুহরের আযানের সময় হযরত যুবাইর থামলেন। ইবন জারমুয বললো, "আমিও আপনার সাথে সালাত আদায় করবো।" দু'জন সালাতে দাঁড়ালেন। হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম যেই তাঁর মা'বূদের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়েছেন, বিশ্বাসঘাতক ইবন জারমুয অমনি তরবারির এক আঘাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয়ারীর দেহ থেকে তাঁর শির বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

-

ইবন জারমুয হযরত যুবাইরের বর্ম, তরবারি ইত্যাদিসহ অত্যন্ত গর্বের সাথে আলী ইবনে আবী তালিবের নিকট তার কৃতিত্বের বর্ণনা দিলো। আলী রা . তলোয়ার খানির দিকে অনুশোচনার দৃষ্টিতে এক নজর তাকিয়ে বললেন, "তিনি অসংখ্যবার রাসূলুল্লাহ সা. এর সম্মুখ থেকে মুসিবতের মেঘমালা অপসারণ করেছেন। ওরে ইবন সাফিয়্যার হন্তা! শুনে রাখ, জাহান্নাম তোর জন্য প্রতীক্ষা করছে।"

-

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু! যিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, তাক্বওয়াহ, সত্য-প্রীতি, দানশীলতা, উদারতা ও বেপরোয়া ভাব ছিলো যাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শিশুর মতো কোমল ছিলো তাঁর অন্তর। সামান্য ব্যাপারেই তিনি মোমের মতো বিগলিত হয়ে যেতেন। যখন সূরা এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো :

"তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বাকবিতণ্ডা করবে।"

তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাদের এ ঝগড়ার কী পুনরাবৃত্তি ঘটবে?" রাসূল সা. বললেন, "হ্যা! অনু-পরমানুর হিসাব করে প্রত্যেক হকদারকে তার হক দেওয়া হবে।" এ কথা শুনে যুবাইর রা. এর অন্তর কেঁপে ওঠে। তিনি বললেন, "আল্লাহু আকবার! কেমন কঠিন অবস্থা হবে।"

-

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু! যিনি রাসূল সা. এর হাদীস বেশি বর্ণনা করতেন না কারণ রাসূল সা. এর বাণী তাঁকে সতর্ক করে রাখতো। তা হলো, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়।"

-

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু! মৃত্যুভয় যাঁর দৃঢ় সংকল্পে কোনোদিন বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারেনি। ইস্কান্দারিয়া অবরোধের সময় তিনি সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চাইলেন। সঙ্গীরা বললেন, "ভেতরে মারাত্মক প্লেগ।" জবাবে যুবাইর বললেন, "আমরা তো যখম ও প্লেগের জন্যেই এসেছি। সুতরাং, মৃত্যুভয় কেন?"

-

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু! পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে অত্যন্ত সাদাসিধা থাকলেও তাঁর তরবারিটি ছিলো অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। তরবারির হাতলটি ছিলো চমৎকার নকশা অঙ্কিত।

-

এবার কিছু প্রশ্ন করি। কেমন লাগবে, যদি কেউ আপনাকে প্রশ্ন করে আপনার বাবার নাম জানতে চায় আর আপনি বলতে পারেন না? কেমন লাগবে, যদি কেউ আপনার পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে জানতে চাইবে আর আপনি কিছুই বলতে পারবেন না? আমাদের অনুপ্রেরণা সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। ওয়াল্লাহি, এরাই ছিলেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পর পৃথিবীর যমীনে চলাচল করা শ্রেষ্ঠ মানুষ। পৃথিবীতে কোনো সুপারহিরো জন্ম নেয় নি, পৃথিবীতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ জন্ম নিয়েছেন। সকল প্রকার অশুভ শক্তির হাত থেকে যেভাবে সুপারহিরোরা সিনেমায় মানুষকে বাঁচায়। ঠিক তেমনিভাবে, সমগ্র মানবতাকে সৃষ্টির গোলামী ছেড়ে এক আল্লাহর গোলামীতে আবদ্ধ করার জন্য তাঁরা এসেছিলেন। মানবতাকে মুক্তির দিকে আহ্বান করেছিলেন।

-

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আজমাঈন!

তথ্যসূত্র: আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,

মুহাম্মদ আবদুল মা'বূদ, ১ম খন্ড

#আনুগত্যঃ একটি উদাহরণ

.

বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের সহ মূলতঃ আবু সুফইয়ানের বানিজ্য কাফেলা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা আল-মুনাওয়ারা থেকে বের হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ঘটনাপ্রবাহ তা বদরের যুদ্ধের দিকে মোড় নেয়।

.

বদর প্রান্তরে চূড়ান্তভাবে ঘাঁটি স্থাপনের আগে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। মদীনার আনসার সাহাবীদের তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি আনুগত্যের শপথের মধ্যে এই শর্ত ছিল না যে তাঁরা মদীনার বাইরেও রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যুদ্ধে সহায়তা করবেন। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে তাঁরাই অধিক। সেই কারণেই মতবিনিময় সভা।

.

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মতামত চাইলে আবু বকর ও উমার (রাদিআল্লাহু আনহুম) সর্ববস্থায় তাঁর সাথে থাকার ওয়াদা পূনর্ব্যক্ত করলেন। আরেক মুহাজির সাহাবী মিক্বদাদ বিন 'আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন,

.

"ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), মহান আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে পথে চলার কথা বলেছেন, আপনি সেই পথে চলতে থাকুন। মহান আল্লাহর শপথ, আমরা কখনোই আপনাকে সেই কথা বলবো না যা বনী ইসরাঈল মুসা (আলাইহিস সালাম) কে বলেছিল - "আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। [সুরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ২৪]। বরং আমরা বলবো - আপনি ও আপনার পালনকর্তা যুদ্ধ করুন, আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সাথে আছি।"

.

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনজনের জন্যই মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন। কিন্তু তিনি মূলতঃ আনসার সাহাবীদের মনোভাব জানতে চাচ্ছিলেন। বিষয়টি অনুধাবন করার পর অন্যতম আনসার নেতা সা'দ বিন মু'আজ (রাদিআল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন,

.

"ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমরা তো ঈমান এনেছি, সাক্ষ্য দিয়েছি আপনার আনীত রিসালাতের বিষয়ে, সেগুলো মেনে চলার পরে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। অতএব, আপনি যা ইচ্ছা করছেন - তা পূর্ন করার জন্য সামনে এগিয়ে চলুন। শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন - আপনি যদি বাহিনী বারকে গীমাদ পর্যন্ত নিয়ে যান, আমাদেরকে আপনার সাথে পাবেন। আপনি আদেশ করলে আমরা উত্তাল সাগরের বিক্ষুব্ধ বুকেও ঝাঁপ দিতে পারি। পৃথিবীর দুর্গমতম জায়গাকেও পায়ের নিচে পিষে ফেলতে পারি ইনশাআল্লাহ। আমাদের (আনসারদের) একজন সদস্যও পিছে থাকবে না। আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ করবেন সাহসী ও নির্ভীক ভূমিকায়। সম্ভবত মহান আল্লাহ

তা'আলা আপনাকে আমাদের মধ্য দিয়ে এমন নৈপুন্য প্রদর্শন করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ শীতল হবে। সুতরাং, যেখানে ইচ্ছা - সেখানেই নিয়ে চলুন আমাদের। মহান আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় কর্মকান্ডে বারাকাহ প্রদান করুক।"

.

.

সা'দ বিন মু'আজ (রাদিআল্লাহু আনহু) এর অসীম সাহসিকতাপূর্ণ এই বক্তব্য শুনে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পবিত্র মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনন্দচিত্তে বললেন,

.

"চলো এবং আনন্দিত মনে চলো। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুটি দলের একটি (বিজয়ী কিংবা শহীদ) সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহর শপথ - আমি যেন এসময়ে কাফির সম্প্রদায়ের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি!"

.

ফলাফলঃ এক-তৃতীয়াংশ জনবল নিয়েও মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিম বাহিনীর নিরঙ্কুশ বিজয়!

পুনশ্চঃ

(১) সা'দ বিন মু'আজ (রাদিআল্লাহু আনহু) হলেন সেই সাহাবী যাঁর জানাযাতে ৭০ হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহন করেছিলেন।

.

(২) সা'দ বিন মু'আজ (রাদিআল্লাহু আনহু) হলেন সেই সাহাবী যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এঁর আরশ কেঁপে উঠেছিল।

.

(৩) সা'দ বিন মু'আজ (রাদিআল্লাহু আনহু) হলেন সেই সাহাবী যাঁর বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনটা বলেছেন - "কবরের চাপ থেকে যদি কেউ মুক্তি পেতে পারতো, তবে সে সা'দ বিন মু'আজ"।

.

(৪) সা'দ বিন মু'আজ (রাদিআল্লাহু আনহু) হলেন সেই সাহাবী, বনু কুরাইজার বিষয়ে যাঁর সিদ্ধান্তের বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেকটা এমন বলেছেন - "সাত আসমানের উপরে যেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, সা'দ সেই সিদ্ধান্তই দিয়েছে।"

.

#KnowYourHeroes

#SaadBinMuazRa

.

Courtesy Brother Mohammad Javed Kaisar

আজ থেকে তিন চারশো বছর আগে যদি কাউকে বলা হত, তোমার হাতে ৫ ইঞ্চি লম্বা একটি যন্ত্র দেয়া হবে,যেটার মাধ্যমে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত কারো সাথে কথা বলা যাবে। এ কথা শুনে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া তখন কেমন হত?

হয়তো বক্তাকে একটি ভাল ধরণের উত্তম মধ্যম খেতে হত অথবা পাগল আখ্যা দিয়ে মানসিক হাসপাতালে নেয়া হত। আবার আজ যদি এই একই কথা কাউকে বলা হয়, তখন এর প্রতিক্রিয়া কি হবে? সম্ভবত একই হবে। সবাই যে কথা জানে,তা জানানোর জন্য এই ব্যক্তিকেও পাগল আখ্যা দেয়া হবে, মানসিক রোগী বলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

.

কিন্তু দেখুন না, সেদিন কি হয়েছিল! ১৪০০ বছর আগের সেই দিনটিতে।

.

সকাল থেকেই সেদিন লোকজনের মাঝে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল একটিই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - যিনি কিছুদিন আগে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসুল হওয়ার ঘোষনা দিয়েছিলেন, তিনি জানিয়েছেন, গতকাল রাতে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন এবং ফজরের আগে ফিরেও এসেছেন। মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস- সেই যুগের এক মাসের পথ। শুধু তাই নয়, এর সাথে সাথে সাত আসমানও ঘুরে এসেছেন তিনি।

.

অবিশ্বাসীদের কথা না হয় বাদই দিলাম, খোদ মুসলিমদের মাঝে অনেকেরই টালমাটাল অবস্থা হয়ে গেল এ কথা শুনে। কেউ তো স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকারই করে বসলো।

.

এক দিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত এরকম সত্যবাদী একজন, আরেকদিকে এরকম অবিশ্বাস্য (?) বক্তব্য। কি করা উচিত? বিশ্বাস করব? কিন্তু সেটাই বা কিভাবে? এরকম কথা বিশ্বাস করা কি করে সম্ভব?

.

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। কিছটা দূরে ছিলেন তিনি সেদিন। ছুটতে ছুটতে তার কাছে গেলেন কিছু মানুষ। যেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত বিশ্বাস করতেন, আজ তার সেই প্রিয় মুহাম্মাদের ব্যাপারে কী বলবেন তিনি?

.

আবু বকর রা শুনলেন সব কথা। মনোযোগ দিয়েই শুনলেন। এরপর ছোট একটি প্রশ্ন করলেন।

-সত্যিই কি তিনি এমনটি বলেছেন?

-জি।

- যদি তিনি এমন বলে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সত্যই বলেছেন।

হতবাক, হতভম্ব, বিস্মিত হয়ে গেল সমস্ত মানুষ। এক রাতে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করে ফিরে আসার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন? তাও সেটা এত সহজেই। নিশ্চিন্তে নিঃসঙ্কোচেই?

.

- অবশ্যই! কেন করবো না। এর চেয়েও আশ্চর্যজনক খবর আমি বিশ্বাস করি। তিনি আমাদের সকাল সন্ধ্যা আসমানের খবর দিয়ে থাকেন। যদি সেসব কথার উপর আমি ঈমান আনতে পারি, তাহলে এই কথার উপর কেন ঈমান আনবো না?

.

ভেবে দেখুন, সে সময়ের সে পরিস্থিতিতে এরকম কথার উপর ঈমান আনা, বক্তাকে সত্যায়ন করা কতটা কঠিন হওয়ার কথা ছিল। সময় ও স্থানকে সংকুচিত করার এত হাজারো নিদর্শন দেখার পরও আজ আমাদের মিরাজের ঘটনার উপর ঈমান আনতে কষ্ট হয়, দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়। অথচ আধুনিক এ সমস্ত প্রযুক্তির লেশমাত্র সে যুগে না থাকা সত্ত্বেও রাসুলের কথাকে নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন তিনি।

.

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, এ ঘটনার পর থেকেই আবু বকর (রা) এর উপাধি হয়ে গেল "আসসিদ্দিক"।

.

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ঈমান ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথার উপর অগাধ বিশ্বাসের এটি কেবলমাত্র একটি উদাহরন। এরকম হাজারো দৃষ্টান্ত ও নজির দিয়ে তার পুরো জীবনই ছিল ভরপুর।

রাদিআল্লাহু আন আবি বাকর। রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাইন।

তথ্যসূত্র:

ক) আলমুসতাদরাক লিল হাকিম ৩/৬২

(হে লোকসকল) সকাল-সন্ধ্যা অতিক্রমের মধ্য দিয়ে আপনারা ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অথচ মৃত্যু এই মুহূর্তে ঠিক কতটুকু দূরে, সে জ্ঞান আপনাদের নেই।

.

সাধ্যমত ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। আর আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত এটা করা সম্ভব নয়। মৃত্যুর নিকট নিজেকে সোপর্দ করার পূর্বের সময়টুকুকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন। কেননা মৃত্যুর পর আমলের সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

.

এমন জাতি আছে যারা মৃত্যুর কথা ভুলে গাফেল হয়ে থাকে, আমলকে তারা পরবর্তীর জন্য রেখে দেয়। খবরদার, আপনারা তাদের মতো হবেন না। চেস্টার পর চেষ্টা করতে থাকুন।

.

নাজাত ও মুক্তির পথ অবলম্বন করুন। তাড়াতাড়ি ও দ্রুততার সাথে সৎকাজে এগিয়ে চলুন! আপনাদের পেছনে এক সার্বক্ষণিক অনুসন্ধানকারী লেগে রয়েছে। এ সুনির্দিষ্ট সময় (মৃত্যু) রয়েছে - যা অবিলম্বে কার্যকরী হয়। মৃত্যুকে ভয় করুন।

.

আল্লাহ্ সে আমল কবুল করেন না, যা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়নি। অতএব সকল কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করবেন।

.

আপনাদের পুর্বে যারা অতীত হয়ে গেছেন, তাদের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করুন। দেখুন, গতকাল তাঁরা কোথায় ছিলেন আর আজ কোথায়? সেইসব অত্যাচারী বাদশারা কোথায়, যাদের যুদ্ধে জয়ীরূপে স্মরণ করা হয়ে থাকে? মহাকালের করাল গ্রাসে তারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে...অতীতের গর্ভে তারা বিলীন হয়ে গেছে।

.

সমুজ্জল সুন্দর চেহারার অধিকারী লোকেরা কোথায় গেল, যারা তাঁদের যৌবনের তাড়নায় ছিল মত্ত। তারা সবাই ধূলিতে পরিণত হয়েছে। তাদের বাড়াবাড়ি তাদের জন্যই অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

.

কোথায় গেল সেই সব লোক, যারা শহর নগর তৈরি করেছিলেন, এবং প্রাচীর দ্বারা সেগুলোর নিরাপত্তা বেষ্টনী বানিয়েছিল, আর বিভিন্ন রকম বিস্ময়কর জিনিস সেগুলোর মধ্যে গড়ে তুলেছিল?...ঐ সবই তাদের বসত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আর তারা কবরের অন্ধকারে বন্দী।

"আপনি কি তাদের কারো সারা পান, অথব তাদের ক্ষীণতম আওয়াজ শুনতে পান?" [সূরা মারইয়াম, ৯৮]

.

তোমাদের বাপ-দাদা, ভাই-বন্ধু যাদের তোমরা দেখেছো, তারা আজ কোথায়? তাদের নির্ধারিত সময় খতম হয়ে গেছে। যেরূপ কাজ তারা করেছিল সে দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে, তারই পরিণতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর পর হয় নিকৃষ্ট নয় উৎকৃষ্ট অবস্থার মধ্যেই তারা অবস্থান করছে।

.

জেনে রাখো, আল্লাহ্ একক- অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর ও বান্দার মাঝে আনুগত্য ও ও হুকুম পালন করা ব্যতীত এমন কোন সূত্র, যার সাহায্য তিনি বান্দাকে কল্যান দান করবেন, আর এমন কোন সম্পর্কও নেই, যার ফলে তিনি বান্দার অকল্যান দূর করে দেবেন।

.

মনে রেখ তোমরা কেবল মাত্র তাঁর অনুগত বান্দা। তাঁর নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ছাড়া লাভ করা যাবে না।

.

সাবধান তোমাদের কারও জন্য জাহান্নামও কাছে নয়, জান্নাতও দূরে নয়।

.

- আবু বাকর আস-সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

সূত্রঃ ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৪৫২,৪৫৩

.

.

#KnowYourHeroes

#AbuBakrRA

-Brother Asif Adnan

বিশাল সাম্রাজ্য, হীরা-মুক্তা-জহরত, সৌন্দর্য, সম্ভ্রান্ত পরিবার, স্বামীর ভালোবাসা, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কিছুরই কমতি ছিলনা তাঁর জীবনে। চাওয়া মাত্রই চাহিদা আর ইচ্ছেগুলো যেন রূপ পেত পূর্ণতায়। কিন্তু এসবকিছু সত্ত্বেও তাঁর অন্তরজুড়ে ছিল কিসের যেন এক শূন্যতা, না পাওয়ার বেদনা।

.

পড়ছিলাম জান্নাতের চার সর্দারনীর একজন, আসিয়া (রাদিআল্লাহু আনহা)র জীবনের চিত্র। তাঁর জীবনের সেই শূন্যতা পূরণের অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত নিয়ে আজকের আলোচনা।

.

আল্লাহু আ'লাম।

.

মিসরের অত্যাচারী, নিষ্ঠুর শাসক, ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে নিজেকে খোদা দাবী করা সম্রাট ফির'আউন। তারই স্ত্রী ছিলেন আসিয়া বিনতে মুযাহিম (রাহিমাহাল্লাহ)। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা, স্বভাবে ছিলেন কোমলমতী, বিনয়ী ও নম্র।ফিরআউনের সে সময়কার নৃশংস শিশু হত্যাকান্ড থেকে হযরত মুসা (আলাইহি আস-সালাম) কে রক্ষা করে পরম মমতায় তাঁকে লালন পালন করেন তিনি।পরবর্তীতে পূর্ন বয়সে হযরত মুসা (আলাইহি আস-সালাম) নবুয়্যাত প্রাপ্ত হলে আসিয়া (রাদিআল্লাহু আনহা) রবের ওপর ঈমান আনেন।

একদিন ঘটনাক্রমে বিষয়টি জানতে পারে ফির'আউন। শুরু হয় তাঁর ওপর ফির'আউনের অসহনীয় অত্যাচার। কিছু রেওয়ায়েতে আছে, ফির'আউন তাঁর চার

হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের ওপর ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিম্নোক্ত দুআ করেন।

অপর রেওয়ায়েতে আছে, ফির'আউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার ওপর ফেলে দিতে মনস্থ করার সময় দ্বীনের ওপর অটল থেকে তিনি নিম্নোক্ত দুআ করেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা (মালাকুল মউতের মাধ্যমে) তাঁর আত্মা কবজ করে নিলেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহের ওপর পতিত হয়।

তাঁর সে দুআ আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে মুমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন:-

"আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে ফির'আউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বললঃ-হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন,আমাকে ফির'আউন ও তার দুস্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।"[সূরা আত তাহরীম:-১১]

.....

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দী আসিয়া (রাদিআল্লাহু আনহা) র দুআ কবুল করে দুনিয়াতেই তাঁকে তাঁর জন্য নির্মাণ করা জান্নাতের গৃহ দেখিয়ে দিলেন (মাযহারী) এবং দুনিয়া ও আখিরাতের চার শ্রেষ্ঠ নারীর একজন মনোনীত করলেন।সুবহান আল্লাহ্।

.

পৃথিবীর অন্যতম নিকৃষ্ট মানুষের স্ত্রী এবং ভয়ংকর কুফরী পরিবেশে থেকেও আসিয়া (রাদিআল্লাহু আনহা)র দ্বীনের ওপর অটল থেকে শাহাদাত বরনের অসাধারণ দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা দেয়:-

*দুনিয়ার মোহ, ঐশ্বর্য নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভালোবাসাই পারে বান্দার অন্তরের শূন্যতা পূরণ করতে।

*ঈমান মজবুত করার দৃঢ় সংকল্প। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আসিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা)র ভালোবাসা এতটাই গভীর ছিল যে, অসহনীয় যন্ত্রনা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দু'আয় উল্লেখ করেন,"হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন।"
অর্থাৎ প্রথমে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য কামনা করেন এবং এরপর জান্নাতে একটি গৃহের কথা উল্লেখ করেন।

*পরিবেশ, পরিবার, জীবনসঙ্গী যেমনই হোক না কেন ব্যক্তিগত আমল, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, একাগ্রতার মাধ্যমেই আমরা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি।

পরিশেষে আসিয়া (রাদিআল্লাহু আনহা)র আদর্শ অনুসরণ করে প্রতিটি নারীই হয়ে উঠুক একেকজন আল্লাহর প্রিয় বান্দী। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কবুল করে নিন। আমীন

তিনি ছিলেন আরবের সম্মানিত ও সম্পদশালী মহিলা। তার ধনসম্পদ, ব্যবহার ও লৌকিকতায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল। অনেক অভিজাত কুরাইশ যুবকই তাকে সহধর্মিণী হিসেবে লাভ করার প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু তিনি বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন পিতৃমাতৃহীন ইয়াতীম এক রাখাল বালককে।

.

যখন রাসুল ﷺ নবুয়ত লাভ করেন তখন তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহনের পরে তিনি তার সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

.

রাসুল ﷺ যখন ইসলাম প্রচারের কারণে মক্কার মুশরিকদের থেকে নির্যাতিত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তখন তিনিই একমাত্র তার পাশে ছিলেন। তিনিই তাকে সাহস উৎসাহ প্রদান করেছিলেন।

.

রাসুল ﷺ যখন প্রচণ্ড দু:খ, কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলেন তখন তিনিই তার পাশে ছিলেন। প্রচন্ড দুর্ভিক্ষের সময় যখন জীবনধারণের জন্য গাছের পাতা ছাড়া আর অন্য কিছু ছিল না তখন ও তিনি স্বামীর সাথে হাসি মুখে সকল কষ্ট সহ্য করে গিয়েছিলেন।

.

আরবের একজন সম্পদশালী মহিলা হওয়া সত্বেও তিনি রাসুল ﷺ এর জন্য তার সকল ভোগ- বিলাসীতা, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছিলেন। রাসুল ﷺ এর জীবনের চরম মূহুর্তে একমাত্র তিনিই তার পাশে ছিলেন। রাসুল ﷺ এর কষ্ট হবে জেনে

দরজায় হেলান দিয়ে তিনি ঘুমাতেন। তার কষ্ট হবে জেনেই বৃদ্ধ অবস্থাতেও তিনি পাহাড়ে কষ্ট করে উঠে তার জন্য খাবার নিয়ে যেতেন।

.

চরম জাহেলিয়াতের সময় যখন মানুষ রাসুল ﷺ এর নবুয়তে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তখন তিনি সকল কিছু শোনামাত্রই তা বিশ্বাস করেছিলেন। পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে মূহুর্তের জন্য রাসুল ﷺ এর প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ তিনি প্রকাশ করেন নি। চরম জাহেলিয়াতের মূহুর্তেও তিনি ছিলেন পূত - পবিত্র।

.

মক্কার একজন ধনবতী মহিলা হওয়া সত্বেও তিনি সর্বদা নিজ হাতে তার স্বামীর সেবা করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর রাসুল ﷺ তাকে কখনোই ভুলতে পারেন নি। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন যদিও আমি তাকে দেখি নি তবুও তার জন্য আমার ঈর্ষা হত। অন্য কারো বেলায় কিন্তু এমনটি হত না। কারণ রাসুল ﷺ সবসময় তার কথাই স্মরণ করতেন।

.

তার মৃত্যুর পর একবার তার বোন রাসুল ﷺ এর সাক্ষাতে আসলে রাসুল ﷺ এর মানসপটে যখন তার স্মৃতি ভেসে আসছিল তখন আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেছিলেন : আপনি একজন বৃদ্ধার কথা মনে করছেন যিনি কিনা মারা গেছেন অথচ আল্লাহ আপনাকে তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।

.

উত্তরে রাসুল ﷺ বললেন: "কক্ষনো নয়। যখন সবাই আমার কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল তখন সে-ই সত্য হিসেবে তা মেনে নিয়েছিলো। যখন সবাই

কাফির ছিল তখন সে ছিলো মুসলিম। কেউ যখন আমাকে সাহায্যের করার জন্য এগিয়ে আসে নি তখন সে-ই আমাকে সাহায্য করেছিলো।"

.

তিনিই ছিলেন সেই সম্মানিত নারী যিনি কিনা দুনিয়ার বুকেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। আল্লাহর প্রতি ইয়াক্বীন (বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর) ও স্বামীপ্রীতির কারণেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রমণীর মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম। তিনিই ছিলেন সেই নারী যাকে কিনা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ও জিবরীল (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত সালাম জানিয়েছিলেন।

.

তিনিই হলেন উম্মাহর সকল নারীর আদর্শ হযরত খাদিজা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)

#KnowYourHeroes

#KnowYourIdols

#KhadijaRa

ইনবক্সে পাঠিয়েছেন ব্রাদার Shahriar Hasan Ibn Shahadat